২০০৩

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৬ বর্ষ ❑ ৯ তম সংখ্যা

১৫ নভেম্বর, ২০০৩ ঈসাব্দ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

আপনার সন্ধানে আছি!

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

১. আপনি কি পরিশ্রম করতে জানেন? এইরূপ পরিশ্রম যে, তের-চৌদ্দ ঘণ্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করতে পারেন?

২. আপনি কি সত্য কথা বলতে জানেন; এইরূপ সত্য কথা যে কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমন কি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করে না এবং কেউ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কেচ্ছা শুনালে আপনি তার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না?

৩. আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হতে মুক্ত? মহল্লার গলি ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়াতে পারেন? বাজারে উচ্চস্বরে সর্বপ্রকার ঘোষণা করতে পারেন? সমস্ত দিন চলতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকতে পারেন?

৪. আপনি ই'তেকাফ করতে পারেন? এইরূপ ই'তেকাফ যে–
ক) এক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন থাকতে পারেন;
খ) ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তসবীহ করতে পারেন এবং
গ) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকতে পারেন।

৫. আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারীগণ পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাগণের মধ্যে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোঝা বহন করে একা কপর্দকহীনভাবে সফর করতে পারেন?

৬. কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের উর্ধ্বে থাকে, তারা পরাজয়ের নামও শুনতে পসন্দ করে না। তারা পাহাড়-পর্বত কাটতে তৎপর হয় এবং নদীগুলোকে টেনে আনতে উদ্যত হয়ে পড়ে। আপনি কি এ রকম কাজ করতে সদা প্রস্তুত?

৭. আপনার এইরূপ মনোবল আছে কি যে, সমস্ত জগৎ বলবে ভুল– আর আপনি বলবেন শুদ্ধ। চারদিক হতে লোকেরা ঠাট্টা করবে কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করে বলবে : 'দাঁড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করবো'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুত ধাবমান হওয়ার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আপনি মাথা পেতে বলবেন : 'এসো প্রহার কর'। আপনি তাদের কারো কথা মানবেন না। কেননা, তারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য করবেন। কেননা, আপনি সত্যবাদী।

৮. আপনি এই কথা বলবেন না যে, আপনি পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু খোদাতাআলা আপনাকে অকৃতকার্য করেছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজের দোষের ফলশ্রুতি বলে মনে করুন। আপনি ইহা বিশ্বাস করেন যে, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়। যে কৃতকার্য হয় নি, সে আদৌ পরিশ্রম করে নি।

আপনি যদি এইরূপ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একজন উত্তম মোবাল্লেগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার বান্দা অনেক দিন হতে আপনার অনুসন্ধান করছেন। হে আহমদী যুবক! সেই ব্যক্তির সন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে, অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা, ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হতে চলেছে, রক্ত সিঞ্চনে উহা পুনরায় সজীব হবে।

পবিত্র রমযানে আমাদের কর্তব্য

আল্লাহ্তাআলার অশেষ ফযল ও করমে পবিত্র রমযানের মাঝ দিয়ে আমরা চলছি, আল্হামদুলিল্লাহ্। আমাদের বেশি বেশি দোয়া করা উচিত যেন আমরা সবাই রোযাগুলো নিষ্ঠার সাথে পালন করতে পারি। কেউ যেন রোযা রাখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত না হই। সারা বছরে আমাদের আত্মায় যে সমস্ত ক্লেদ ও নোংরা জমে তা পরিষ্কার ও পরিশুদ্ধ করার সময় এ কল্যাণ ও বরকতের মাসে। আল্লাহ্তাআলা আমাদের সকলকে এ রমযানে পাক-পবিত্র হয়ে বের হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।

রমযানের সাথে পবিত্র কুরআনের গভীর সম্পর্ক। তাই এ মাসে আমাদের সকলের কুরআন শিক্ষা ও কুরআনের মর্ম উপলব্ধি করার চেষ্টা করা দরকার। যারা কুরআন নাযেরা পড়তে জানেন তাদের অর্থ ও তফসীর শেখার ও যারা পড়তে জানেন না তাদের 'ইয়াস্সারনাল কুরআন' সংগ্রহ করে কুরআন শিক্ষা করার চেষ্টা করা দরকার। সকলের এ পবিত্র মাসে কমপক্ষে একবার পুরো কুরআন পাঠ করা উচিত। তাছাড়া তারাবীর নামাযে যোগ দিয়ে কুরআন শুনার প্রচেষ্টাও চালানো দরকার। যারা নামাযের মাঝে পাঠ্য সূরাগুলোর অর্থ জানেন না তাদের সেগুলোর অর্থও শিখা উচিত।

রমযান মাসের সাথে আল্লাহ্র রাস্তায় আর্থিক কুরবানীর একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। রোযার কবুলিয়তের জন্যে একদিকে যেমন হালাল রুজির ভূমিকা অনেক, তেমনি রিয্ক থেকে অন্যান্য রোযাদারদের প্রতিও আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে। নবী করীম (সঃ) রমযান মাসে ঝড়ের গতিতে আর্থিক কুরবানী করতেন। আমাদেরও তাই লাযেমী চাঁদাগুলো আদায়ের সাথে সাথে যাকাত, ফিদিয়া, ফিতরানা এবং এ ছাড়াও তাহ্রীকে জাদীদের চাঁদা প্রভৃতিও আদায় করতে হবে। যারা এখনও বর্তমান বছরের ওয়াক্ফে জাদীদের চাঁদা আদায় করে নি তাদেরও এ চাঁদা আদায় করার সময় এ পবিত্র মাসে। যারা ২০শে রমযানের মধ্যে তাহ্রীকে জাদীদ ও ওয়াক্ফে জাদীদের চাঁদা আদায় করে দেবেন তাদের নাম দোয়ার জন্য হুযূর (আইঃ)-এর খেদমতে পেশ করা হবে।

এ মাসে হুযূর (আইঃ)-এর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবনের জন্যে এবং জামাতের উন্নতির জন্য দোয়া জারী রাখবেন।

পরিশেষে সকলকে আগাম ঈদ মোবারক জানাচ্ছি।

মোবাশ্শের উর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

পাক্ষিক
আহমদী

নব পর্যায় ৬৬ বর্ষ ॥ ৯ম সংখ্যা

১ অগ্রহায়ণ ১৪১০ বঙ্গাব্দ ১৯ রমযান ১৪২৪ হিঃ কাঃ
১৫ নবুওয়ত ১৩৮২ হিঃ শাঃ ১৫ নভেম্বর, ২০০৩ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ♦ ভারত টাঃ ২০০ ♦ অন্যান্য দেশে L 50/ $ 100

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
মাহবুবুর রহমান

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
মোহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মোহাম্মদ আব্দুল হাদী	-	লন্ডন, ইউ কে
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	-	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	-	ক্যালিফর্নিয়া
ন, ন, মোহাম্মদ সালেক	-	কানাডা
আজিজ আহমদ চৌধুরী	-	জার্মানী
কাউসার আহমদ	-	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	-	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	-	জাপান
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	-	নিউজিল্যান্ড
ডাঃ মাহবুবুল ইসলাম	-	অষ্ট্রেলিয়া
সৈয়্যদ মোহাম্মদ রেজা শাকিল	-	ফ্রান্স

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশনস্

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৭৩০০৮০৮, ৭৩০০৮৪৯, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৭৩০০৯২৫
E-mail : amgb@bol-online.com

সম্পাদকীয়

লায়লাতুল কদরের তাৎপর্য

লায়লাতুল কদর-সৌভাগ্য রজনীকে পাওয়া বোধ করি মু'মিনের সবচে' বড় পাওয়া। সারা জীবন কঠোর সাধনা, ত্যাগ ও তিতিক্ষার মাধ্যমে শয়তানী প্রবৃত্তিরূপ দৈত্যকে নিধন করার পর মু'মিনের নিকট আসে সেই মুহূর্তটি-সেই পাওয়ার মুহূর্তটি যাকে আল্ কুরআনে বলা হয়েছে 'লায়লাতুল কদর'-হাজার মাসের চেয়েও উত্তম এ মুহূর্তটি। হাজার মাস অর্থাৎ প্রায় ৮০ বছর। একজন মু'মিন সাধারণতঃ ৮০ বছর বেঁচে থাকেন। সুতরাং তার সারা জীবনের সাধনার ফল লাভের মুহূর্তটি তার গোটা জীবনের চাইতেও কদরের তথা কল্যাণের ও মর্যাদার। লায়লাতুল কদর বলতে সাধারণভাবে একটা রাতকে মনে করা হয়। ভৌগলিক কারণে সারা দুনিয়ায় যেহেতু একই সময়ে রাত্র থাকে না সেজন্যে লায়লাতুল কদরকে আমাদের গণনার একটি রাত্র মনে করা সঠিক বলে মনে হয় না। লায়লাতুল কদর এমন একটি সময় মু'মিনের ব্যক্তিগত জীবন বা জাতীয় তথা মিল্লাতী জীবনে রাত্রের ন্যায় কাজ করে। গভীর নিশীথে প্রেমিক-প্রেমিকা যেমন দুনিয়ার সকলের অগোচরে অভিসারে মিলিত হয়, তেমনি মু'মিন সাধনার শেষে যে মুহূর্তে তার প্রভুর দিদার বা দর্শন ও সান্নিধ্য লাভ করে বাক্যালাপে ভূষিত হয় সে মুহূর্তটিই প্রকৃতপক্ষে তার জীবনে লায়লাতুল কদর। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এ মুহূর্তটি অবশ্যই মু'মিনের জীবনে আসে রমযানের কঠোর সাধনার শেষ-দশকে। রোযার সাধনার দ্বারা মু'মিন খানা-পিনা ত্যাগ করে, নিদ্রাকে কম করে দিয়ে এবং নিজের প্রজননকে সাময়িকভাবে হলেও অস্বীকার করে সে আল্লাহ্‌র রঙ্গে রঙ্গীন হয়। তাই সে আল্লাহ্‌র সাথে বাক্যালাপ করার সৌভাগ্য লাভ করে যার ইঙ্গিত আমরা কুরআন মাজীদের সূরা বাকারায় ১৮৭ আয়াতে পেয়ে থাকি। সুতরাং সেই মুহূর্তটি প্রত্যেক মু'মিনের জীবনের জন্যে অতি কদরের-অতি আদরের। আঁ হযরত (সঃ)-ও রমযানের শেষ দশকে আল্ কুরআনের মহান বাণী লাভ করেছিলেন।

আঁ হযরত (সঃ) এ মহূর্তটিকে বুঝাবার জন্যে তাঁর উম্মতকে এটা অনুসন্ধানের জন্যে বিভিন্ন সময়ের কথা বলেছেন-এটা রমযান মাসে, রমযানের শেষ দশকের বেজোড় দিনে, রমযানের ২৭ তারিখে অন্বেষণ কর। হাদীস পাঠে জানা যায়, হযরত ওবায়দাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত-হযরত রসূল করীম (সঃ) কদরের রাত্রি সম্বন্ধে আমাদেরকে জানাবার জন্যে আমাদের নিকটে আসলেন। তিনি বললেন, "আমি তোমাদেরকে কদরের রাত্রি সম্বন্ধে জানাবার জন্যে এসেছি, কিন্তু পথে অমুক অমুক ব্যক্তি ঝগড়া করাতে তারিখটা আমি ভুলে গেছি" (বুখারী)। যে মহান ব্যক্তিত্ব তাঁর উম্মতের জন্যে হেদায়াতের খুঁটি-নাটি কিছুই বর্ণনা করতে ভুলেন নি অথচ দু'টি লোকের ঝগড়াতে লিপ্ত হওয়ায় এমন একটা মহামূল্যবান বিষয় সম্বন্ধে তিনি ভুলে গেলেন। এর পেছনে কী রহস্য রয়েছে তা আমাদের ভেবে দেখার অবকাশ রয়েছে! আল্লাহ্‌তাআলা চাইলেন যে, সেই শুভ মুহূর্তটি পাওয়ার জন্যে সবাই যেন আজীবন চেষ্টা করে এবং যে চেষ্টা করবে সে-ই পাবে। যদি মুহূর্তটি সবার জানা থাকত তাহলে সারা জীবন চেষ্টা-সাধনার প্রয়োজন কমই থাকত। কেবল সেই নির্দিষ্ট সময়ে চেষ্টা করলেই হতো। যেভাবে আজকাল এ রাতটার ইবদতের জন্যে তারাও বেশি বেশি চেষ্টা করে যারা সারা বছর মোটেও চেষ্টা করে না। তাহলে কথা এই দাঁড়ায় যে, সেই মুহূর্তটিকে প্রচ্ছন্ন রাখার উদ্দেশ্য বোধ হয় আল্লাহ্ এবং রসূল (সঃ)-এর এই ছিল যে, পাওয়ার জন্যে যেন মু'মিনগণ সারা জীবনই চেষ্টা সাধনা করতে থাকেন।

(অবশিষ্টাংশ সূচীর নীচে দেখুন)

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কুরআন মাজীদ ঃ সূরা আল্ বাকারাহ্-২	ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে	৩
হাদীস শরীফ ঃ ঈসা ইবনে মরিয়ম তথা মুহাম্মদী মসীহ্ (আঃ)-এর কবর প্রসঙ্গে	ঃ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা - মাওলানা বশীর আহমদ	৩-৪
অমৃত বাণী ঃ চশমায়ে মসীহী ঃ হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মদ আজিম উদ্দীন	৪-৫
মসীহ্ (আঃ) হিন্দুস্তান মেঁঃ মূল ঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা আহমদ সাদেক মাহ্মুদ	৫-৬
জুমুআর খুতবা ঃ সন্তানদের পক্ষে পিতামাতার দোয়া কবুল হয় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৭-১১
ঈদুল ফিতরের খুতবা ঃ ইসলামের বিজয়ই প্রকৃত ঈদ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা আহমদ সাদেক মাহ্মুদ	১২-১৩
মূলাকাৎ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)	ঃ সংকলন - আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী	১৪-১৬
ঐশীবাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য মূল ঃ হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহেঃ)	ঃ সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ - প্রফেসর মোহাম্মদ আমীর হোসেন	১৭-১৯
মুহাম্মদী শহীদানের কাতারে আর এক নিবেদিত প্রাণ শাহ্ আলমের শাহাদত লাভ	ঃ নির্বাহী সম্পাদক	২০-২৩
আমাদের প্রিয় ভাই শাহ্ আলম সাহেব শহীদ হয়ে গেলেন	ঃ মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	২৪-২৫
কবিতা ঃ শহীদ শাহ্ আলম স্মরণে	ঃ জনাব মোহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার	২৫
যাকাত ও আল্লাহ্র পথে ব্যয়	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	২৬-২৭
লায়লাতুল কদরের মাহাত্ম্য	ঃ জনাব শেখ হেলাল উদ্দীন	২৮
ছোটদের পাতা ঃ এসো কুরআন শিখি	ঃ পরিচালক- জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	২৯
আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ঃ	ঃ	৩০
নতুনদের পাতা ঃ		
● রমযানে রোগের সমন্বয়	ঃ মৌঃ মোহাম্মদ মজিদুল ইসলাম	৩১-৩২
● স্মৃতিতে বাবার কথা	ঃ জনাব খালিদ আহমদ শিরাজী	৩৩
● ইসলাম ও শিশু শিক্ষা	ঃ মৌঃ মনির হোসেন খান	৩৩-৩৪
● প্রশ্ন ও উত্তর	ঃ মৌঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	৩৪
পবিত্র নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর উদ্দেশ্যে হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর কয়েকটি মহব্বত ভরা উক্তি	ঃ	৩৫
সংবাদ	ঃ	৩৫-৩৬

প্রচ্ছদ ঃ মদীনা মনাওয়ারায় মসজিদে নব্বী

সম্পাদকীয়-এর বাকী অংশ

লায়লাতুল কদর সম্বন্ধে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর পুস্তক ফতহে ইসলামে সুন্দরভাবে আরও একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, *খোদাতাআলা সূরা কদরে বলিয়াছেন এবং মু'মিনদিগকে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, তাঁহার বাণী এবং তাঁহার নবীকে "লায়লাতুল কদরে' (অর্থাৎ মহা সম্মানিত রাত্রিতে) আকাশ হইতে নাযেল করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক সংস্কারক ও মুজাদ্দিদ যাহারা খোদাতাআলার তরফ হইতে আসিয়া থাকেন তাহারা লায়লাতুল কদরেই আবির্ভূত হন। তোমরা কি জান লায়লাতুল কদর কী? লায়লাতুল কদর সেই অন্ধকার যুগের নাম যখন অন্ধকার পূর্ণতার চরমে পৌঁছিয়া থাকে। এইজন্য সেই যুগ স্বভাবতঃই আকাঙ্ক্ষা করে যে, সেই অন্ধকার দূর করিবার জন্য এক জ্যোতিঃ অবতীর্ণ হউক। সেই যুগের নাম রূপকভাবে 'লায়লাতুল কদর' রাখা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা রাত্রি নয় উহা এক যুগ যাহা অন্ধকারের কারণে রাত্রিতুল্য।*

হাজার বছর 'ফায়াজে আওয়াজের' অর্থাৎ বক্রযুগের অন্ধকার যামিনীর শেষ লগ্নে শুভ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে সঠিক পথ প্রদর্শনের নিমিত্তে ও ইসলামের বিশ্ব-বিজয়ের লক্ষ্যে আল্লাহ্তাআলা দীর্ঘ অমনিশার ঘোর অন্ধকারের পরে চতুর্দশী পূর্ণ শশীসম হযরত মসীহ্ মাওউদ ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে পুনরায় আর এক লায়লাতুল কদরের যুগ আমাদের জন্যে- আহমদী জামাতের জন্যে তোহ্ফাস্বরূপ প্রেরণ করেছেন। এ যুগের ইবাদত-বন্দেগী, জেহাদ-মুজাহাদা, সাধ্য-সাধনা অবশ্যই অন্ধকার যুগের চাইতে বেশি কদর লাভের যোগ্য। আসুন, আমরা এ যুগের কদর করে, আল্লাহ্তাআলার নিকট কদর ও আদর লাভ করে ধন্য হই।

- নির্বাহী সম্পাদক

বিশেষ শোক সংবাদ

আমরা অতি দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি, বিগত ৩১ অক্টোবর, ২০০৩ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ একদল মৌলবাদী গোষ্ঠী স্থানীয় মসজিদের ইমাম মৌঃ আমীনুর রহমানের নেতৃত্বে আহমদীয়া মুসলিম জামাত রঘুনাথপুরবাগ-এর মসজিদে চড়াও হয়ে মসজিদ ভাংচুর করে। জুমুআর নামায শেষে মসজিদ সংলগ্ন নিজ বাড়ীর দাওয়ায় বসে সদস্যদের নিয়ে আলাপরত জামাতের প্রেসিডেন্ট ও মসজিদের ইমাম মৌঃ শাহ্ আলম সাহেব ও আহমদী সদস্যদের আক্রমণ করে মার ধর করে। মৌঃ শাহ্ আলম সাহেব মারাত্মকভাবে আহত হওয়ায় হাসপাতালে যাওয়ার পথে ইন্তিকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে ... রাজেউন)। এ সময় তাঁর বয়স ছিল ৫৬ বছর। তিনি বিধবা স্ত্রী ও গোলাম মোস্তাফা ও গোলাম কবির নামে দুই ছেলে এবং ফাতেমা বেগম সাথী নামে একটি কন্যা (ওয়াকফে নও) রেখে গেছেন।

আমরা শহীদ মরহুমের রূহের মাগফিরাত কামনা করি। আল্লাহ্তাআলা তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মকাম দান করুন। আর তাঁর পরিবারবর্গকে আমরা জানাই গভীর সহানুভূতি। আল্লাহ্তাআলা তাদেরকে সাবরে জামীল দান করুন আর আল্লাহ্র রহমত ও কল্যাণের ছায়ায় স্থান দিন।

- নির্বাহী সম্পাদক

সূরা আল্ বাকারাহ্ - ২

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ
الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ
يَرْشُدُونَ ﴿١٨٧﴾

১৮৭। এবং যখন আমার বান্দারা আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন (বল), 'নিশ্চয় আমি নিকটে[২১০] আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে; সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় ও আমার প্রতি ঈমান[২১১] আনে যাতে তারা সঠিক পথ পায়।'

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ
لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ
كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا
عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ
مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ
إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٨﴾

১৮৮। রোযার রাতে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রী-গমন বৈধ করা হয়েছে। তারা হলো তোমাদের পোশাক[২১২] আর তোমরা হলে তাদের পোশাক; আল্লাহ্ জানেন, নিশ্চয় তোমরা তোমাদের নিজেদের অধিকার খর্ব করছিলে, অতএব আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সদয় মনযোগ দিলেন ও তোমাদেরকে মার্জনা[২১৩] করলেন। অতএব এখন তোমরা তাদের সাথে মিলিত হতে পার এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা নির্ধারিত করেছেন তা অন্বেষণ কর; আর তোমরা খাও এবং পান কর যতক্ষণ তোমাদের নিকট ভোরের সাদা রেখা (রাতের) কালো রেখা থেকে সুস্পষ্ট না হয়[২১৩-ক]। অতঃপর রাত[২১৪] (নেমে আসা) পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর; এবং তোমরা মসজিদে[২১৫] ই'তিকাফরত অবস্থায় তাদের সাথে (রাতেও) দৈহিকভাবে মিলিত হবে না। এসব হলো আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমা, অতএব তোমরা এর ধারে-কাছে যেও না; এভাবে আল্লাহ্ তাঁর নির্দেশাবলী মানবজাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন তারা তাক্ওয়া অর্জন করতে পারে।

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا
إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٩﴾

১৮৯। এবং তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ[২১৫-ক] অন্যায়ভাবে নিজেদের মাঝে ভাগাভাগি করে খেয়ো না এবং মানুষের ধন-সম্পদের[২১৫-খ] এক অংশ তোমরা জেনে-শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করো না।

২১০। যখন মানুষ রমযান মাসের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ও এ মাসে রোযা রাখার পুণ্য ও আশীর্বাদ সম্বন্ধে অবগত হয়, তখন তারা স্বভাবতঃই এ থেকে খুব বেশি আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভের আশা পোষণ করে। এ আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য এ আয়াতটি মু'মিনের আত্মাকে নিশ্চয়তা দান করেছে।

২১১। 'আমার প্রতি ঈমান আনে' বাক্যাংশটির অর্থ হলো আল্লাহ্র অস্তিত্বে ঈমান আনা বা বিশ্বাস করা নয়। কারণ পূর্ববর্তী অংশে বলা হয়েছে, 'তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয়।' অস্তিত্বে বিশ্বাস না করলে সাড়া দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। অতএব 'আমার উপর ঈমান আনে' অর্থ এ কথার প্রতি ঈমান যে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দার প্রার্থনা শুনেন এবং মঞ্জুর করেন।

২১২। কী চমৎকারভাবে একটি মাত্র বাক্যে কুরআন স্ত্রীলোকের অধিকার ও মর্যাদা বর্ণনা করেছে এবং বিয়ের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে তুলে ধরেছে। এ আয়াত বলছে ঃ বিয়ের উদ্দেশ্য হলো দম্পত্তির শান্তিলাভ, আত্ম-সংরক্ষণ এবং সৌন্দর্য-বর্দ্ধন। কেননা পোশাকের কাজও তা-ই(৭ঃ২৭, ১৬ঃ৮২)। বিয়ের উদ্দেশ্য কেবল কাম-বৃত্তি চরিতার্থ নয়। স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরকে মন্দকাজ ও কুৎসা হতে রক্ষা করা এর উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত।

২১৩। 'আফাল্লাহু আন্হু'-এর আরও অর্থ হলো আল্লাহ্ তার ভুল সংশোধন করে তার কাজ-কর্ম ঠিক করে দিলেন; আল্লাহ্ তাকে সম্মান দিলেন। অন্য এক অর্থ হলো, আল্লাহ্ তাকে উদ্ধার করলেন (মুহীত)।

২১৩-ক। প্রকৃত পক্ষে সাদা রেখা ভোরের সাথে সম্পৃক্ত। অতএব অর্থ হবে ... 'যতক্ষণ তোমাদের কাছে ভোরের সাদা রেখা রাতের কালো রেখা থেকে সুস্পষ্ট না হয় ...।'

২১৪। যে সব দেশে দিন ও রাত অতিমাত্রায় দীর্ঘ (যেমন মেরু অঞ্চলে), সেখানে দিন ও রাত ১২ ঘন্টা করে ধরতে হবে (মুসলিম, বাবু আশরাত্ আস্সায়াত)।

২১৫। ই'তিকাফ-এ থাকা অবস্থায় দিনে এবং রাতে স্ত্রী গমন কিংবা এর সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্য সব নিষিদ্ধ। কেননা রোযার আত্মিক সুফলকে পূর্ণতার দিকে পৌছানোর জন্য দিবা-রাত্র চেষ্টা-সাধনা করার নামই ই'তিকাফ।

২১৫-ক। সাম্প্রদায়িক ঐক্যকে জোর দিবার উদ্দেশ্যে মুসলমানের ধন-সম্পদকে কুরআনে 'তোমাদের ধন-সম্পদ' বলে অনেক সময় উল্লেখ করা হয়েছে। এখানেও 'তোমাদের ধন-সম্পদ' বলতে মুসলমানদের ধন-সম্পদ বুঝাচ্ছে।

২১৫-খ। 'মানুষের সম্পদ' বলতে জাতীয় সম্পদ বুঝানো হয়েছে।

হাদীস শরীফ

হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম তথা মুহাম্মদী মসীহ্ (আঃ)-এর কবর প্রসঙ্গে

আন আবদিল্লাহ্ ইবনে উমারা ক্বালা ক্বালা রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ইয়ানযিলু ঈসা ইবনু মারইয়ামা ইলাল আরযে, ফাইয়াতাযাও-ওয়াযু, ওয়াইয়ুলাদু লাহু, ওয়াইয়ামকুসু খামসান ওয়া আরবাঈনা সানাতান, সুম্মা ইয়ামূতু, ফা ইয়ুদফানু মাঈ ফী কাবরী ফা আকূমু আনা ওয়া ঈসা ইবনু মারইয়ামা ফী কাবারিন ওয়াহিদিন,বাইনা আবীবাকরিন ওয়া উমারা, (মিশকাত, বাবু নুযূলু ঈসা, ফসলুস সালিস,পৃঃ ৪৮০)।

অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূল (সঃ) বলেছেন ঃ ঈসা ইবনে মরিয়ম পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন, তিনি বিয়ে করবেন এবং তাঁর পুত্র লাভ হবে, তিনি ৪৫ বছর অবস্থান করবেন, এরপর তাঁর মৃত্যু হবে, তিনি আমার সঙ্গে আমার কবরে মদফুন (সমাহিত) হবেন, অতঃপর আমি এবং ঈসা ইবনে মরিয়ম একই কবরে আবূ বকর ও উমরের মাঝ থেকে উত্থিত হব।

ব্যাখ্যা ঃ ঐশী-ভাষা সব সময়ই সংক্ষেপ, উচ্চ মার্গের অলংকারবিশিষ্ট ও ইঙ্গিতধর্মী হয়ে থাকে। এগুলো বুঝতে হলে নেক ফিতরত ও পবিত্র মনের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। এখানে বনী ইসরাঈলী ঈসা (আঃ)-এর কথা বলা হয় নি। কেননা, তিনি যথারীতি ১২০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেছেন এবং তাঁর কবর কাশ্মীরের শ্রীনগরে খান ইয়ার মহল্লায় অবস্থিত। এখানে আগমনকারী ঈসা (আঃ) তথা হযরত ইমাম মাহ্দীর আগমন সম্পর্কে যে ৪টি বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে-এর অন্যতম একটি হ'ল ঃ তিনি আমার কবরে আমার সাথে সমাহিত হবেন। অর্থাৎ ফানা ফির রসূল হবেন। রসূলের প্রেমে তিনি এতই বিলীন হবেন যে, তাঁর আলাদা কোন সত্তাই থাকবে না। আঁ হযরত (সঃ)-এর কুওওয়তে কুদসিয়া (পবিত্রকরণ শক্তি)-এর মাধ্যমে এ উম্মতে এমন এক ব্যক্তি সৃষ্টি করবে যিনি জীবনে মরণে

সর্বাবস্থায় মুহাম্মদ (সঃ)-এর অনুগামী ও অনুবর্তিতা করবেন। অন্যথায় বিশ্ব-নবী (সঃ)-এর কবরে কার সাধ্যে আছে যে, কোদাল চালিয়ে খনন করে আর সেখানে অন্য কাউকে দাফন করে?

এছাড়া এখানে 'আমার কবরে' বলা হয়েছে। 'আমার কবরস্থানে' বলা হয় নি। রসূল (সঃ)-এর বাণী 'কবর' দ্বারা যদি কেউ 'কবরস্থান' বুঝার অধিকার রাখেন তাহলে অন্য কেউ তা দ্বারা 'আধ্যাত্মিক কবর' বুঝার অধিকার রাখবে না কেন?

দ্বিতীয়ত ঃ রসূল (সঃ) বলেছেন, আনা আওয়ালু মান ইয়ানশাক্কু আনহুল কাবারু (মুসলিম, ২য় খন্ড, ২৭৮ পৃঃ)।

অর্থ ঃ "আমিই প্রথম মানব উত্থানকালে যার কবর প্রথমে উন্মোচন করা হবে।" যদি তার সাথে ঈসা (আঃ)ও অবস্থান করেন, তাহলে হাদীসটির বাস্তবতা পুরোপুরিভাবে প্রমাণিত হয় না। তৃতীয়ত ঃ হযরত আয়শা (রাঃ) স্বপ্নে দেখেছিলেন, তাঁর ঘরে তিনটি চাঁদ পতিত হয়েছে। 'রাআইতু সালাসাতা আকমারিন সাকাতনা ফী হুজরাতী (মুয়াত্তা ইমাম মালিক, ১ম খন্ড, ১৬১ পৃঃ)।

আর উক্ত স্বপ্নটি বাস্তবায়িত হয়েছে- রসূল (সঃ) হযরত আবূ বকর ও উমর (রাঃ) তাঁর ঘরে সমাহিত হওয়ার মাঝ দিয়ে। সুতরাং এ হাদীস খানার বাহ্যিক অর্থ ধরা হলে নানাবিধ সমস্যার উদ্ভব হয়। ফলে বাধ্য হয়ে রূপক অর্থ অনুধাবন করা প্রয়োজন।

আল্লাহ্ বলেন ঃ সুম্মা আমাতাহু ফাআকবারাহু (সূরা আবাসা)

অর্থ ঃ "অতঃপর তিনি মানুষের মৃত্যু দেন ও কবর বানান তার জন্যে।" অথচ বহু মানুষ মৃত্যুর পর জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কেউ হিংস্র জন্তুর খোরাক হয় ইত্যাদি। হাদীসেও আছে ঃ "কবর হ'ল জান্নাতের বাগান অথবা আগুনের গর্ত" (তিরমিযী)। সুতরাং কবর বলতে বরযখী কবর বুঝতে হবে। অন্যথায় যাদেরকে বাঘে খেয়ে ফেলে তাদের অবস্থা কী হয়? সেই দৃষ্টিকোণ থেকে ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ)-এর কবর যদি মুহাম্মদ (সঃ)-এর কবরে হয় (রূহ জগতে) তাহলে হাদীসখানার সঠিক অর্থ উদঘাটিত হয়। আল্লাহ্ সকলকে তাঁর ঐশী ভাষা বুঝার তওফীক দিন, আমীন।

- মাওলানা বশীর আহমদ

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)

চশমায়ে মসীহী

(১৯তম কিস্তি)

যে খোদা বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন তিনি কৃপণ নন। তাঁর জ্যোতিঃ চিরস্থায়ী। তাঁর কোন নাম বা কোন গুণ কখনও বিনষ্ট হয় না। ঈশ্বরপরায়ণ ও পরিশ্রমী মু'মিনকে তিনি পুরাকালে যা দিতেন এ কালেও তা দিবেন। খোদাতাআলা দোয়া শিখিয়েছেন, **'ইহ্দিনাসসিরাত্বাল মুস্তাকীম সিরাত্বাল্লাযীনা আনআমতা 'আলায়হিম-** হে আমার খোদা, আমাদিগকে সেই সরল পথ দেখাও যা সেই লোকের পথ যাদেরকে তোমার ফযল ও ইন্আম, করুণা ও পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। এ আয়াতের অর্থ এই যে, নবী ও সিদ্দীকগণকে যে ফযল ও ইন্আম, করুণা ও পুরস্কার পুরাকালে প্রদান করেছে, এর সব আমাদিগকে প্রদান কর। কোনরূপ করুণা হ'তে আমাদেরকে নিরাশ করো না। এ আয়াতে মুসলমান জাতিকে এক বড় আশা দেয়া হয়েছে, যা পূর্ববর্তী কোন জাতিকে দেয়া হয় নি। নবীগণের কামাল্ত (পূর্ণতা বা পূর্ণ গুণ সমূহ) বিভিন্ন। প্রত্যেক নবীকে এক বিশেষ কামাল বা পূর্ণগুণ দেয়া হয়েছিল। প্রত্যেককেই এত বিশেষ ফযল ও ইন্আম, করুণা ও পুরস্কার দেয়া হয়েছিল। এক নবী যে কামাল পেয়েছিলেন অন্য নবী তা পান নি। এক নবীকে যে পুরস্কার দেয়া হয়েছিল অন্য নবীকে তা দেয়া হয় নি। খোদাতাআলা মুসলমানদিগকে এ প্রার্থনা শিখিয়ে বলেছেন, পয়গম্বরগণকে বিভিন্নভাবে যে বিভিন্ন কামালত দেয়া হয়েছিল তোমরা সেসব একাধারে পাবার জন্যে আমার নিকট প্রার্থনা কর। অতএব যখন বিভিন্ন কামালত (পূর্ণগুণসমূহ) একাধারে একত্র হবে, তখন সেগুলোর সমষ্টি যে ভিন্ন ভিন্ন কামাল হতে অনেক অধিক হবে তা স্বতঃসিদ্ধ। এজন্যেই বলা হয়েছে- **কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন্নাস** কামালত বা পূর্ণতাসমূহের হিসেবে তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। এ বিভিন্ন কামাল এ জাতিতে একত্র হবার প্রতিশ্রুতি কেন দেয়া হ'ল? কারণ, আমাদের নবী মুহাম্মদ (সঃ)-কে সকল প্রকার কামালত একাধারে দেয়া হয়েছে। কুরআন শরীফে লিখিত আছে, **ফাবিহুদা হু মুকতাদিহ্** অর্থাৎ বিভিন্ন নবীকে যে বিভিন্ন হেদায়াত (আদেশ ও উপদেশ) দেয়া হয়েছিল তুমি এর সবগুলো পালন কর। একথা বেশ স্পষ্টই বুঝা যায় যে, যিনি একাকী বিভিন্ন হেদায়াত মেনে চলবেন তিনি সমুদয় কামালত একাধারে লাভ করবেন ও সকল নবী হতে শ্রেষ্ঠ হবেন। আবার যিনি এ সকল কামাল একাধারে অর্জনকারী পয়গম্বরকে অনুসরণ করে তাঁর অনুচর হবেন, তিনিও ছায়াস্বরূপ যাবতীয় কামালত একাধারে অর্জন করবেন। অতএব যে কামেল মুসলমানগণ সকল কামাল একাধারে অর্জনকারী নবীর অনুসরণ করবেন, তারা নিজেরাও যাবতীয় কামালত একাধারে অর্জন করবেন। যারা মুসলমান জাতিকে মরা জাতি মনে করে তাদের জন্য কত পরিতাপ! খোদা তাদেরকে সকল কামাল একাধারে অর্জন করতে প্রার্থনা শিখিয়েছেন; কিন্তু তারা একবারে মৃত হয়েই থাকতে চায়। তাদের মতে যদি কোন মুসলমান দাবী করে যে, মসীহ্ ঈসা ইবনে মরিয়মের মত আমার প্রতিও ওহী অবতীর্ণ হয় (১) তবে সে কাফির,কারণ পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত খোদাতাআলার সাথে বাক্যালাপ ও সাদর সম্ভাষণের দ্বার সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। তারা স্বীকার করে যে, খোদাতাআলা পূর্বে যেমন শ্রবণ করতেন এখনও তেমন শ্রবণ করেন, কিন্তু খোদাতাআলা পূর্বে যেমন কথা বলতেন এখনও তেমন কথা বলেন একথা স্বীকার করে না। কিন্তু যদি তিনি এ যুগে বাস্তবিকই কথা না বলেন তবে যে কথা শ্রবণ করতে পারেন, এর প্রমাণ কী? যারা খোদার কোন গুণ বা সিফত কখনও নষ্ট হয় বলে ধারণা করে তারা বড়ই হতভাগ্য। এরাই ইসলাম ধর্মের শত্রু। (চলবে)

(১) মৌলবীগণ যখন বলেন মুসলমানরা কেউই ঈসা ইবনে মরিয়মের মসীল (সমকক্ষ ও অনুরূপ ব্যক্তি) হতে পারবে না তখন তারা আমাদের প্রভু ও নেতা সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলের অপমান হবে। এর মত

ব্যক্তি মুসলমান ধর্মে জন্ম গ্রহণ করা অসম্ভব ভেবে তারা বিশ্বাস করে, মোহরে নবুওয়ত ভগ্ন করে খোদাতাআলা ইস্রাইল বংশীয় ঈসাকে আবার দুনিয়াতে প্রেরণ করবেন। এ বিশ্বাসের দরুন তারা দুই পাপে পাপী (এক) প্রথমতঃ তাদেরকে বিশ্বাস করতে হয়, খোদার এক দাস ঈসা যাকে হিব্রু ভাষায় যিশু ত্রিশ বছর যাবত আল্লাহ্‌র নবী মূসা(আঃ)-এর শরীয়ত পালন করে পয়গম্বরী পেয়েছিলেন, কিন্তু ত্রিশ বছরের পরিবর্তে পঞ্চশ বছর হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর শরীয়ত সম্পূর্ণরূপে পালন করে কোন ব্যক্তি কোন কালেই উক্ত পদ লাভ করতে পারবে না, যেন হযরত (সঃ)-এর অনুসরণ দ্বারা কোনই কামালত বা আধ্যাত্মিক কল্যাণ অর্জন করা যায় না। তারা ভেবে দেখে না যে, এটা সত্য হলে খোদাতাআলার **ইহ্‌দিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম** দোয়া শিক্ষা দেয়া শুধু ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা বৈ আর কিছুই হয় না। তাদের বিশ্বাস দ্বিতীয়বার আগমনের হিসেবে তিনি শেষ বিচারক ও সমুদয় মতভেদের নির্ভুল মীমাংসাকারী ও হাকাম। তারা বুঝতে পারে না যে, যেমন মুসলমানদের মাঝে মূসার অনুরূপ লোক জন্মিবে তেমন ঈসার অনুরূপ লোকও জন্মিবে। তিনি এক হিসেবে নবী হবেন অন্য হিসেবে উম্মতী হবেন। খোদাতাআলার ভবিষ্যদ্বাণীতে এটাই ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য ছিল। মরিয়মের পুত্র ঈসা, নবী ও উম্মতী উভয় নাম পেতে পারেন না। কারণ যিনি কোন নবীকে অনুসরণ করে কামাল অর্জন করেন শুধু তাকেই উক্ত নবীর উম্মতী বলা যায়। কিন্তু ঈসা নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর অনুসরণ ব্যতীতই কামাল অর্জন করে নবী হয়েছেন। (দুই) দ্বিতীয় পাপ এই যে, তারা কুরআন শরীফের স্পষ্ট আয়াতের বিরুদ্ধে হযরত ঈসাকে জীবিত বলে কল্পনা করে। কুরআনে স্পষ্ট আয়াত আছে- **ফালাম্মা তাওয়াফ্‌ফায়তানী কুন্‌তা আন্‌তার রকীবা আলায়হিম**। তারা এ আয়াতের অর্থ করেন-যখন তুমি আমাকে জড়দেহে স্বর্গে উঠিয়ে নিলে- কি অদ্ভুত ভাষাজ্ঞান! কি অদ্ভুত তাদের ভাষা!! হযরত ঈসার জন্যই শুধু, আর কারও জন্য এ শব্দের এ অর্থ হয় না। শুধু তাঁর জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাষা!! দুঃখের বিষয়, তারা এতটুকুও ভাবেন না যে, পুনরুত্থান বিষয়ে হযরত ঈসাকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হবে বলে কুরআনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। অতএব **মুতাওয়াফ্‌ফিকার** যে অর্থ করা হয়, তাতে বাধ্য হয়ে স্বীকার করতে হয় যে, মরণের পূর্বেই ঈসা প্রবল প্রতাপান্বিত মহা বিচারক খোদাতাআলার সামনে হাজির হবেন। যদি বল **ফালাম্মা তাওয়াফ্‌ ফায়তানী** এর অর্থ যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে তবে অর্থ হবে, 'আমার মরণের পর আমার অনুচরগণ কোন্ পথ অবলম্বন করেছিল আমি তা কীরূপে জানি।' তবে এ ব্যাখ্যাও তাদের মতে অশুদ্ধ হয়। উভয় ব্যাখ্যানুসারেই খোদাতাআলা এমন অসঙ্গত আপত্তি ও অসঙ্গত উত্তরের জবাবে ঈসাকে বেশ বলতে পারেন, 'তুমি তাদের অবস্থা জান না বলে আমার সম্মুখে কেন, মিথ্যা বলছো? তুমি যে দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে গমন করেছিলে, চল্লিশ বছর বাস করে খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলে, তাদের সলীব (ক্রুশ) ভগ্ন করে ছিলে এটা কি তোমার মনে নেই?' এতদ্ব্যতীত এ ব্যাখ্যামতে স্বীকার করতে হয়, যত দিন হযরত ঈসা জীবিত ছিলেন ততদিন খ্রীষ্টানগণ পথভ্রষ্ট হয় নি, তাঁর মৃত্যুর পর তারা পথভ্রষ্ট হয়েছিল। সুতরাং মৌলভীগণকে স্বীকার করতে হয় খ্রীষ্টানগণ এখনও সত্য ধর্ম ও সত্যপথে অবহিত আছে। কেননা এখনও হযরত ঈসা জীবিতাবস্থায় আসমানে মজুদ আছেন। হায় পরিতাপ! হায় লজ্জা!! অবশেষে মনে রাখা উচিত, যদি কোন মুসলান হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর অনুসরণের ফলে ওহী-ইলহাম ও নবীর পদ প্রাপ্ত হন তবে এমন মুসলমানের নবী হওয়ার ফলে মোহরে নবুওয়ত ভগ্ন হয় না। কেননা, তিনি হযরতেরই অনুচর, তার স্বতন্ত্র স্বাধীন অস্তিত্ব নেই, তাঁর কামালত তার প্রভুরই কামালত। তিনি শুধু নবী নন, নবী ও উম্মতী দুই-ই। কিন্তু যিনি হযরতের উম্মত (অনুচর) নন এমন নবীর দ্বিতীয়বার আগমন খতমে নবুওয়তের সম্পূর্ণ বিপরীত ও প্রতিকুল। এতে মোহরে নবুওয়ত ভেঙ্গে যায়।

অনুবাদ - **মোহাম্মদ আজিমউদ্দীন**
চলিতকরণ ও সম্পাদনা - **মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

মসীহ্ হিন্দুস্তান মেঁ

মূল ঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, মসীহ্ মাওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

(১৩তম কিস্তি)

এ স্থলে এ-ও বলে দেয়া আবশ্যক, ইঞ্জিলের উল্লেখিত আয়াতে যে বর্ণিত হয়েছে ঃ 'তখন পৃথিবীর সকল জাতি-গোষ্ঠী বিলাপ করবে' এ বাক্যটিতে 'পৃথিবী' বলতে সিরিয়ার এলাকাকে বুঝায়, যে এলাকার সাথে এ তিন জাতি সম্পর্কযুক্ত। ইহুদীরা এ কারণে যে, এখানেই তাদের সূচনা ও উৎসমূল আর এখানেই রয়েছে তাদের (প্রধান) উপাসনালয়। খৃষ্টানরা এ কারণে যে, হযরত মসীহ্ এখানেই আবির্ভূত হয়েছেন এবং খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বী প্রথম জাতির এ দেশেই উদ্ভব হয়েছে। মুসলমানরা এ কারণে যে, তারাই কিয়ামতকাল অবধি এ দেশের (প্রকৃত) উত্তরাধিকারী। তবে 'পৃথিবী' শব্দের দ্বারা গোটা পৃথিবীকে ধরা হলেও কিছু যায় আসে না। কেননা প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনে প্রত্যেক প্রত্যাখ্যানকারীই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে।

ইঞ্জিলে যে-সব সাক্ষ্য-প্রমাণ আমরা দেখতে পাই, মথি লিখিত ইঞ্জিলের শ্লোকটিও এর অন্তর্ভুক্ত ঃ 'এবং কবর সকল খুলিয়া গেল, আর অনেক নিদ্রাগত পবিত্র লোকের দেহ উত্থাপিত হইল; এবং তাঁর (অর্থাৎ মসীহ্‌র) পুনরুত্থানের পর তারা কবর হইতে বাহির হইয়া পবিত্র নগরে প্রবেশ করিলেন, আর অনেক লোককে দেখা দিলেন (মথি ২৩ঃ৫২)।

মসীহ্‌র পুনরুত্থানের পর অনেক পবিত্র লোক কবর হতে বেরিয়ে আসলেন এবং জীবিত হয়ে তারা অনেক লোককে দেখা দিলেন, - ইঞ্জিলে বর্ণিত এ বৃত্তান্তটি নিশ্চয়ই ঐতিহাসিক কোন ঘটনার বর্ণনা নয়। কেননা এমনটি ঘটে থাকলে এ দুনিয়াতেই কিয়ামতের ঘটনা দৃশ্যমান হয়ে যেতো, আর মানুষের ঈমান ও নিষ্ঠা নিরক্ষণের উদ্দেশ্যে যে বিষয়টি দুনিয়াবাসীর জন্য গোপন রাখা হয়েছিল তা সবার কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়তো। ফলে ঈমান আর ঈমান(-এর পর্যায়ে) থাকতো না এবং প্রত্যেক মু'মিন ও কাফিরের দৃষ্টিতে পরকালের স্বরূপ এমনই স্পষ্ট ও প্রকাশ্য বিষয়ে পরিণত হতো, যেমন চাঁদ, সূর্য, দিন ও রাতের অস্তিত্ব সুস্পষ্ট বিষয়। তখন ঈমান আর এমন মূল্যবান ও সমাদরযোগ্য বস্তু হতো না যার ভিত্তিতে পুরস্কার লাভের কোন আশা থাকতে পারে। লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় পবিত্র লোক ও বনী ইস্রাঈলের নবীরা যদি ক্রুশীয় ঘটনার সময়ে সত্যিসত্যি পুনর্জীবিত হতেন ও জীবিত হয়ে নগরে প্রবেশ করতেন এবং বাস্তবত মসীহ্‌র সত্যতা ও ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে শত শত নবী ও লক্ষ লক্ষ পবিত্র লোককে পুনর্জীবিত করে এহেন অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করা হতো, তাহলে তদবস্থায় প্রতীয়মান হয় ইহুদীরা সেই পুনর্জীবিত নবী পবিত্রলোক ও নিজেদের পরলোকগত পিতৃপুরুষদের কাছে মসীহ্ সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞেস করার এক সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেছিল, 'ইঞ্জিলের বর্ণনানুযায়ী খোদা হবার দাবীদার এ ব্যক্তি (অর্থাৎ মসীহ্) কি প্রকৃতপক্ষেই খোদা, না কি সে তার দাবীতে মিথ্যাবাদী'। যুক্তিসঙ্গতভাবেই ধারণা করা যায়, এ সুযোগটিকে তারা হাত ছাড়া হতে দেয় নি, বরং নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করে থাকবে 'এ ব্যক্তিটি কেমন?' কেননা ইহুদীরা এসব বিষয়ে খুবই কৌতূহলী ও আকাঙ্ক্ষী ছিল, মৃতরা পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে এলে যেন তাদের কাছে জিজ্ঞেস করতে পারে। কাজেই লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় মৃতরা যখন শহরে প্রবেশ করলো এবং প্রত্যেক মহল্লায়ও ঢুকে গেল, তখন এমন সুযোগকে ইহুদীরা কী করে ছেড়ে দিতো? নিশ্চয় তারা দুই এক জনকেই নয়, বরং সেই হাজার হাজার এ পুনর্জীবিত লোকের কাছে জিজ্ঞেস করে থাকবে। আর এ মৃতরা তাদের বাড়ীঘরেও প্রবেশ করলে এই লক্ষ লক্ষ লোকের পৃথিবীতে

পুনরায় ফিরে আসায় ঘরে ঘরে হই-চই পড়ে গিয়ে থাকবে, ঘরে ঘরে কেবল এ নিয়েই আলোচনা ও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়ে গিয়ে থাকবে, ইহুদীরা মৃতদেরকে জিজ্ঞাসা করে থাকবে 'যীশু মসীহ্ নামে লোকটিকে আপনারা কি প্রকৃতপক্ষেই খোদা বলেই জানেন?' কিন্তু মৃতদের সেই সাক্ষাতের পর যেমন কিনা আশা ছিল, ইহুদীরা হযরত মসীহ্র প্রতি ঈমান আনবে কিন্তু তারা ঈমান আনে নি, তাদের হৃদয়ও নরম হয় নি। বরং তারা আরও কঠোর-হৃদয় হয়ে যায়। এতে প্রতীয়মান হয়, খুব সম্ভব মৃতরা কোন ভাল (ইতিবাচক) সাক্ষ্য দেয় নি। বরং তৎক্ষণাৎ এ উত্তরই দিয়ে থাকবে, 'এ ব্যক্তি তার ঈশ্বরত্বের দাবীতে নির্ঘাৎ মিথ্যেবাদী। খোদার বিরুদ্ধে সে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে।'

এ কারণেই তো লক্ষ লক্ষ (সাধারণ) মানুষই নয় বরং নবী-রসূলের পুনর্জীবিত হয়ে আসার পরও ইহুদীরা তাদের দুষ্কৃতি থেকে বিরত হয় নি এবং হযরত মসীহ্কে (তাদের ধারণা অনুযায়ী ক্রুশে দিয়ে) মেরে ফেলে, আবার অন্যান্যদেরকে হত্যা করতে চেষ্টিত হয়। এ কি বিশ্বাস করা যায় যে, হযরত আদম থেকে হযরত ইয়াহিয়া পর্যন্ত যে লক্ষ লক্ষ সত্যপরায়ণ লোক সেই পবিত্র ভূমির কবরগুলোতে নিদ্রাগত ছিলেন তারা সবাই জীবিত হয়ে ওঠেন? তারপর উপদেশ দানের জন্য নগরে প্রবেশ করেন ও তাদের প্রত্যেকে হাজার হাজার মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দেন ঃ 'আমরা দেখে এসেছি যীশু মসীহ্ প্রকৃত পক্ষেই খোদার পুত্র, বরং তিনি স্বয়ং খোদা, তাই সবার উচিত তার উপাসনা করা ও তার সম্পর্কে তোমাদের পূর্বের ধ্যান-ধারণা পরিহার করা। নইলে তোমাদেরকে নরকে যেতে হবে? আর লক্ষ লক্ষ মৃত সৎ ব্যক্তির মুখ নিঃসৃত এ উচ্চ পর্যায়ের ও চাক্ষুষ সাক্ষ্য পেয়েও ইহুদীরা যে নিজেদের অস্বীকার থেকে বিরত হয় নি, এটা আমাদের বিবেক-বুদ্ধি কখনও মেনে নিতে পারে না। অতএব প্রকৃতপক্ষেই লক্ষ লক্ষ পরলোকগত সত্যবাদী, নবী-রসূল ইত্যাদি পুনর্জীবিত হয়ে সাক্ষ্য-দানের জন্য যদি নগরে এসে থাকতেন তাহলে নিঃসন্দেহে তাঁরা বিপরীত (তথা নেতিবাচক) সাক্ষ্যই দিয়ে থাকবেন। তারা কখনও হযরত মসীহ্র খোদা হওয়ার সত্যায়ন করেন নি। আর করেন নি বলেই ইহুদীরা মৃতদের সাক্ষ্য শুনে নিজেদের অস্বীকারে পাকাপোক্ত হয়ে যায়। আর (খৃষ্টানদের মতে) হযরত মসীহ্ তো তাদেরকে তাঁর ঈশ্বরত্ব স্বীকার করাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তারা সেই সাক্ষ্য শোনার পর তাঁকে নবী হিসেবে মানতেও অস্বীকার করে বসে!

মোট কথা, লক্ষ লক্ষ সেই মৃতব্যক্তিকে বা এর পূর্বেও কোন মৃতকে হযরত মসীহ্ জীবিত করেছিলেন বলে যদি বিশ্বাস করা হয় তাহলে এহেন ধর্মবিশ্বাস এক অতি ক্ষতিকর ও কুপ্রভাব বিস্তারকারী বিশ্বাস বটে। কেননা মৃত ব্যক্তিদের এ পুনর্জীবন কোন সুফল বয়ে আনে নি। উদাহরণস্বরূপ, কোন ব্যক্তি যদি দূরদূরান্তের কোন দেশে যায় আর (সেখান থেকে) কয়েক বছর পর স্বদেশে ফিরে আসে, তাহলে স্বভাবতই সে সেখানকার দুর্লভ জিনিস ও অদ্ভুত অভিনব বিষয়াদি মানুষের কাছে তুলে ধরতে এবং তাদেরকে সে দেশের অতি বিস্ময়কর অবস্থা ও ঘটনাবলী জানাতে দারুণভাবে উৎসুক হয়ে থাকে। অনেক দিনের অনুপস্থিতির পর নিজ লোকদের সাথে আবার দেখা হলে কেউ কখনও মুখ বন্ধ করে বোবার ন্যায় বসে থাকে না। বরং সে সময় অন্যান্য মানুষও স্বভাবত উৎসুক হয়ে তার কাছে ছুটে আসে এবং সে দেশের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আবার ঘটনাক্রমে এ লোকদের কাছে যদি কোন দরিদ্র-হীন-নিঃস্ব ব্যক্তি এদিক দিয়ে যেতে গিয়ে দাবী করে যে, সে সেই দেশের রাজা, যে দেশটির রাজধানী এদের লোক ঘুরে ফিরে দেখে এসেছে, শুধু রাজাই নয়, বরং সে নিজ রাজকীয় মর্যাদায় বিভিন্ন রাজার চেয়েও শ্রেষ্ঠ বলে যদি পরিচয় দেয়, তাহলে মানুষ সে দেশ ভ্রমণ করে আসা ব্যক্তিদের কাছে অবশ্যই জিজ্ঞেস করবে, 'বলুন তো, সম্প্রতি আমাদের দেশে সে দেশ থেকে আসা লোকটি কি সত্যি সত্যি সে দেশের রাজা?' আর এক্ষেত্রে যা প্রকৃত ঘটনা তারা তা বলে দেবে। অতএব ইতোপূর্বে যেভাবে আমি বলে এসেছি, হযরত মসীহ্র হাতে মৃতদের জীবিত হওয়া কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারতো যখন তাদের কাছে স্বভাবত জিজ্ঞাসিত বিষয়ে তাদের সাক্ষ্যদানের অবশ্যই কোন ইতিবাচক (লাভজনক) ফল হতো। কিন্তু এক্ষেত্রে তদ্রূপ হয় নি। কাজেই মৃত মানুষ পুনর্জীবিত হয়েছিল বলে বিশ্বাস করলে, সেই সাথে অনিবার্যত- এ-ও বিশ্বাস করতে হয় যে, সেসব মৃত (তথা পুনর্জীবিত) ব্যক্তি হযরত মসীহ্র অনুকূলে এমন কোন (লাভজনক) সাক্ষ্য দেয় নি, যাতে তাঁর সত্যতা মেনে নেয়া যেতো। বরং তারা এমন সাক্ষ্যই দিয়ে থাকবে যার ফলে ফেৎনা (অস্বীকৃতির পরীক্ষা) আরও বেড়ে যায়। হায়! মানুষের পরিবর্তে যদি অন্য কোন জীব-জন্তুকে পুনর্জীবিত করার কথা বলা হতো তাহলে এতে অনেকটাই সাফাই গাওয়ার সুবিধে হতো। যেমন বলা হতো, 'হযরত মসীহ্ কয়েক হাজার ষাঁড় জীবিত করেছিলেন', তবে এ কথা অনেকটা যুক্তিসঙ্গত হতো। আর এক্ষেত্রে কারও পক্ষে থেকে এ আপত্তি উত্থাপন করা হলে, 'এ মৃতদের সাক্ষ্যেরও কী ফল হলো?' আমরা তৎক্ষণাৎ বলতে পারতাম, 'এগুলো তো ষাঁড় ছিল। পক্ষে বা বিপক্ষে কোন সাক্ষ্য দেয়ার মত কি এদের বাক্শক্তি ছিল?' তবে ভাল কথা, যেহেতু হযরত মসীহ্ যে মৃতদের জীবিত করেছিলেন তারা ছিল লক্ষ লক্ষ মানুষ। কাজেই আজ উদাহরণস্বরূপ, কয়েকজন হিন্দুকে যদি ডেকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'আপনাদের পরলোকগত পিতৃ-পুরুষদের দশ বিশ জন যদি জীবিত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসেন ও সাক্ষ্য দেন যে, অমুক ধর্মটি সত্য, তবুও কি সে ধর্মের সত্যতা সম্বন্ধে আপনাদের মনে সন্দেহ থেকে যাবে?' তাহলে সে হিন্দুরা কখনও না-সূচক উত্তর দিবেন না। কাজেই সুনিশ্চিৎ বুঝে নিন, এ পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে, এই ধরনের সত্য উন্মোচনের পরও নিজ কুফরী ও অস্বীকারে বদ্ধপরিকর ও হঠকারী হয়ে থাকে। আফ্সোস! এ ধরনের কল্প-কাহিনী রচনায় আমাদের দেশের শিখরা বরং খৃষ্টানদের চেয়ে ভাল অবস্থানে রয়েছেন। তারা এরূপ কাহিনী বানাবার ক্ষেত্রে যথেষ্ট হুশিয়ারীর পরিচয় দিয়েছেন। কেননা তারা বর্ণনা করেন, তাদের গুরু বাবা নানক একবার একটা (মরা) হাতী জীবিত করেছিলেন। সুতরাং এটা এমন ধরনের এক অলৌকিক ক্রিয়া বটে, যে-ক্ষেত্রে উল্লেখিত পরিণামজনিত আপত্তি ওঠে না। কেননা শিখগণ বলতে পারেন, 'হাতী কি কথা বলতে পারে? অতএব কী করে সে বাবা নানকের সত্যায়ন বা প্রত্যাখ্যানে সাক্ষ্য দিতো?' মোট কথা, জনসাধারণ তো তাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান-বুদ্ধির কারণে এ জাতীয় অলৌকিক ক্রিয়া নিয়ে খুবই উল্লসিত হয়। কিন্তু বুদ্ধিমান লোকেরা অন্য ধর্মের লোকদের আপত্তি ও সমালোচনার শিকার হয়ে বিব্রতবোধ করে থাকেন। যে বৈঠক বা আসরে এ সব বেহুদা কল্প-কাহিনী তুলে ধরা হয় সেখানে তারা খুবই লজ্জিত হন। অবশ্য, হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর সাথে আমি যেহেতু সেরূপ ভালবাসা ও নিষ্ঠার সম্পর্ক রাখি যেরূপ খৃষ্টানদের সম্পর্ক রয়েছে। বরং তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক অধিক গাঢ়। কেননা খৃষ্টানরা জানে না তারা কার প্রশংসা করেন। কিন্তু আমি যাঁর প্রশংসা করি তাঁকে আমি জানি, কেননা আমি তাঁকে (দিব্য-দর্শনে) প্রত্যক্ষ করেছি। অতএব এখন আমি ক্রুশীয় ঘটনার সময়ে পরলোকগত সকল পুণ্যবান ব্যক্তি পুনর্জীবিত হয়ে নগরে প্রবেশ করেছিলেন বলে ইঞ্জিলে লিখা ধর্ম বিশ্বাসটির প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করছি ঃ (চলবে)

অনুবাদ - **মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

সন্তানদের পক্ষে পিতামাতার দোয়া কবুল হয়

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাস্‌রূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) কর্তৃক ৪ জুলাই, ২০০৩ইং তারিখে মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ তা'আব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সূরা আলে ইমরানের নিম্নোক্ত ৩৯ আয়াত পাঠ করে হুযূর (আইঃ) খুতবা দেন ঃ

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٩﴾

অনুবাদ ঃ "তখন সেখানে যাকারিয়া তার প্রভুকে ডেকে বললেন, 'হে আমার প্রভু! তুমি তোমার পক্ষ থেকে আমাকে পবিত্র সন্তানাদি দান কর, নিশ্চয় তুমি বড় দোয়া শ্রবণকারী" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩৯)।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন ঃ

"হযরত মরিয়ম (আঃ)-এর মুখে এ কথা শুনে যে, আল্লাহ্ সব কিছু দেন, এ নেয়ামত-ও আল্লাহ্ই দিয়েছেন, হযরত যাকারিয়া (আঃ)-এর মনে ব্যথার সৃষ্টি হয় এবং তাঁর মনেও একথা জাগ্রত হয় যে, সত্যিই তো আল্লাহ্ই সব কিছু দেন। এতটুকু মেয়েও এ কথাই বলছে! আমি তো বিবেকবান এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি, আমি কেন এ কথা বিশ্বাস করব না যে, আল্লাহ্ই সব কিছু দেন।

হুনালিকা দায়া যাকারিয়া রব্বাহু সুতরাং সেখানে হযরত যাকারিয়া দোয়া করলেন। হযরত মরিয়মের উত্তর শুনে হযরত যাকারিয়া (আঃ)-এর অন্তরে দোয়ার জন্য আবেগ সৃষ্টি হলো যে, আমিও আমার প্রয়োজনের বস্তু আল্লাহ্র কাছেই চাইব। আমার গৃহে তো আমার কোন সন্তান নেই। মরিয়মের মত যদি একটি সন্তান আমার থাকত এবং আমি তার কাছে জিজ্ঞেস করতাম, এ জিনিস তোমাকে কে দিয়েছে, সে উত্তর দিত, আল্লাহ্ দিয়েছেন। তখনও তার কথা শুনে আমার কত ভাল লাগত! অতএব এভাবে হযরত মরিয়মের কারণে হযরত ইয়াহিয়ার জন্মের জন্য দোয়া করার সুযোগ ঘটে গেল। এভাবে যেমন আল্লাহ্র ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত ইয়াহিয়া হযরত ঈসা (আঃ)-এর আগমন-বার্তা বহনকারী হয়ে আসলেন তেমনই পরোক্ষভাবে হযরত

মরিয়ম, হযরত ঈসা (আঃ)-এর জননী, হযরত ইয়াহিয়ার আগমন-বার্তা বহনকারী হয়ে গেলেন। সুতরাং আল্লাহ্তাআলা হযরত যাকারিয়া (আঃ)-এর দোয়া কবুল করলেন এবং তার গৃহে এ (হযরত ইয়াহিয়া) শিশু সন্তান জন্মগ্রহণ করল" (তফসীরে কবীর; ৫ম খন্ড; পৃঃ ১১৭)।

হযরত যাকারিয়া (আঃ)-এর দোয়া সূরা আম্বিয়া ৯০ নং আয়াতেরও চিরদিনের জন্য সংরক্ষিত করেছেন ঃ

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿٩٠﴾

"হযরত যাকারিয়া যখন নিজ রব্বকে ডাকলেন, হে আমার রব্ব! তুমি আমাকে একাকী রেখ না এবং তুমি উত্তরাধিকারীদের মাঝে সর্বোত্তম।"

হযরত যাকারিয়া (আঃ)-এর এ দোয়া কবুলের উল্লেখ আছে সূরা মরিয়মের নিম্নোক্ত আয়াতে'। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴿٨﴾

অনুবাদ ঃ "হে যাকারিয়া! নিশ্চয় আমরা তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, যার নাম হবে ইয়াহিয়া। ইতিপূর্বে এ নামে কাউকে অভিহিত করি না" (সূরা মারইয়াম ঃ ৮)।

তারপর এ দোয়ার বরকতে যে পুত্র সন্তান হযরত যাকারিয়ার গৃহে জন্মগ্রহণ করলেন তার গুণাবলীর কথা সূরা মরিয়মের ১৩নং - ১৬নং আয়াতে উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে ঃ

'হে ইয়াহিয়া! তুমি এ কিতাবকে মজবুতভাবে ধর' এবং বাল্যকালেই আমরা তাকে প্রজ্ঞা দান করেছিলাম। আরও (দিয়েছিলাম) আমাদের তরফ থেকে হৃদয়ের কোমলতা এবং পবিত্রতা এবং সে মুত্তাকী ছিল। এবং সে পিতামাতার প্রতি সদাচারী ছিল এবং উগ্র, অবাধ্য ছিল না। এবং তার উপর শান্তি - যেদিন সে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং যেদিন সে মৃত্যুবরণ করবে, এবং যেদিন তাকে জীবিত করে পুনরুত্থিত করা হবে।'

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) লিখেছেন,

"এটি কত উত্তম দোয়া এবং কি সুন্দর করে এ দোয়ার সকল দিকগুলোকে পূর্ণতা দান করা হয়েছে! এ দোয়াকে আমরা যদি আমাদের ভাষায় বলি তাহলে এ রকম হবে ঃ

"হে আল্লাহ্! আমার অভ্যন্তরীণ শক্তিগুলো বুড়ো হয়ে দুর্বল হয়ে গেছে। আমার বাহ্যিক চেহারাও বিবর্ণ হয়ে গেছে। অথচ আমি তো সর্বদাই তোমার অপরিসীম অনুগ্রহ লাভে অভ্যস্ত। তাই তো আমি হতাশা বা ব্যর্থতা কখনও দেখি নি। আমার মাঝে আত্ম-তৃপ্ত হয়ে থাকার অভ্যাস। আত্মীয়রা মন্দ ইচ্ছা নিয়ে আমার মরণের পর আমার আসন দখলের অপেক্ষায় রয়েছে। আমার স্ত্রী এখন অকর্মা হয়ে গেছে। এ সকল পরিস্থিতির মাঝে থেকেও আমি তোমার দরবারে ভিক্ষা চাইতে এসেছি, 'হে খোদা! তুমি আমাকে পুত্র সন্তান দান কর। এমন পুত্র সন্তান দান কর যে, আমার মতবাদে বিশ্বাসী এবং আমার বন্ধু হবে; এমন পুত্র দাও যে, আমার পরে জীবিত থাকবে, আমার বংশকে রক্ষা করবে, দেখাশোনা করবে। এমন পুত্র সন্তান দাও, যে আমার চারিত্রিক গুণাবলী এবং আলে ইয়াকুবের চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী হবে। অর্থাৎ সে কেবল আমার নামকেই জীবিত রাখবে না বরং আমার বাপ-দাদার নামকেও জীবিত

রাখবে। এরপর সে কেবল মানব সমাজের জন্যই খুশীর কারণ হবে না। বরং হে আমার প্রভু! সে তোমার জন্যও খুশীর কারণ হবে" (তফসীরে কবীর; ৫ম খন্ড, পৃঃ ১২৫)।

এ দোয়া এমন যে, আমাদের প্রত্যেকেরই এ দোয়া করা উচিত। এবং প্রত্যেকের মন চাইবে এ দোয়া করতে। পুণ্যবান রূহানীভাবে বলিষ্ঠ সন্তান হোক। সন্তান জন্মের সময় এবং জন্মের পরও এ দোয়া করতে থাকা উচিত সন্তান যেন ধর্মপরায়ণ ও পুণ্যবান হয়। কারণ পিতামাতার দোয়া সন্তানদের পক্ষে কবুল হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌র শিক্ষার ও নসীহত আমাদের এটাই। এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করছি। আমি প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করছি- কিন্তু এটা এ দোয়ার অংশও বটে। সন্তানদের পক্ষে যেমন পিতামাতার ভাল দোয়াগুলো কবুল হয় তেমনই এমন সন্তান যারা পিতামাতার আনুগত্য করে না, তাদের বিপক্ষেও পিতামাতার দোয়া মন্দ আকারে কবুল হয়ে যেতে পারে। সুতরাং মা-বাবার এমন দোয়াকে ভয় পাওয়াও উচিত। কোন কোন সন্তান সম্পদের লোভে বা কোন কারণে পিতামাতার সামনে নির্লজ্জভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে যায়। বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষ আমাকে লিখেন। ফলে কোন সময় ভয়ংকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে যায়। অতএব সন্তানদের আঁ হযরত (সঃ)-এর শিক্ষাকে মনে রাখা উচিত। হুযূর (সঃ) বিশেষভাবে মায়ের সাথে সদাচরণ করতে বলেছেন। বলেছেন, তোমাদের সবচেয়ে বেশি উত্তম আচরণ করা উচিত মায়ের সাথে।

কুরআন শরীফে বলা হয়েছে, "তোমরা পিতামাতার সামনে 'উহ্' পর্যন্ত বলবে না" এ জন্য যে, যদি তোমরা কষ্ট পাও এবং তোমরা মনে কর যে, তোমাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে; তোমরা যদি মনে কর যে, তারা তোমাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করছেন, তবুও তোমরা তাদের বিপরীতে মাথা তুলে দাঁড়াবে না। তোমরা তো পিতামাতার কাছ থেকে মঙ্গলই মঙ্গল লাভ করেছ। পিতামাতা তাদের সন্তানের সকল ইচ্ছা পূরণ করে আসছেন ছোটকাল থেকে। এখন তারা কেন মা বাবার অবাধ্য হবে বা কোন মন্দ কথা বলবে? আমি উপরে যেমন বলেছি যে, অনেকেই নিজ সন্তানদের অবাধ্যতার কথা লিখেন। এ সম্পর্কে বলতে চাই, **পিতামাতার জন্য ফরয! তাদের সবচেয়ে বড় ফরয এই যে, তারা নিজ সন্তানদের জন্য দোয়া করতে থাকবেন।** সন্তানদের জন্মের সময় থেকে শুরু করে আজীবন তারা সন্তানদের জন্য দোয়া করে যাবেন যেন সন্তানরা সচ্চরিত্র ও পুণ্যবান হয়। তাদের ন্যায়-অন্যায় সকল আবদার যেন সব সময় পুরণ না করেন। সন্তানদের বড় হওয়ার জন্য তরবিয়ত করবেন। কিন্তু এজন্য করবেন না যে, এরা বড় হয়ে আমার সম্পদের মালিক হবে। আমি এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর লেখা থেকে উদ্ধৃতি পড়ে শোনাব। কিন্তু **সন্তানদেরও উচিত আল্লাহ্‌কে ভয় করা; মাকে তার অধিকার প্রদান করা, বাবাকে তার অধিকার প্রদান করা।** এমন যেন না হয় যে, কাল তাদের সন্তানরা তাদের সামনে (বিপক্ষে) দাঁড়িয়ে যায়। কারণ আজ যদি এরা না বুঝে এবং এ অবস্থার প্রতিরোধ না করে, তাহলে শয়তান কখনই এ ধারাবাহিকতা বন্ধ করবে না। কাল হয়ত তাদের সন্তান তাদের সাথেও এ রকম ব্যবহার করবে। আল্লাহ্ আমাদেরকে রক্ষা করুন। আহমদীদের ভবিষ্যৎ যেন অতীতের তুলনায় অধিকতর ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দায়িত্ববান হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নিজ সন্তানদের পক্ষে দোয়া করেছেন ঃ

মেরি আওলাদ জো তেরি আতা হ্যায়

হার ইক কো দেখ লুঁ উও পারসা হ্যায়।

অনুবাদ ঃ আমার সন্তানরা, যারা তোমার দান এদের প্রত্যেককে যেন পবিত্র দেখি

হযরত আকদস (আঃ) সন্তানদের জাগতিক নেয়ামতের জন্যও দোয়া করেছেন। কিন্তু সবচেয়ে বেশি যে দোয়া করেছেন ঃ

ইয়ে হো মায় দেখ লুঁ তাকওয়াহ্ সাব্‌হি কা

জব্ আওয়ে ওয়াক্‌ত মেরি ওয়াপছি কা

অনুবাদ ঃ এমন যেন হয় যে, আমি যেন সবার মাঝে তাকওয়াহ্ দেখি

যখন সময় আসবে আমার ফিরে যাবার

(দূররে সামীন, পৃঃ ৪৮, ৪১)

আল্লাহ্‌তাআলা হযরত আকদস (আঃ)-এর দোয়া কবুল করেছেন। হযরত যাকারিয়া (আঃ)-এর দোয়াও হযরত (আঃ)-কে ইলহাম করে শিখানো হয়েছে। ১৮৮২ইং মার্চ মাসে একবার আবার ১৮৯৩ইং মনে ইলহাম হয়েছে ঃ

রব্বিগ্‌ফির ওয়ারহাম মিনাস সামায়ে। রব্বি লা তাযার্‌নি ফারদাঁ ওয়া আন্‌তা খায়রুল ওয়ারিসীন।

রব্বি আসলিহ্ উম্মাতা মুহাম্মাদীন; রব্বানাফ্‌তাহ্ বায়নানা ওয়া বায়না ক্বউমিনা বিলহাক্ব ওয়া আনতা খায়রুল ফাতিহীন।

হে আল্লাহ্! ক্ষমা কর, আকাশ থেকে দয়া কর, হে আমার আল্লাহ্! আমাকে একা ছেড়ে দিও না; তুমি তো সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী। হে আল্লাহ্ তুমি মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মতের সংশোধন কর। হে আমাদের প্রভু! আমাদের ও আমাদের জাতির মাঝে সঠিকভাবে মীমাংসা করে দাও। তুমি সর্বোত্তম মীমাংসাকারী (তায্‌কিরাহ্; পৃঃ ৪৭)।

নভেম্বর ১৯১৭ইং-এর একটি দীর্ঘ আরবী ইলহামের কিছু অংশঃ (অনুবাদ) "আমি একজন পবিত্র পুত্র সন্তানের শুভ সংবাদ দিচ্ছি। হে আমার আল্লাহ্! আমাকে পাক-পবিত্র সন্তান দাও। আমি তোমাকে একজন পুত্র সন্তানের শুভ সংবাদ দিচ্ছি যার নাম হবে, 'ইয়াহিয়া'।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

"আমি দেখি যে মানুষ যা কিছু করে কেবল এ পৃথিবী জন্য। পৃথিবীর মোহ তাদেরকে এমন করায়। তারা আল্লাহ্‌র খাতিরে করে না। অথচ সন্তান কামনা করলে এ নিয়্যত করা উচিত, **ওয়াজ আল্‌না লিল মুত্তাকীনা ইমামা** (সূরা ফুরকান ঃ ৭৫)।

আল্লাহ্‌তাআলার নামে উৎসর্গ করার নিয়্যতও করতে পারে যে, এমন সন্তান যেন হয় যে, ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য কাজ করতে পারে। এমন পবিত্র ইচ্ছাকে মহাশক্তিশালী আল্লাহ্‌ই পূরণ করতে পারেন এবং হযরত যাকারিয়া (আঃ)-এর মত সন্তান দান করতে পারেন। কিন্তু আমি লক্ষ্য করি, মানুষের দৃষ্টি এর চেয়ে বেশি দূর যায় না যে, (সন্তান হলে) আমার বাগান বা সম্পত্তি রক্ষা করবে। অন্য কেউ যেন এ সম্পত্তি দখল করতে না পারে। কিন্তু সে একথা চিন্তা করে না যে, 'হতভাগ্য! তুমি যখন মরে যাবে তখন তোমার জন্য আপন আর পর বা শত্রু সবাই তো সমান! আমি অনেক এমন দেখেছি, বলতে

শুনেছি যে, দোয়া কর আমার যেন সন্তান হয় এবং এ সম্পত্তির ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) হয়। এমন যেন না হয় যে, মরণের পরে অন্যেরা এ সম্পত্তি দখল করে নেয়। সন্তান হোক, বদমাইশ হোক আর যাই হোক- এ হচ্ছে ইসলামের তত্ত্বজ্ঞান ..."?

সুতরাং স্মরণ রাখ, মু'মিন প্রত্যেক পদে, প্রত্যেক আরামে, প্রত্যেক কথা ও কাজে, স্থির বা চলমান অবস্থায় বাহ্যিকভাবে কোন সমালোচনার ক্ষেত্রই হোক না কেন, সকল ক্ষেত্রেই ইবাদত করতে পারে। অনেক এমন কাজ আছে যা দেখে মূর্খরা আপত্তি তুলবে কিন্তু আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তা ইবাদত হবে। আবার যদি নিয়্যত খাঁটি না হয় তাহলে তো নামাযও অভিশাপের বেড়ি হয়ে যায়।' (মলফূযাত; ৩য় খন্ড; পৃঃ ৫৭৯)

তারপর আর এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

"আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিজেকে নিঃশেষ করে দেয়া নিজের সকল ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে পরিত্যাগ করে কেবল আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও আল্লাহ্‌র আদেশের মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকা উচিত। তাহলে নিজের জন্য নিজ সন্তানদের জন্য, স্ত্রী, সন্তান, আত্মীয়-স্বজন এবং আমাদের জন্যও রহমতের কারণ হয়ে যাবে। বিরোধীদের কোন প্রকার অভিযোগের সুযোগ দেয়া উচিত নয়।"

"আল্লাহ্‌র সাহায্য তারা লাভ করে যারা সর্বদা সৎকর্ম করে সামনে অগ্রসর হতে থাকে। কোন এক স্থানে থেমে যায় না। এদেরই পরিণাম মঙ্গলজনক হয়। অনেককে আমরা দেখেছি, যাদের মাঝে বড় উৎসাহ ও উদ্দীপনা থাকে, উত্তেজনা থাকে। কিন্তু পরবর্তীতে গিয়ে একদম থেমে যায় এবং শেষকালে তাদের পরিণাম ভাল হয় না। কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তাআলা দোয়া শিখিয়েছেন, **ওয়া আসলিহ্‌লী ফি যুর্‌রিয়াতি** (আহকাফ ঃ ১৬) আমার স্ত্রী ও সন্তানদেরও সংশোধন কর। নিজের অবস্থার মাঝে পবিত্র পরিবর্তনের জন্য দোয়ার সাথে সাথে নিজ সন্তানদের জন্য এবং স্ত্রীর জন্যও দোয়া করে যেতে হবে। অনেক সময় সন্তানদের কারণে মানুষ ফেৎনায় পড়ে যায়। আবার অনেক সময় স্ত্রীর কারণেও। দেখ, হযরত আদম (আঃ)-এর উপর প্রথম ফেৎনা স্ত্রীর কারণেই এসেছিল। হযরত মূসা (আঃ)-এর সময় বালাম বাউরের ঈমান ধ্বংস হয়েছিল। এর আসল কারণ তওরাত থেকে জানা যায় যে, বালাম বাউরের স্ত্রীকে সেখানকার বাদশাহ্ গহণাপত্রের লোভ দেখিয়েছি। তখন সেই স্ত্রী নিজ স্বামীকে হযরত মূসার বিরুদ্ধে বদ দোয়া করতে উৎসাহিত করেছিল। মোটকথা এদের কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের উপর বিপদাপদ এসে পড়ে। তাই তাদের সংশোধনের দিকে পুরোপুরি দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। তারপর তাদের জন্য দোয়াও করতে থাকা আবশ্যক" (মলফূযাত; ৫ম খন্ড; পৃঃ ৪৫৬-৪৫৭)

এরপর হযরত আকদস (আঃ) আরো বলেছেন ঃ

"এটা তো নিষেধ নয় বরং জায়েয যে, সন্তানেরা আত্মীয়-স্বজনদের খোঁজ-খবর রাখবে যারা তার পারিবারিক বন্ধনের মাঝে রয়েছে। এটাও পুণ্যের কাজ এবং ইবাদতের অংশ এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত।" ...

মোটকথা এ সমস্ত কর্তব্য পালন সত্ত্বেও সে যেন নিজেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে রাখে এবং সন্তানদের লালন-পালন করে মহানুভবতার সাথে, কিন্তু তাদেরকে উত্তরাধিকারী বানাবার জন্য না করে। বরং **ওয়াজআল্‌না লিল্ মুত্তাকীনা ইমামা**-কে সামনে রেখে করে যেন সন্তানেরা ধর্মের খাদেম (সেবক) হয়। কিন্তু কতজন আছে যারা দোয়া করে যে, সন্তানেরা ধর্মের দিকটাকে যেন প্রাধান্য দেয়? অনেক কম লোক এমন হবে যারা এ দোয়া করে। অধিকাংশই এমন যে, সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তারা জানেই না, কেন সে সন্তানদের জন্য চেষ্টা করছে। অধিকাংশই তো নিজেদের সম্পদের উত্তরাধিকারী বানাতে চায়। এ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য তাদের থাকে না। কেবল একটাই উদ্দেশ্য যে, অন্য কোন অংশীদার যেন সম্পদের মালিক না হয়ে যায়। কিন্তু স্মরণ রাখ, এভাবে ধর্ম একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়।"

অতএব সন্তানদের আকাঙ্ক্ষা কেবল সেই এক উদ্দেশ্যই হওয়া উচিত যে, তারা ধর্মের খাদেম (সেবক) হবে। অনুরূপ স্ত্রী গ্রহণের উদ্দেশ্য হবে অধিক সংখ্যায় সন্তান লাভ; যারা প্রকৃত অর্থে ধর্মের সেবা করবে। এবং নিজেদের নফ্‌সের আবেগ (তাড়না) থেকে নিজেকে রক্ষা করবে। এ ছাড়া আর যা-ই উদ্দেশ্য রাখবে তা ভাল হবে না। দয়া ও তাক্‌ওয়ার প্রতি যদি নজর থাকে, তাহলে কিছু কিছু জিনিস জায়েয হয়ে যায়। এমতাবস্থায় মা-ও যদি সন্তানের জন্য কিছু রেখে যান তা-ও পুণ্য কর্ম হবে। কিন্তু যদি কেবলই নিজ সম্পদের অধিকারী বানাবার উদ্দেশ্য হয় এবং এ একটি উদ্দেশ্য নিয়েই যদি সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও মাথা ব্যথা হয় তাহলে তো এটা পাপ" (মলফূযাত; ৩য় খন্ড; পৃঃ ৫৯৯)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) অন্য এক জায়গায় বলেছেন, 'মানুষ যদি ধার্মিক, মুত্তাকী, পরহেযগার এবং আল্লাহ্‌র অনুগত সন্তান কামনা না করে, ধর্মের সেবার জন্য সন্তান কামনা না করে তাহলে তো এমন কামনা করা বেকার বা অনর্থক বরং এক ধরনের অবাধ্যতা এবং গুনাহ্। (এমন সন্তানদের ক্ষেত্রে) তাদের জন্য বাকীয়াতুস্ সলিহাত নাম না রেখে [পুণ্যময় অবশিষ্ট] বাকিয়াতুস্ সাইয়্যেয়াত নাম (পাপময় অবশিষ্ট) রাখা সংগত হবে। কিন্তু কেউ যদি বলে যে, 'আমি সালেহ্ (পুণ্যবান) আল্লাহ্ - ভীরু ধর্মের সেবক সন্তান কামনা করছি।'। কিন্তু এমন ব্যক্তি যদি নিজের সংশোধন না করে, নিজের অবস্থার পবিত্র পরিবর্তনও না করে তাহলে তো এটা তার কেবল মৌখিক দাবী হবে মাত্র" (মলফূযাত; ২য় খন্ড; পৃঃ ৩৭০)।

এখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। একদিকে নেক, সালেহ্ সন্তানের জন্য দোয়াও করতে হবে যেন সন্তান সাহেল হয়, নেক হয়। তারপর দোয়ার সাথে সাথে নিজের কার্যক্রমকেও সঠিক করতে হবে। নতুবা খালি দোয়ার ফল হবে না। অতএব নিজের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন;

"যে ব্যক্তি কেবল নিজ সন্তানদের বা মা-বাবাকে অথবা অন্য কিছুকে খুবই আপন করে রাখে, সর্বক্ষণ তাদেরই চিন্তা করতে থাকে, সেক্ষেত্রে এটাও এক ধরনের প্রতিমা পূজা। ... তারপর বলেছেন, "সন্তান কী জিনিস? বাল্যকালে মা তার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করে। কিন্তু অনেক ছেলেই বড় হয়ে দেখা

যায় মায়ের অবাধ্য হয় এবং অসম্মানজনক আচরণ করে। কিন্তু যদি ছেলে মায়ের অনুগতও হয় তবুও তো সে কষ্টের সময় মায়ের কষ্ট দূর করতে পারে না। পেটে একটু ব্যথা উঠলেই তো সবাই অপারগ হয়ে যায়। ছেলেও উপকার করতে পারে না; বাবাও পারে না; মা-ও না, অন্য কোন আত্মীয়ও না। উপকারে যদি কেউ আসেন তাহলে তিনি একমাত্র আল্লাহ্। সুতরাং এদের সকলের সাথে এতবেশি প্রেম-ভালবাসা যা শিরকের পর্যায়ে চলে যায়, করে কী লাভ? আল্লাহ্তাআলা বলছেন, "নিশ্চয় তোমাদের সম্পদ, তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য ফেৎনা বা পরীক্ষার কারণ।" দেখ, আল্লাহ্ যদি কাউকে বলেন, "তোমার সবগুলো মৃত সন্তানদেরকে জীবিত করে দিতে পারি, কিন্তু তোমার সাথে আমার কোন প্রকার সম্পর্ক থাকবে না। এ অবস্থায় এমন কোন বুদ্ধিমান আছে কি, যে সন্তানদের দিকে যাওয়ার কথা চিন্তা করবে?

সুতরাং মানুষের সৌভাগ্য এটাই যে, সবকিছুর উর্ধ্বে আল্লাহ্কে স্থান দিতে হবে। যে ব্যক্তি সন্তানের মৃত্যুতে অসন্তুষ্ট হয় সে কৃপণ। কারণ আল্লাহ্ তার কাছে তার সেই সন্তানকে আমানতস্বরূপ রেখেছিলেন কিন্তু সে আল্লাহ্র আমানতকে ফেরত দিতে চায় না। কৃপণ ব্যক্তি সম্পর্কে হাদীস শরীফে আছে, সে যদি জঙ্গলের নদীসমূহের সমান ইবাদতও করে তবুও সে জান্নাতে যাবে না। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র তুলনায় অন্য কাউকে বেশি ভালবাসে তার ইবাদত, নামায, রোযা কোন কাজে আসবে না" (মলফূযাত, ৫ম খন্ড; ৬০২-৬০৩)।

এবার আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়া, যা তিনি তাঁর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ), তাঁর বন্ধু-বান্ধব এবং তাঁর সন্তানদের জন্য করেছেন- এর কয়েকটি উদাহরণ এখানে পেশ করছি। এখান থেকে জানা যায় যে, সামীউন খোদা হযরত (আঃ)-এর দোয়া সমূহকে কীভাবে কবুল করেছেন। এসব ঘটনা শুনেও আপনি দেখবেন যে, হযরত (আঃ) যার জন্য দোয়া করেছেন তার মাঝে পবিত্র পরিবর্তনের জন্যও তাকে বলেছেন। এবং বড় ভাগ্যবান সন্তানের জন্মকে সেই পরিবর্তনের সাথে শর্তযুক্ত করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম এবং বন্ধুদের সন্তানের জন্যও দোয়া করেছেন, পুণ্যবান ও সালেহ্ সন্তানের জন্যও দোয়া করেছেন, আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করেছেন। দেখবেন কত মর্যাদা ও সম্মানের সাথে আল্লাহ্ হযরত (আঃ)-এর দোয়া কবুল করেছেন!

হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ (রাঃ) লিখেছেন ঃ

মুন্সী আতা মুহাম্মদ পাটওয়ারী সাহেব আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, 'আমি তখন গয়ের আহমদী ছিলাম। ওনজুয়া জেলা গুরুদাসপুরে ছিলাম। কাযী নেয়ামতুল্লাহ্ খতীব বাটালবীর সাথে আমার যোগাযোগ ছিল। তিনি আমাকে বার বার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সম্পর্কে তবলীগ করতেন। আমি কখনও গুরুত্ব দিতাম না। একদিন আমাকে কাযী সাহেব খুব বেশি করে বললেন, আমি বিরক্ত হচ্ছিলাম। অবশেষে আমি বললাম ঠিক আছে, আমি হযরত মির্যা সাহেবকে পত্র লিখব। তাঁর দোয়ায় যদি আমার কাজ হয়ে যায়- আমি মেনে নেব যে, তিনি সত্য। আমি হযরত সাহেবকে লিখলাম, "আপনি তো মসীহ্ মাওউদ এবং আল্লাহ্র ওলী (বন্ধু) হবার দাবী করছেন। আল্লাহ্র ওলীগণের দোয়া কবুল হয়ে থাকে। আপনি আমার জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ যেন আমাকে একটি সুদর্শন, ভাগ্যবান পুত্র সন্তান দান করেন এবং আমি যে স্ত্রীর গর্ভে চাই সেই স্ত্রীর গর্ভে যেন সেই সন্তান হয়। এরপর নিজে লিখলাম, আমার তিনজন স্ত্রী আছেন, কিন্তু অনেক বছরেও কোন সন্তান হয় নি। আমি চাই, আমার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে যেন পুত্র-সন্তান আসে। হযরত আকদস (আঃ)-এর পক্ষ থেকে হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সিয়ালকোটি (রাঃ)-এর হাতে লেখা পত্র পেলাম। লিখেছেন, আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করা হয়েছে। আল্লাহ্তাআলা আপনাকে সুদর্শন ও ভাগ্যবান পুত্র সন্তান দিবেন এবং আপনি যে স্ত্রীর গর্ভে সন্তান কামনা করবেন সেই স্ত্রীর গর্ভেই সন্তান হবে। কিন্তু শর্ত এই, আপনি হযরত যাকারিয়ার মত তওবা করবেন।' মুন্সী আতা মুহাম্মদ বললেন, 'আমি বড় ধর্মবিমুখ এবং মদ, জুয়া ইত্যাদি সকল অপকর্মে অংশগ্রহণকারী ছিলাম। আমি মসজিদের মুল্লাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'যাকারিয়ার মত তওবা কী জিনিস?'

মসজিদে উপস্থিত লোকেরা আশ্চর্য হয়ে গেল যে, 'এ শয়তান কীভাবে মসজিদে এল?' কিন্তু সেই মুল্লা আমাকে উত্তর দিতে পারল না।

আমি ধবম কোটের মৌলভী ফতেহ্দীন সাহেবের কাছে গেলাম, তিনি আহমদী ছিলেন। তিনি বললেন, যাকারিয়ার মত তওবার অর্থ এই তুমি তওবা কর, অধর্ম ছেড়ে দাও, হালাল খাও, নামায-রোযা কর নিয়মিত বেশি বেশি মসজিদে যাতায়াত কর।' আমি এ নসীহত শুনে এমন করতে আরম্ভ করেছিলাম। মদ, ঘুষ ইত্যাদি গ্রহণ করা বন্ধ করে দিলাম। নামায-রোযা ইত্যাদি নিয়মিত পালন করতে থাকলাম।

চার পাঁচ মাস পরে একদিন বাড়ী গিয়ে দেখি বড় স্ত্রী কাঁদা-কাটি করছে। জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে? বলল, এতদিন তো সন্তান হচ্ছিল না, আপনি একের পর দু'টি আরো বিয়ে করলেন। কিন্তু আশা ছাড়ি নি। এবার তো সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়ে গেল।

সন্তানের আশাই রইল না। আমার ভাই অমৃতসরে দারোগা। আমাকে ভাইয়ের বাড়ী পাঠিয়ে দিন। চিকিৎসা করিয়ে দেখি কী হয়। আমি বললাম, সেখানে যাবে কেন। এখানেই কোন দাই ডেকে দেখাও, চিকিৎসা করাও। ফলতঃ সে দাই ডেকে দেখাল এবং পরামর্শ চাইল। দাই বাহ্যিকভাবে একটু দেখেই বলে উঠল, "আমি তো হাত লাগাব না, ঔষধও দিব না। আমার মনে হচ্ছে আল্লাহ্ তোমার বেলায় ভুল করেছেন।" আমি শুনে বললাম, 'এমন বলবে না, আমি তো মির্যা সাহেবকে দিয়ে দোয়া করিয়েছি।'

তারপর আরো কিছু দিন গেলে পরে আমার স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়ার ব্যাপারে আর সন্দেহ রইল না। আমি আমার চারপাশে বলতে আরম্ভ করলাম, দেখবে আমার ঘরে পুত্র সন্তান হবে। বড় সুদর্শন পুত্র হবে। মানুষ আশ্চর্য হয়ে বলত, এমন যদি হয় তাহলে তো সত্যিই একটি একটি মু'জিযা হবে।

অবশেষে আমার ঘরে পুত্র সন্তানের জন্ম হলো রাতের বেলা।

আমি তখনই ধরম কোট চলে গেলাম। সেখানে আমার আত্মীয়-স্বজনরা ছিল। সবাইকে বললাম, ছেলে হয়েছে। আমার কথা শুনে তো কেউ কেউ তখনই বয়াত করে আহমদী হবার জন্য কাদিয়ান যাত্রা করেছিলেন। অনেকে যায় নি। কিন্তু এ ঘটনার পর অত্র অঞ্চলে অনেক লোক আহমদী হয়েছিলেন। আমিও বয়াত করলাম এবং ছেলের নাম রাখলাম আব্দুল হক" (সিরাতুল মাহ্দী, ১ম খন্ড, পৃঃ ২২১)।

আর একটি ঘটনা ঃ

হযরত মৌলভী কুদরতুল্লাহ্ সাননৌরী সাহেবের প্রথম বিয়ের চার বছর পরে স্ত্রী মারা গেল। দ্বিতীয় বিয়ে করলেন। কিন্তু ডাক্তার কবিরাজ সবাই বললেন, দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভেও কোন সন্তান হবে না। ডাঃ আব্দুল হাকীম মুরতাদ হয়ে গিয়ে হযরত আকদস (আঃ)-এর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ দিল যে, 'কুদরতুল্লাহ্র জন্য দোয়া করে দেখুন, তার গৃহে সন্তান আসবে না।' এ চ্যালেঞ্জ শুনে হযরত (আঃ) দোয়া করলেন। এবং মৌলভী সাহেবকে লিখিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ্র ফযলে তোমার এতগুলো সন্তান হবে যে, তুমি তাদের সবাইকে যত্ন করে রক্ষা করতে পারবে না।"

"আল্লাহ্র ফযলে মৌলভী কুদরতুল্লাহ্ সাননৌরী সাহেবের গৃহে চৌদ্দজন সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে। যাদের ৫ জনকে যত্ন করে রাখতে পারে নি। (অর্থাৎ মারা গেছে - অনুবাদক) বাকী ৯ জন জীবিত ছিলেন। সফল জীবন পেয়েছেন" (রেজিষ্টার রেওয়ায়াত)।

এবার দোয়ার আর একটি ঘটনা। হাকীম ফযলুর রহমান সাহেব (রাঃ), মুবাল্লেগ পশ্চিম আফ্রিকার পিতা হযরত হাফেয নবী বখশ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ

১৯০৬ইং সনের ঘটনা। আমার ছেলে আব্দুর রহমান কাদিয়ানে হাই স্কুলে ৭ম শ্রেণীতে পড়ত। মে মাসে কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে কয়েকদিনেই মারা গেল। আমি সে সময় ফয়জুল্লাহ্ চকে ছিলাম। ছুটিতে বাড়ী এসেছিলাম। ছেলের অসুখ শুনে কাদিয়ান গেলাম। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) চিকিৎসা করেছিলেন। আমি ছেলের অবস্থা দেখে হযরত (আঃ)-এর খেদমতে হাজির হলাম। হযরত (আঃ) দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে বাইরে আসলেন। আমি ছেলের অবস্থার কথা বললাম।

হযরত আকদস (আঃ) দ্রুত ঘরের ভেতরে চলে গেলেন। ৪/৫টি বড়ি এনে হযরত সাহেব আমাকে দিলেন যে, একটি বড়ি যেন পানিতে মিশিয়ে ছেলের মুখে দেই। তারপর হযরত সাহেবকে খবর দেই। হযরত (আঃ) দোয়া করবেন। আমি তাড়াতাড়ি গেলাম এবং একটি বড়ি পানিতে গুলে ছেলের মুখে দিলাম। কিন্তু ছেলের অবস্থা খারাপ ছিল, তার গলা দিয়ে সেই ঔষধ ভেতরে গেল না। বরং এদিক-ওদিক গড়ে পড়ে গেল। ছেলে মারা গেল। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (আঃ) জানাযা পড়ালেন। আমরা অনুমতি নিয়ে ছেলের মৃত দেহ নিয়ে ফয়জুল্লাহ্ চক চলে গেলাম।

পরের জুমুআয় নামায পড়তে আমি কাদিয়ান আসলাম। হযরত (আঃ)-এর কৃপা দৃষ্টি আমার উপর পড়লে হুযূর আমাকে তাঁর কাছে ডাকলেন। হযরত সাহেবের নিকটে বড় বড় বুযুর্গান বসা ছিলেন। তাঁরা আমাকে জায়গা করে দিলেন। আমি হযরত সাহেবের কাছে গিয়ে বসলাম। হযরত (আঃ) বললেন, "আমি জেনেছি যে, আপনি আপনার ছেলের মৃত্যুতে বড় ধৈর্য ধারণ করেছেন।" হযরত সাহেব আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, আল্লাহ্ যেন আপনার ছেলের নেয়ামুল বদল (উত্তম বদল, এ ছেলের বদলে আর এক ছেলে) আপনাকে দান করেন।

আল্লাহ্র ফযলে আল্লাহ্ আমাকে নেয়ামুল বদল দান করেছেন। আমার এ ছেলের নাম ফযলুর রহমান হাকীম। সে এখন মুবাল্লেগ হিসাবে গোল্ড কোষ্ট, (গোলড কোষ্ট) সাল্ট পন্ড, লেগোস প্রভৃতি এলাকায় কাজ করছে। আল্লাহ্ এ ছেলেকেও যেন প্রকৃত কুরবানী করার তৌফীক দান করেন।"

হযরত হাকীম ফযলুর রহমান অনেক আগেই ইনতিকাল করেছেন। ঘানা, নাইজেরীয়া, অঞ্চলে প্রথম যুগে মুবাল্লেগ ছিলেন। হযরত হাকীম সাহেব এতবড় প্রভাবশালী মুবাল্লেগ ছিলেন যে, সে যুগে তাঁর অঞ্চলের মানুষ যারা আহমদী হতেন তাদেরকে অন্যরা আহমদী না বলে বলত, 'ও তো হাকীম হয়ে গেছে।' তিনি বড় কঠিন সময়ে কাজ করে গেছেন। দায়িত্ব পালন করে গেছেন' (আসহাবে আহমদ-১৩ খন্ড, পৃঃ ২৬১)।

এবার শেষ সময়ে এম, টি, এ ইন্টারন্যাশনাল সম্পর্কে একটি শুভ সংবাদ শোনাব। আল্লাহ্র ফযলে পাকিস্তান, ভারত উপমহাদেশে এবং এশিয়ার অধিকাংশ দেশ থেকে ASIA SAT 2-এর মাধ্যমে এম. টি. এর প্রচারণা দেখেন যার থেকে সিগন্যাল পাওয়া কঠিন এবং খুব কম চ্যানেল এর মাঝে আছে। এখন আল্লাহ্র ফযলে ASIA SAT 3 - এর মাধ্যমে আমাদের এম, টি, এ-র প্রচারণা আরম্ভ হয়ে গেছে। প্রায় ১১/১২ দিন থেকে এটা আরম্ভ হয়েছে। এটি এমন একটি ভূ-উপগ্রহ্ (সেটেলাইট) যার মাধ্যমে সাধারণতঃ উর্দূ, বাংলা, হিন্দী এবং ইংরেজীর সমস্ত চ্যানেলগুলো রয়েছে। অতএব যখনই তারা কেউ টিভির টিউনিং করবে এমটিএ তাদের টিভিতে এসে যাবে। তাছাড়া অনেক দিন থেকে ফীজি দ্বীপপুঞ্জের দ্বীপগুলো এমটিএ-র নূর থেকে বঞ্চিত ছিল। এখন থেকে তারা এ নূতন ভূ-উপগ্রহের কারণে পৃথিবীর একেবারে শেষ প্রান্তে (ফীজির দ্বীপ) তাইউনি দ্বীপে বসে স্পষ্ট সিগন্যাল পাচ্ছে, আল্হামদুলিল্লাহ্।

এভাবে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশেও। এখন এটা মূল Main Stream- স্রোত-এ এসে গেছে। খুশীর বিষয় এই যে, অনেক দিন থেকে তাদের সাথে কথাবার্তা চলছিল। এ সময়ে এসে আল্লাহ্র খাস ফযলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, আশ্চর্যজনকভাবে খুব স্বল্প মূল্যে এ সেটেলাইটটি পাওয়া গেছে। এটা পূর্বে চিন্তা করা সম্ভব হয় নি। আল্হামদুলিল্লাহ্ (আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০০৩ইং)।

অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

ইসলামের বিজয়ই প্রকৃত ঈদ

[হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী' (রাঃ) কর্তৃক
৭ জুলাই, ১৯৪৮ইং তারিখে ইয়ার্ক হাউস, কয়েটায় প্রদত্ত]

বলা হয়, মানুষ স্ববিরোধী ভাবাবেগ সৃষ্টি বা পোষণ করতে পারে না। অথবা স্ববিরোধী আবেগ-অনুভূতিকে মুনাফেকির লক্ষণ বা চিহ্ন বলা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে, স্ববিরোধী আবেগ-অনুভূতি প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক সময়ে মুনাফেকীর লক্ষণ বা চিহ্ন নয়। বরং কোন কোন সময় স্ববিরোধপূর্ণ আবেগ-অনুভূতি প্রদর্শন উচ্চমানের নৈতিক চরিত্রের পরিচয় বা চিহ্ন বহন করে থাকে। বরং প্রকৃত সত্য এ-ই যে, ক্ষেত্র বিশেষে স্ববিরোধী আবেগ-অনুভূতি যদি উপস্থাপন করা না হয়, তাহলে এটা মানুষের দুর্বলতা হিসেবে ধরা হয়। রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সময়ে একবার এক সাহাবীকে জেহাদে পাঠানো হয়। তাঁর শিশু-সন্তানের অত্যন্ত অসুখ ছিল। তিনি তাকে অসুস্থ অবস্থায় রেখে বিনা ওজর-আপত্তিতে জেহাদে চলে যান। যখন ফিরে আসেন, তখন তাঁর স্ত্রী নেয়ে-ধুয়ে এসে তাকে সাদর সম্ভাষণ জানাতে বসে ছিলেন। তিনি (সাহাবী) ঘরে পৌছা মাত্র জিজ্ঞেস করলেন, 'সন্তানটি কেমন আছে?' স্ত্রী উত্তর দিলেন, সে এখন সম্পূর্ণ শান্ত আছে।' তারপর তিনি (স্ত্রী) তাঁকে আহার করালেন এবং এদিক-ওদিকের কথা বলতে থাকলেন। রাতে যখন শুতে যাবেন তখন স্ত্রী বললেন, 'আমি আপনার কাছে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।' তিনি বললেন, 'বল'। স্ত্রী বললেন, 'কোন ব্যক্তি যদি কারও কাছে কোন আমানত (গচ্ছিত) রেখে যায় এবং কিছুকাল পর সে তার গচ্ছিত আমানত ফেরৎ নিতে আসে, তাহলে তার আমানত তাকে ফেরৎ দেয়া কি উচিত, না উচিত নয়?' তিনি বললেন, 'এটাও কি কোন জিজ্ঞেস করার বিষয়? কারও আমানত থাকলে তা তাকে অবশ্যই ফেরৎ দেয়া উচিত।' স্ত্রী বললেন, 'আমাদের কাছেও সন্তানরূপে আল্লাহ্তাআলার এক আমানত ছিল। তা তিনি ফেরৎ নিয়েছেন, সে মারা গিয়েছে।' এখন লক্ষ্য করুন, এ স্ত্রীলোকটির ঈমানের কী বিচিত্র অবস্থা! তিনি

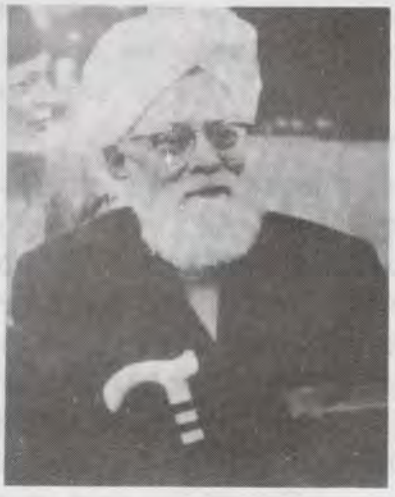

তাঁর দুঃখ-ব্যথা চেপে যান। তা প্রকাশ হতে দেন নি। তিনি নিজ মনের ওপর জোর প্রয়োগ বা চাপ সৃষ্টি করে নেয়ে-ধুয়ে বসে রইলেন, স্বামীকে আস্বস্ত করলেন, খাওয়ালেন এবং সরাসরি একথা বললেন না যে, সন্তানটি মারা গেছে। স্বামীর মনে কঠিন আঘাত লেগে না যায়, আর তিনি এর ফলে এমন কোন কথা বলে না ফেলেন, যদ্দরুন তাঁর সওয়াব কম হয়ে যায় তাই তিনি এরূপ করেন। এ আবেগানুভূতি বাহ্যতঃ স্ববিরোধপূর্ণ ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ আবেগই ছিল সে সময় তাঁর ঈমানের যথার্থ চিত্র। তিনি যদি তাঁর ভেতরের আবেগ - অনুভূতিকে প্রকাশ করে দিতেন, কান্না-কাটি করতেন তাহলে তার ভেতর ও বাইর (-যাহের ও বাতেন) এক ও অভিন্ন হতো বটে; কিন্তু সেই সাথে তাঁর সে কাজটি হতো ঈমানের দুর্বলতার পরিচায়ক এবং জাতীয় নৈতিক মূল্যবোধ ও ত্যাগ-তিতিক্ষারও পরিপন্থী।

অতএব কোন কোন স্ববিরোধপূর্ণ বিষয়ও (অনেক ক্ষেত্রে) প্রকৃত বাস্তব অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে থাকে। একই রকম আবেগ অনুভূতির প্রকাশ সব ক্ষেত্রে পসন্দনীয় হতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন ব্যক্তি অন্য কারও প্রতি অসন্তুষ্ট রয়েছে। সে তার কাছে এলে সে ব্যক্তি তার সাথে সহাস্য বদনে সৌজন্যমূলক আচরণ করলো এবং নিজের অসন্তুষ্টি ও ক্ষোভ প্রকাশ করলো না, যদিও মনে মনে সে তার প্রতি তখনও অসন্তোষভাব পোষণ করতো কিন্তু সে তা চাপা দিতে অনেকটা সফল হয়ে ছিল। পক্ষান্তরে আরেক ব্যক্তি, সে রাগও ঝাড়লো এবং কথা-বার্তাও বললো। এখন বাহ্যতঃ বলা হবে, এ দ্বিতীয় ব্যক্তিটি মনের দিক দিয়ে বেশি পরিষ্কার ও স্বচ্ছ। তার ভেতরে ছিল যা তা-ই সে বাইরে প্রকাশ করে দিলো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে (উল্লেখিত প্রেক্ষাপটে) রাগ চেপে যাওয়া ও এতে সফল হতে পারা যদিও আপাতদৃষ্টে অভ্যন্তরীণ (ভেতরের) আবেগ অনুভূতির পরিপন্থী কাজ; তথাপি সে ব্যক্তিই সত্যিকার ও প্রকৃত মু'মিন বলে গণ্য হবে। এমনি ধারায় প্রত্যেক মানুষের জন্য ঈদও প্রকৃতপক্ষে ঈদস্বরূপ হয় না। হাজার হাজার মুসলমান এমনও আছেন যাদের ঘরে আজ (এ ঈদের দিনে) বিলাপের কারণ ঘটে থাকবে। যেখানে আজ মুসলমানগণ প্রায় চল্লিশ কোটি (বর্তমানে প্রায় একশ' পঁচিশ কোটি - অনুবাদক), সেখানে এমন তো হতে পারে না যে, কোন একটি বাড়ীতেও মৃত্যুর কোন ঘটনা হয় নি। এমতাবস্থায় অনেকেই নিজেদের দুঃখ-বেদনার দরুন ঈদে কোন অংশ নিতে পারছেন না। আবার অনেকে এমনও হবেন যারা নিজেদের মৃতকে খোদার নিকট সোপর্দ করে ঈদের নামায আদায়ের জন্যে চলে গেছেন। এখন, বাহ্যতঃ যারা নামাযের জন্য গিয়েছেন তারা 'মুনাফেকী' দেখিয়েছেন- তারা বাহ্যতঃ এক, এবং ভেতরে ভিন্ন। আর যারা ঘরে বসে রইলেন, তারা স্বচ্ছ হৃদয়ের খাঁটি লোক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যারা তাদের মৃতকে খোদার নিকট সোপর্দ করে ঈদের জন্য নামাযে গিয়েছেন তারাই প্রকৃত মু'মিন। কেননা তারা খোদাতাআলার ইচ্ছাকে অগ্রগণ্য করেছেন।

এতো একটি ব্যক্তিগত বিপদের দৃষ্টান্ত। এর মোকাবেলায় লক্ষ লক্ষ সেসব মুসলমান রয়েছে যারা দেখতে পাচ্ছেন, ইসলামের

নাম কেবল মুখেই রয়ে গেছে এবং কুফরী দুনিয়ায় প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের অন্তরে কোন দুঃখ-বেদনা সৃষ্টি হয় না। তারা ঈদের আনন্দ উৎসব করে নতুন পোষাক পরে আতর লাগায়। সকাল বেলায় দেশীয় রীতি অনুযায়ী সেমাই ইত্যাদির নাস্তাও খায়। অথচ বর্তমানে ইসলাম এমন শোচনীয় অবস্থার মাঝ দিয়ে অতিক্রম করছে যা দেখে কোন মুসলমান এক প্রচন্ড আঘাত অনুভব না করে পারে না। তাই মুসলমান যদি রক্ত-ঝরা হৃদয় নিয়ে ঈদ গাহে যেতো এবং ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে ঈদের নামায পড়তো তাহলে তাদের আবেগ - অনুভূতি স্ববিরোধী হলেও প্রকৃত ঈদ তাঁদেরই হতো। অতএব **যে ব্যক্তি ঈদের নামায পড়েছে কিন্তু তার অন্তরে ইসলামের জন্য দরদ সৃষ্টি হয় নি, সেক্ষেত্রে তার অন্তর মৃত। আর যে ঈদের নামায পড়ে নি এবং তার অন্তরে ইসলামের দরদও সৃষ্টি হয় নি, সে ব্যক্তির অন্তরও মৃত। তেমনি যে ব্যক্তি ঈদ উদ্‌যাপন করলো না তার অন্তরও মৃত। প্রকৃত ঈদ সে ব্যক্তিরই হবে, যে স্ববিরোধী আবেগ-অনুভূতি নিয়ে ঈদ উদযাপন করে, তার অন্তর বিলাপ করে এবং তার বাহ্যিক অবস্থা ঈদ উদ্‌যাপন করে।**

আমরা দেখতে পাই যে, দুনিয়াতে জাতীয় প্রেরণায় উজ্জীবিত যে-সব মানুষ রয়েছে তারা এ রকম আদর্শই প্রদর্শন করে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জার্মানীর এক মহিলার ঘটনা। তার বয়স প্রায় আশি বছর। সাত পুত্র। তারা সবাই যুদ্ধে মারা যায়। আমাদের দেশে কারও এ রকম ঘটনা ঘটলে তার জন্য সচরাচর কারও কোন অনুভূতি জাগে না। কিন্তু জীবিত জাতিরা এ বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ্য রাখে ও রেকর্ড করতে থাকে, কে কতখানি কুরবানী করেছে, ত্যাগ-তিতিক্ষা দেখিয়েছে। সুতরাং জার্মানীর প্রতিরক্ষা মন্ত্রী যখন সেই বৃদ্ধার সংবাদ পেলেন, তিনি (জার্মানীর) সম্রাট ও দেশের পক্ষ থেকে তাঁকে সহানুভূতি ও সহমর্মিতা জানাতে চাইলেন। সুতরাং তিনি নিজে তাকে চিঠি দিলেন। সে বৃদ্ধা এলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তাকে বললেন, 'আমি সম্রাট ও দেশের পক্ষ থেকে আপনাকে সহানুভূতি জানাচ্ছি, কেননা আপনার সকল পুত্র যুদ্ধে নিহত হয়েছে।' একজন ইংরেজ সাংবাদিকও সেখানে সে উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন। আমি পত্রিকায় প্রকাশিত তার প্রতিবেদনটি পড়েছি। তিনি লিখেছেন, যখন সে বৃদ্ধা বের হলো তখন তার পিঠ কুঁজো হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সে তার দু'হাত পিছনে রেখে তার কোমরে চাপ দিয়ে সোজা করতো আর কৃত্রিম অট্টহাসি দিয়ে বলছিল, 'যদিও আমার কনিষ্ঠ পুত্রটিও অবশেষে যুদ্ধে মারা গিয়েছে তাতে কী হয়েছে?' তারা সবাই তো দেশের সেবা করতে গিয়েই নিহত হয়েছে। অতএব লক্ষ্য করুন, এ মহিলার মাঝে নিজ দেশ ও জাতির প্রতি কত গভীর আবেগ ও অনুভূতি ছিল। তিনি দুনিয়াকে জানাতে চেয়েছিলেন যুদ্ধে তার সকল পুত্রের মৃত্যুর ঘটনা তার কোমরকে কুঁজো করে দিতে পারে নি, বরং আরও সোজা করে দিয়েছে। কেননা তারা দেশের জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করেছে। তবে তার পুত্রের মৃত্যুতে তার অন্তর যে শোকাভিভূত ছিল না তা-ও নয়। তার অন্তর অবশ্যই ব্যথিত ছিল। কিন্তু জগতকে সে জানিয়ে দিতে চেয়েছে যে তক্‌দীর বা নিয়তি তার জন্য শোক বয়ে নিয়ে এসেছে, কিন্তু তার জাতির জন্য সম্মান বৃদ্ধির কারণ হয়েছে সেই নিয়তি বা তকদীরে সে সন্তুষ্ট। অনুরূপ, হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর পুত্র সাহেবযাদা ইব্রাহীম (শিশু থাকতেই) মারা গেলে তিনি (সঃ) তাকে কবর দিতে নিয়ে যান এবং কবর দেয়ার পর তিনি বলেন, 'যাও, তোমার ভাই ওসমান বিন মযউন (রাঃ)-এর কাছে যাও। তোমার মৃত্যুতে আমরা শোকাহত।' আর সে সময় তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত ছিল। কিন্তু সে সময়টির পরে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ) পুনরায় পূর্বের ন্যায় পুর্ণোদ্যমে দীনের সেবায় নিয়োজিত হয়ে পড়েন। মোট কথা, প্রকৃত মু'মিনের শান ও মর্যাদা এ স্বাক্ষরই বহন করে থাকে যে, সে জাতীয় ও ধর্মীয় শোককে ব্যক্তিগত শোকের ওপর প্রাধান্য দেয় এবং তার মনোবল দৃঢ়সংকল্প ও দৃঢ় চিত্ততায় কোন তারতম্য ঘটে না। বরং বিপদ তার সাহস ও সংকল্পকে আরও বাড়িয়ে দেয় এবং তার দৃঢ়চিত্ততাকে আরও বৃদ্ধি করে। এ জন্য নয় যে, সে আস্বস্ত হয়ে যায় বরং এর কারণ হলো, উভয় (স্ববিরোধী) আবেগ-অনুভূতিকে যথাযথভাবে কার্যকর করে সে প্রকৃত মু'মিন হয়ে থাকে। বরং আমি বলবো, সে-ই প্রকৃত মানুষ। কেননা মানুষের উৎকৃষ্ট গুণ ও বৈশিষ্ট্য তখনই প্রকাশ পায় যখন সে অন্তরে দুঃখ-বেদনা অনুভব করে এবং তার বাহ্যিক অবস্থাকে খোদাতাআলার অধীন করে।

বর্তমানে বিশ্বের শত সহস্র গ্রাম, গঞ্জ ও শহরে মুসলমানদের নির্মিত মসজিদ অনাবাদ পড়ে আছে। সেখানে খোদাতাআলার সামনে কোন সিজদাকারীকে দেখা যায় না। নির্মাণ -কারীদের তো উদ্দেশ্য ছিল এ মসজিদগুলোতে যেন আল্লাহ্‌তাআলার ইবাদত ও যিক্‌র করা হয়, কিন্তু আজ সেগুলো বিরান ও অনাবাদ পড়ে আছে। অতএব এ সমস্ত মসজিদ যতক্ষণ পুনরায় ইসলামের মাহাত্ম্যের এক জীবন্ত নিদর্শনে পরিণত না হয়, যতক্ষণ কুরআনের প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব পুনরায় জগতে প্রতিষ্ঠিত না হয় ততক্ষণ কোন ব্যক্তি যদি বাহ্যিক ঈদেই সন্তুষ্ট হয়ে যায়, নতুন কাপড় পরে মনে করে, সে ঈদ উদ্‌যাপন করেছে, তাহলে সে একজন আত্ম-সম্মানবোধ হীন, বেগায়রত লোক। তেমনি যে ব্যক্তি সাহস হারিয়ে বসে পড়ে, সে-ও অত্যন্ত লাঞ্ছিত ও কাপুরুষ বটে। নিঃসন্দেহে আমাদের খোদা আমাদেরকে বাহ্যিকভাবেও আনন্দ স্ফূর্তি করার অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু **আমাদের প্রকৃত ঈদ তখনই হাসিল হবে যখন পৃথিবীর সর্বত্র ইসলাম বিস্তার লাভ করবে, যখন মসজিদ আল্লাহ্‌র স্মরণকারীতে ভরে যাবে এবং যখন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এবং কুরআন করীমের সত্যিকার শাসন দুনিয়ার কোণে কোণে প্রতিষ্ঠিত হবে।**

অতএব আমাদের জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তির স্মরণ রাখা উচিত, ইসলাম ও মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা দেখে আমাদের হৃদয়ের ক্ষত কখনও নিরাময় হওয়া উচিত নয়। বরং আমাদের এসব ক্ষত যদি কখনও নিরাময় হতে আরম্ভ করে তাহলে আমাদের উচিত নখ দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সেগুলাকে পুনরায় দগদগে ঘা বানিয়ে নিই। **কেননা আমাদের সবচেয়ে বৃহৎ ঈদ তখনই হবে যখন ইসলাম পৃথিবীর প্রান্ত প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করবে এবং দুনিয়ার প্রত্যেক কোণ থেকে আল্লাহু আকবর ধ্বনি উঠতে শুরু করবে (দৈনিক আল্ ফযল ১৫ মার্চ, ১৯৬১ইং)।**

অনুবাদ ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

বাংলা ভাষা-ভাষীদের সাথে হুযূর রাবে' (রাহেঃ)-এর সাক্ষাৎকার

(২৫-০৫-০৩ তারিখে এম,টি,এ'র মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত এবং অডিও ক্যাসেট থেকে সংকলিত। অনুবাদকের কাজ করেছেন মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব)

প্রশ্ন নং ১ ঃ কুরআন মজীদের সূরা নাজমের আয়াত ২০ ও ২১। এ দুটো আয়াতে ৩টি প্রতিমার কথা বলা হয়েছে। যেমন লাৎ, উজ্জা ও মানাত। এ ব্যাপারে অনেক বিরুদ্ধবাদী একথা লিখেছেন যে, আল্লাহ্‌তাআলা প্রতিমার সাথে একটি সন্ধি করতে চাচ্ছেন। এ ব্যাপারে হুযূর কী বলেন?

মাওলানা সাহেব আয়াত তেলাওয়াত করে শুনান।

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ এতে সন্ধির কোনই ইঙ্গিত নেই। বরং এগুলোকে এখানে ধিক্কার দেয়া হচ্ছে যে, এগুলো যে তোমাদের খোদা এর কোন প্রমাণ আছে কি তোমাদের হাতে।

এ আয়াতের পটভূমিতে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত একটি বানানো রেওয়ায়াত আছে যে, যখন এ আয়াত নাযেল হলো তখন রসূলে করীম (সঃ) সাহাবাসহ সিজদায় পড়লেন এমন কি কাফিররাও সিজদায় পড়লো। কিন্তু এর কোন ভিত্তি নেই। এটা কাল্পনিক।

কৌতুক ঃ কোন এক ব্যক্তি মোটর সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে মোটর সাইকেল চালাতে হলে লাইট থাকা খুবই জরুরী। লাইট না থাকলে ট্রাফিকের ধরতে খুব সুবিধা হয়। সেই ব্যক্তির মোটর সাইকেলে লাইট ছিল না। এক ট্রাফিক সার্জেন্ট দেখলেন যে, তার মোটর সাইকেলে লাইট নেই। তাকে থামাতে বলা হলে সে থামালো না। ট্রাফিক সার্জেন্ট পেছনে অনেকটা দৌড়িয়ে গেলেন; কিন্তু মোটর সাইকেলওয়ালা চলেই গেল। তিনি ওয়ারলেসে পরবর্তী মোড়ের সার্জেন্টকে তাকে ধরবার জন্যে বলে দিলেন। মটর সাইকেল যখন সেখান দিয়ে অতিক্রম করছিলো তখন ট্রাফিক সার্জেন্ট তাকে না থামিয়ে বলতে লাগলেন, হে ব্যাটা! তোমার মটর সাইকেলে তো লাইট নেই। তোমার খুব শাস্তি হবে। তুমি থামাও। যখন দেখে থামাচ্ছে না তখন তিনি কাছে যাচ্ছিলেন। তখন মটর সাইকেলওয়ালা বল্লো, করেন কি! করেন কি! বাতি নেই এটা তো সাধারণ কথা। এটার তো ব্রেকও নেই। আপনি তো এক্সিডেন্ট করবেন! এটার হর্নও নেই!

হুযূর কৌতুক বলেন ঃ এক মৌলবী সাহেব সাইকেল চালাতে গিয়ে কারও সাথে টক্কর লাগিয়ে দিলেন। সে রাগ হয়ে বল্লো, তোমার এত বড় দাড়ি, তোমার শরম লাগে না যে, আমার সাথে টক্কর লাগাও। মৌলভী সাহেব জবাব দিলেন, এটা দাড়ি এটা তো ব্রেক নয়।

প্রশ্ন নং ২ ঃ সূরা আল্ হাজ্জের ৫৩ নম্বর আয়াত পাঠ করে প্রশ্ন করা হয় **ইযা তামান্না - আলকা শয়তানু** - এখানে রসূলের **তামান্না** বলতে কী বুঝাচ্ছে?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ শয়তান নবী ও রসূলের কামনা বা বাসনাকে নষ্ট করে দেয়ার চেষ্টা করে। মানবীয় দুর্বলতার পথে সে এটা প্রয়োগের চেষ্টা করে। আল্লাহ্‌তাআলা নবীর ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে দেন না। তিনি একে অপসারিত করে দেন।

এখানে 'শয়তান' শব্দের অর্থ কুপ্রবৃত্তি। বাইরের কোন শয়তান নয়। বাইরের যে শয়তান, যা মানুষের ওপরে প্রভাব বিস্তার করে সে সম্বন্ধে কুরআনে বলা আছে যে, তা নবীদের ওপরে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। নবীর কার্যক্রম বা চিন্তা ধারাকে বাইরের শয়তান প্রভাবিত করতে পারে না।

কৌতুক ঃ বড় ভাই ছোট ভাইকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার তো পরীক্ষা ছিলো। তুমি কি পাশ করেছো। হ্যাঁ, সবাই পাশ করেছে শুধু মাষ্টার সাহেব ছাড়া। তিনি এখনও সেই ক্লাসেই পড়ান।

হুযূর (রাহেঃ) কৌতুক বলেন ঃ আমাদের আহমদনগরের এক ছেলে ছিলো। সে প্রাইমারী পরীক্ষা দিতে গেছে। ফিরে আস্‌লে তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, পরীক্ষার ফলাফল কী? সে বললো, দু'টি প্রশ্ন ছিলো। একটি তো আমি ভুল করেছি। আর অপরটির উত্তর আমি জানিই না।

প্রশ্ন নং ৩ ঃ সূরা আল্ আ'রাফ-এর ১৮১ নং আয়াতে বলা হয়েছে সব উত্তম নাম আল্লাহ্‌রই। তোমরা এ নাম নিয়ে আল্লাহ্‌কে ডাক। যারা তাঁর নাম শুনলে বক্রতা অবলম্বন করে তাদেরকে ছেড়ে দাও। তারা যা করে অবশ্যই তাদেরকে এর প্রতিফল দেয়া হবে। এখানে 'বক্রতা অবলম্বন' বলতে কী বুঝাচ্ছে?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ ইউলহিদূনা অর্থ যারা আল্লাহ্‌তাআলার নামকে বিকৃত করে ডাকে। আল্লাহ্‌র সব নামই সুন্দর। সেগুলোকে বিকৃত করা যায় না। যারা এগুলোকে বিকৃত করে বা করার প্রয়াস চালায় তাদের সাথে সম্পর্ক না রাখতে এ আয়াতে আদেশ দেয়া হয়েছে।

কৌতুক ঃ এক ব্যক্তি ট্রেনে ভ্রমণে যাচ্ছে। প্রত্যেক স্টেশন আসার পরে সে গিয়ে টিকেট করে আসে। সহযাত্রী তাকে জিজ্ঞেস করলো, ভাই, আপনি প্রত্যেক স্টেশনে গিয়ে টিকেট করে আনেন, আপনি যাবেন কোথায়? সে বল্লো, ভাই আমি তো হার্টের রুগী তাই কোন সময় হার্ট এটাক হয়ে যায় সেজন্যে পুরো টিকেট করি না!

হুযূর (রাহেঃ) কৌতুক বলেন ঃ এক বন্ধু আর এক বন্ধুর সাথে গাড়ীতে সফর করছিলো। এক বন্ধু অপর বন্ধুর কাছে ৫০০/- টাকা রেখে দিল। এর মাঝে ডাকাত আক্রমণ করলো। ডাকাতরা বল্লো, যত টাকা পয়সা আছে সব বের করে দাও। তখন প্রথম বন্ধু বল্লো, ভাই, তোমার টাকা তোমার কাছে রাখ। ডাকাত নিলে তোমার কাছ থেকে নিক আমার কাছ থেকে কেন নিবে!

প্রশ্ন নং ৪ ঃ এমন সময় কখন আসবে বলে আপনি মনে করেন, যখন পৃথিবী আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মতামতকে গুরুত্ব দিতে শুরু করবে?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ৩০০ বছর লাগবে। এখন ভিত্তি তৈরী হয়েছে। এ শতাব্দী পার হতে হতে অসাধারণ পরিবর্তন হতে যাচ্ছে, ইন্‌শাআল্লাহ্‌তাআলা।

তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের আগে পৃথিবীর দৃষ্টি এদিকে আসবে না। বিশ্ব-যুদ্ধের ফলে পরাশক্তির অহংকার চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। সমান হয়ে যাবে সব। কুরআনের আয়াত **ইয়াওমা ইয়াত্তাবিউ লা ইওয়াজালাহূ** তা-ই প্রমাণ করে।

কৌতুক ঃ নব বিবাহিত দম্পতি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। রাস্তার পাশে একটা গাধা বাঁধা ছিলো। স্ত্রী স্বামীকে বল্ল, দেখো, গাধাটা তোমার দিকে কীভাবে তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে তোমার আত্মীয়। তখন স্বামী বল্লো, হ্যাঁ, আত্মীয় তো বটেই। তবে আত্মীয় হয়েছে তোমাকে বিয়ে করার পরে!

প্রশ্ন নং ৪ ঃ সূরা কাহাফের ৭নং আয়াতে আল্লাহ্‌তাআলা আকাশের উপমা দিতে গিয়ে বলেছেন, আকাশে কোন ছিদ্র নেই। একথা বলার অর্থ কী?

মাওলানা সাহেব আয়াতটি পাঠ করে অর্থ করেন।

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ এখানে ফুরুজ বলতে কোন প্রকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই বুঝাচ্ছে। দৃশ্যতঃ আকাশকে শূন্য মনে হয়। কিন্তু আল্লাহ্ বলছেন, এখানে খালি কিছু নেই। দেখা যায় এবং দেখা যায় না এমন সববস্তু দিয়ে এটা ভরা। কোন প্রকার ছিদ্র নেই এটাও বুঝাতে পারে।

কৌতুক ঃ এক বেচারার ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যায় ঘরে আসে কিন্তু তার কাছে আসে না। তারা শুধু টি,ভি,র সামনে গিয়ে বসে থাকে। বেচারা খুব দুঃখ পায়। সে চায় তার ছেলে-মেয়েরা যেন তার কাছে আসে কথা-বার্তা বলে। কিন্তু তারা আসে না। টি, ভি,র কাছে গিয়ে বসে থাকে। একদিন ছেলে-মেয়েদের ডেকে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা টি,ভি,র কাছে গিয়ে বসে থাক অথচ আমার কাছে আসো না। আমি চাই তোমরা আমার কাছে আস। তোমাদের দেখতে চাই। ছেলে-মেয়েরা জবাব দিলো, না, ওখানে তো অনেক কিছু দেখার আছে। বাবা বল্লো, তোমরা কী দেখো? বল্লো, স্টার, খেলাধূলা অনেক কিছু। তাদেরকে চেন। বল্লো, হ্যাঁ, ওদের নামও জানি। বাবা বল্লো, এত কিছু চিন তোমাদের বাবার নাম জান কী? আম্‌তা আম্‌তা করে বল্লো, তোমার মা-ই তো তোমার নাম বলতে পারবে। আমরা তো অতটা জানি না। বেচারা খুব দুঃখ পেল। সে কী করবে বুঝতে পারছে না। একদিন অফিস থেকে এসে চিন্তা করলো। কী করা যায়। যখন ওরা বসে টি, ভি দেখছে তখন সে কেবল টি, ভি,র সামনে দিয়ে এদিক-সেদিক হাঁটাহাঁটি করে। তারা তো টি, ভি দেখায় ব্যস্ত। তারা বললো, তুমি শোফায় এসে বসো। সে বল্লো, না আমি হাঁটাহাঁটি করছি, দেখি তোমরা আমাকে চিনতে পার কিনা!

প্রশ্ন নং ৬ ঃ মুক্ত বাজার অর্থনীতি বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী কী?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ মুক্ত বাজার অর্থনীতি তো সেটিই যা সুদ-ভিত্তিক নয়। সুদ ছাড়া যে ব্যবসায়-বাণিজ্য তাকে মুক্ত বাজার অর্থনীতি বলে।

কৌতুক ঃ একটি হাতীর বাচ্চা ও ইঁদুর ছানার সাথে বন্ধুত্ব ছিলো। হাতীর বাচ্চাকে ইঁদুর ছানা জিজ্ঞেস করলো, তোমার বয়স কত? হাতীর বাচ্চা বল্লো, আমার বয়স এক বছর। হাতীর বাচ্চা জিজ্ঞেস করলো, তোমার কত বয়স? ইঁদুর ছানা বল্লো, আমারও বয়স ১ বছর তবে আমার স্বাস্থ্যটা আজকাল ভাল থাকছে না!

প্রশ্ন নং ৭ ঃ আমি ইমামের সাথে এক রাকাআত পরে শামেল হয়েছিলাম। ইমাম সাহেব ভুলে সালাম ফিরিয়েছেন। আমিও তার সাথে সালাম ফিরিয়েছি। এমতাবস্থায় আমি কী করবো?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ দাঁড়িয়ে এক রাকাআত পড়ে নিবে।

কৌতুক ঃ এক বন্ধু আর এক বন্ধুকে বলছে, আজকে যদি দুনিয়ার শেষ দিন হতো তাহলে যে নড়া-চড়া করে আমি তাকে গুলি করে মেরে ফেলতাম। সে অন্য বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কী করবে? সে চিন্তা করে বল্লো, আজ যদি শেষ দিন হয় আমি সোজা দাঁড়িয়ে থাকবো। নড়া-চড়া করবো না!

প্রশ্ন নং ৮ ঃ কেউ যদি সিজদা সাহু করতেও ভুলে যায় তাহলে তার নামায কী হবে?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ কোন অসুবিধা নেই। যদি ভুলেই যায় তা হলে আর কি করা যাবে।

হুযূর (রাহেঃ) কৌতুক বলেন ঃ শেখ মাহমুদ আহমদ মাযহার সাহেব মরহুম এটা শুনিয়ে থাকতেন। একবার কোন দাওয়াতে খেতে বসেছিলেন। এক ব্যক্তির প্লেট খালি ছিল। বাকী সবাই মুরগী খাচ্ছিলেন। সে বসে ছিলো। শেষে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে বল্লো, দেখ। বেচারারা কাল এক দেয়াল থেকে লাফিয়ে অন্য দেয়ালে যেতো। আবার দ্বিতীয় দেয়াল থেকে প্রথম দেয়ালে আসতো। আর আজ দেখ লাফিয়ে আমার প্লেটে আসতে পারছে না।

এক ব্যক্তি খাবার আনলো। তার প্লেটে যে মুরগী ছিলো এর একটি ঠ্যাং ছিলো না। সে বল্লো, এমন মুরগী আনলে যার একটা পা নেই। যে খাবার এনেছিলো সে বল্লো, আপনি কি খাবার খাবেন নাকি মুরগীর সাথে নাচবেন?

প্রশ্ন নং ৯ ঃ আগ্নেয়গিরি থেকে যে লাভা বের হয় তাতে মানুষের কী উপকার হয়?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ আগ্নেয়গিরি থেকে যখন লাভা নির্গত হয় তখন ভূমিকম্প হয়। আর ভূমিকম্পের ফলে পৃথিবী প্রচন্ডভাবে হেলতে থাকে এবং এতে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। এজন্যে মানুষের অনেক উপকার হয়। আল্লাহ্‌তাআলা অযথা কাজ করেন না। আগ্নেয়গিরি মানুষকে আযাব দেয়ার জন্যেও ব্যবহার করে থাকেন আল্লাহ্। মুশরিক ও কাফির জাতিরা সীমা ছাড়িয়ে অত্যাচারী জাতিতে পরিণত হলে আল্লাহ্‌তাআলা এর মাধ্যমে সেসব জাতিকে ধ্বংস করে দিয়ে থাকেন। ইতিহাস থেকে জানা যায়, এক মূর্তি পূজারী জাতিও এ আগ্নেয়গিরির লাভা উত্থোলনের ফলে তারা যেভাবে ছিল সে ভাবেই ধ্বংস হয়ে যায়। নড়া-চড়া করার সুযোগ পায় নি। এমনও হয়েছে কেউ খাবার খাচ্ছিলো সেই সময় সেই অবস্থায় বিনাশ হয়েছিল।

প্রশ্ন নং ১০ ঃ স্ত্রী মৃত স্বামীর গোসল দিতে পারে কি?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ মহিলা পুরুষের লাশ গোসল দিতে পারে না। মহিলারা মহিলার লাশ গোসল দিতে পারে।

প্রশ্ন নং ১১ ঃ যে স্বামী স্ত্রীর উপার্জন খায় সে

সদকা খায়। এর যথার্থতা কতটুকু তা বলবেন কি?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ যে স্বামী স্ত্রীর পয়সা খরচ করে খায় তাকে পাঞ্জাবীতে 'জুঠ্ঠু' বলা হয়ে থাকে। সে বেওকুফ। তার স্ত্রীর ওপরে কোন প্রাধান্য নেই। কুরআনে করীমে বলা হয়েছে, মহিলাদের ওপরে তোমাদের প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কেননা তারা উপার্জন করে তোমাদের জন্যে ব্যয় করে থাকে। সুতরাং যে পুরুষ স্ত্রীর জন্যে খরচ করে না। সে দাউয়ুস বা আত্মমর্যাদাহীন। নিজে স্ত্রীর জন্যে ব্যয় করার পরিবর্তে নিজে স্ত্রীর কামাই খায়। এটা ঠিক নয়।

স্বামী অপারগ বা পঙ্গু হলে অন্য কথা। এতে কোন দোষ নেই। তাকে তো লালন-পালন করতেই হবে। এটা **ইতাঈযিল কুরবার** অধীনে আসে অর্থাৎ নিকটাত্মীয়দেরকেও কিছু দেয়া আবশ্যক।

আমাদের লাহোরের এক বন্ধু ছিলেন। তিনি নিজে কামাই করতেন না। স্ত্রীর কামাই খেতেন ও স্ত্রীকে খুব ভয় করতেন। স্ত্রীর হাতে খুব পিটুনী খেতেন। মার খেয়ে ঘর থেকে পালাতেন। তিনি তার স্ত্রীর জান-মুরীদ হয়ে গিয়েছিলেন অর্থাৎ স্ত্রীর মুরীদি করতেন।

প্রশ্ন নং ১২ ঃ কোন শিশু যদি শৈশবে মারা যায় সে কি জান্নাতে যাবে?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ হ্যাঁ, আর এ ব্যাপারে আঁ হযরত (সঃ)-এর ইরশাদ রয়েছে যে তাকে জান্নাতে লালন-পালন করা হবে। ...

প্রশ্ন নং ১৩ ঃ ছেলেরা কি কানে দুল পড়তে পারে?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ না, এটা অযথা কাজ। হুযূর (সঃ) বলেছেন, পুরুষ যেন নারীর পোষাক না বানায় আর নারী যেন পুরুষের পোষাক না বানায়। আজকালকার যুগ তো পাল্টে গেছে। এখন তো পুরুষ মেয়ের ঢং ধরে চলাচল করে আর স্ত্রীলোক পুরুষের ঢং ধারণ করে। এটা অপসন্দনীয়। রসূলে করীম (সঃ) এটা নিষেধ করেছেন।

হুযূর (রাহেঃ) কৌতুক বলেন ঃ আরবী সাহিত্যে 'জওহা' একটি চরিত্র। এটা তাদের মাঝে খুবই জনপ্রিয়। সে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে খুব ভয় পেত। একবার শোবার সময় স্ত্রীর গায়ে হাঁটু লেগে গেল। স্ত্রী বললো, সরে যাও। সে উঠে চলে গেল। শহরের বাইরে সদর দরজার কাছে এক ব্যক্তির সাথে দেখা। সেই ব্যক্তি শহরে যাচ্ছিল। তাকে বল্লো, ভাই, আমার কথা শোন। অমুক স্থানে আমার বাসা। সেখানে যাও, কড়া নাড়বে। আমার স্ত্রী বলবে কে, কেন এসেছো? তুমি বলবে, আমি তার বাণী নিয়ে এসেছি। কেবল এটাই বাণী- কেবল এতটাই, যাব না আরও দূরে যাব!

প্রশ্ন নং ১৪ ঃ কুরআন মজীদের সূরা ২২ এর ৬৮ আয়াত। এখানে প্রত্যেক উম্মতের জন্যে আলাদা বিষয়ের কথা বলা হয়েছে এবং এ প্রসঙ্গে কারও সাথে কোন কথা-বার্তা না বলার কথাও উল্লেখ আছে। পরিশেষে ইসলামকে একমাত্র মনোনীত ধর্ম হিসেবে বলা হয়েছে। আমার জানতে ইচ্ছা- ভবিষ্যতে কি সবাই এক হবে না বা এক করার জন্যে কোন প্রচেষ্টা কি চালানো যাবে না?

মাওলানা সাহেব আয়াতটি পাঠ করেন। **লি কুল্লি উম্মাতিন জা'আলনা মানসাকান** - এই শিক্ষার ওপরে তাদের একত্র করার কোন পদ্ধতি আছে কি?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ সবার জন্য মূলত একই শিক্ষা ছিল। এখানে **মানসাকান** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। **মানসাকান** অর্থ কুরবানী। ইবাদত নয়। এখানের কুরবানীর পদ্ধতি জানতে চাওয়া হয়েছে। কুরআন শরীফে আছে **কানান্নাসু উম্মাতাঁ ওয়াহিদাতান** - মানব মন্ডলী একই উম্মতভুক্ত ছিলো। এরপর নবীরা আসাতে তাদের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি হলো। **ওয়ামা উমিরু ইল্লা লিইয়া'বুদুল্লাহা মুখলিসিনা লাহুদ্দিনা হুনাফা** ... তাদেরকে আদেশ দেয়া হলো, তোমরা খোদার পথে কুরবানী দাও। ধন-সম্পদ থেকে ব্যয় করো, তাঁর ইবাদত করো তাঁর জন্যে ধর্মকে একনিষ্ঠ করে। আর যাকাত দাও। এটা এমন এক শিক্ষা যা সবার মাঝে সাধারণ ছিলো। পরে জাতিভেদ সৃষ্টি হলো।

প্রশ্ন নং ১৫ ঃ সূরা আত্ তূর এর ২২নং আয়াত পাঠ করে জানতে চান, যে মর্যাদার কথা বলা হয়েছে কবে তারা একত্র হবে?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ মৃত্যুর পরে কারও পিতা-মাতা যদি নেক হয় আর নেকীর দিক থেকে সন্তানেরা নিম্ন পর্যায়ের হয় তাহলে এ সন্তানদেরকে আল্লাহ্তাআলা রহমতস্বরূপ মিলিয়ে দিবেন এবং পরবর্তী প্রজন্মেও এ ধারা অব্যাহত থাকতে পারে।

প্রশ্ন নং ১৬ ঃ ইরাকের যুদ্ধে দেখা যাচ্ছে যে, মহিলা শিশু নিষ্পাপ লোক মারা যাচ্ছে। এমন কি হাসপাতাল ও মসজিদ আক্রান্ত হচ্ছে। এ ব্যাপারে ইসলামী শিক্ষা কী?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী এ তো জুলুম। আর যে পরাশক্তি আক্রমণ করছে তাদের বিরুদ্ধে এ দোয়া করা উচিত- আল্লাহুম্মা মায্যিকহুম কুল্লা মুমায্যাকিন ওয়া সাহ্হিকহুম তাসহিকা - হে আল্লাহ্! এদের পিষে ফেল টুকরো টুকরো করে দাও আর ভালভাবে পিষে ফেলো। আমরা দোয়া করতে পারি। আর যারা জুলুমের শিকার তাদের শাহাদতের মর্যাদা লাভ হবে। বেচারারা মজলুম। আমরা ধারণায় তারা নাজাত পাবে এবং তাদেরকে শাহাদতের মর্যাদা দেয়া হবে।

সংকলন - **নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী**

বিশেষ দোয়া

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নিকট এক বার্তায় বর্তমান সময়ে জামাতকে বেশি বেশি সংখ্যায় নিম্নোক্ত হাদীসের দোয়াটি পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ-

(ابوداؤد كتاب الصلوة)

(আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্'আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'ঊযুবিকা মিন শুরূরিহিম)

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমরা তোমাকে তাদের (অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীদের) মোকাবেলায় (ঢাল স্বরূপ) রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি (আবূ দাউদ; কিতাবুস্ সলাহ্)।

- নির্বাহী সম্পাদক

ঐশীবাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য

মূল ঃ হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)

(পূর্ব প্রকাশিত অংশের পর)

পর্ব ৩ ঃ অধ্যায় ঃ ১

ধর্ম-নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসন্ধান

কেন এই ধ্বংসাত্মক অস্বাভাবিক অবস্থার (destructive phenomenon) সৃষ্টি হলো তা নিয়ে যদি কিছুটা মাথা খাটানো যায়, তা হলে দেখা যাবে যে, এ পশ্চাদ্বর্তী ও অসার অবস্থার পশ্চাতে কাজ করেছে এক ধরনের কুটিল চিন্তাধারা (worms of dishonesty at work)। এ অসাধুতা এক ধরনের মারাত্মক বিষ, কিন্তু যখন রাজনৈতিক বা সামাজিক নেতৃত্বের আবরণে কোন সমাজে কাজ করে তা জীবন সংহারী নীতি বা শিক্ষা ব্যবস্থার (deadly poison) দুষণ জাতীয় সমস্যায় পরিণত হতে পারে। কিন্তু এ অসাধুতা কখনো এতটা মারাত্মক হয় না, যখন তা ধর্মীয় নেতৃত্বের রূপে আবির্ভূত হয়। কেননা, আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে তার সৃষ্টির শান্তি বিঘ্ন করা, বা ব্যাপক ধ্বংস সাধনে তা ব্যবহৃত হয়ে থাকে (In the name of God, they play havoc with the peace of His creation)। আপাত-বিশৃঙ্খল এ অবস্থা দেখে অনেকের হয়তো মনে হতে পারে যে, খোদা বোধ হয় মানুষের এ পরিস্থিতিতে কোন ভূমিকা পালন করতে চান না, আর তাই তার মহান সিংহাসনই খালি দেখে ধর্মীয় যাজকতন্ত্রের আড়ালে কিছু মিথ্যা-ঈশ্বর তাদের হীন কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য সে স্থান দখল করে নিয়েছে (God ceases to play any substantial role in the affairs of men. His emptied throne is occupied by the pseudo gods of religious hierarchy)।

ধর্মের এ অধোগামী অবস্থানের কথা স্বীকার করে আমরা বলতে চাই যে, সঠিক ধর্মীয় প্রেক্ষাপট মূল্যায়নের জন্য তাই ধর্মের বর্ধিষ্ণু পর্যায় (nascent stage) বিবেচনা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। মানুষের হস্তক্ষেপে পরবর্তীকালে ধর্মের পতন শুরু হয়, তখন তার মহান আবির্ভাবকালীন শিক্ষার ধ্বংসাবশেষ মাত্র বাকী থাকে (mere ruins of their noble beginning)। অথচ ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রকৃত শিক্ষা সহকারে যখন ধর্মের যাত্রা শুরু হয়, তখন তৎকালীন সমাজ থেকেই করা হয় এর প্রচন্ড বিরোধিতা। আর এ সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের যারা অগ্র-পথিক, সেই নবী

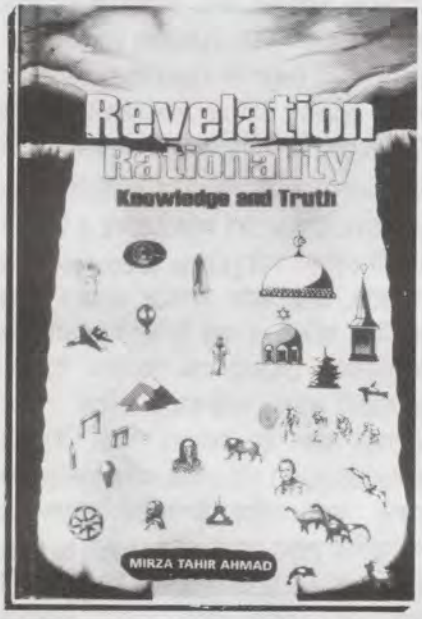

রসূলদের ভাগ্যে জোটে অকথ্য নির্যাতন। তারা হয় প্রত্যাখ্যাত, হাস্যাস্পদ ও অকারণ নির্দয়তার শিকার (It is they who are rejected and ridiculed and made the target of merciless hostility)।

আদি কাল থেকে সকল ধর্ম গুরু ও তাদের সঠিক অনুসারীদের সাথে এ ধরনের অন্যায় ও আক্রমণাত্মক ব্যবহারই করা হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও সত্যের জন্য তাদের দৃঢ়তা ও আত্মত্যাগের যে মনোভাব তাদের পরবর্তী অনুসারীদের মাঝে আর সেভাবে পরিলক্ষিত হয় নি। একে একটি নিয়তির পরিহাসই বলতে হবে যে, নবী-রসূলের মত মহৎ চরিত্রের লোকও তাদের জীবদ্দশায় বৃহত্তর সমাজ কর্তৃক গৃহীত হয় নি (noble men such as these are not acceptable to a society as long as they live)। অথচ তাদের মৃত্যুর পর, তাদের অনেকে আবার এমন অতি মাত্রায় ও অস্বাভাবিকভাবে সম্মানিত হয়েছেন যে, তাদেরকে ঈশ্বরের মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে; এমনকি তাদের কবরস্থানকে পূজার মন্ডপে পরিণত করা হয়েছে (even beyond the status they actually occupied. They are raised to the status of godlike figures, and even their graves are worshiped) অথচ এটা হয়েছে সত্যের বিপরীত এক ধরনের অদ্ভুত অসংগঠিত ভিত্তিকে ব্যবহার করে। প্রশ্ন হতে পারে যে, এ অদ্ভুত অসংগতির কারণ কী? মূলত, একটি সমাজে তখনই এ ধরনের অসামঞ্জস্যতা দানা বেঁধে উঠে, যখন একটি ধর্মের পরবর্তী অনুসারীরা ধর্মের জন্য কোন আত্ম-ত্যাগ বঞ্চিত অবস্থায় প্রচলিত ধ্যান-ধারণা নিয়ে বেড়ে উঠে। তারা অতি সংগোপনে করে (surreptitiously) ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা ও মহৎ মূল্যবোধকে ক্ষয়িষ্ণু করে ফেলে, যেভাবে কেঁচো বা অন্যান্য পোকামাকড় মাটির নীচে ক্রিয়াশীল থেকে (work benealh the surface tike worms) মাটির গুণাগুণে সূক্ষ্ম পরির্তন সাধন করে। আর আল্লাহ্‌র একত্ব বা তওহীদের বিষয়ে দুটো বিষয় অনুধাবন করা একান্তরূপে জরুরী। প্রথমত, সকল নবী রসূল তাদের নিজেদের মাঝে এবং আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তওহীদের বিষয়কে মূখ্য জ্ঞান করেন। দ্বিতীয়ত, স্রষ্টা এবং তাঁর সৃষ্টির মাঝেও এই তওহীদের ধারণাই প্রচার করা হয়। যুগে যুগে আগত সকল নবী-রসূলই তাই এ তওহীদের শিক্ষা প্রদান করেছেন, এবং একত্ববাদের এ গ্রন্থীই তাদেরকে এক ভ্রাতৃত্ববোধের বন্ধনে আবদ্ধ রেখেছে (Unity of God forges them into one brotherhood)। তবে, একথাও ঠিক যে, কালক্রমে অবক্ষয়ের শিকার হয়েছে এ তওহীদ সংক্রান্ত বিশ্বাস। কিছু দুর্নীতিপরায়ণ যাজক শ্রেণীর লোকের (corrupt religious patriarehs) অন্যায় হস্তক্ষেপে তওহীদের বাণী মুখে থাকলেও কাজে বিভিন্ন মানুষের বিভেদের বীজ বপন করা হয়েছে (They preached division while beating the drum of unity)। ফলে যে অপরিহার্য ঐক্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্রষ্টা তার মনোনীত বান্দা ও সৃষ্টির মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক বিরাজমান ছিল তা ক্ষুণ্ন হয়েছে; মূল শিক্ষা থেকে তারা দূরে সরে পড়েছে (disintegration begins to take place)। যে প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল, এর অবর্তমানে বিভেদের বীজ রোপিত হয়েছে এমন মাটিতে, যেখানে শুধু অপবিত্র বৃক্ষই বর্ধিত হয় (prepares the soil upon which the tree of Evil thrives)।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, বিকৃতির ফলেই কোন কোন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাকে পরবর্তী সময়ে স্বয়ং ঈশ্বর বা ঐশী শক্তিসম্পন্ন অস্তিত্বের মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে। অথচ সেইসব নবী বা অবতার কখনো নিজেরা তা

দাবী করেন নি (which they never, ever, claimed for themselves)। এ তথাকথিত অনুসারীরা তখন তাদের স্ব স্ব ধর্মপুরুষ অন্ধ প্রেম ও ভালবাসায় এতটাই নিমজ্জিত হয়ে পড়ে যে, তাদের মূল শিক্ষা বা চেতনাকে পুরাপুরি বিনষ্ট করতেও তারা পিছপা হয় না। তারা এর নতুন মিথ্যা অনুসারী শ্রেণী (new class of pseudo-devotees) হিসাবে আত্ম-প্রকাশ করে এবং সমাজে বিভিন্ন পাপ দুর্নীতি ও অনৈতিক কর্মকান্ড উক্ত ধর্মীয় উন্মাদনার জোরে তারা চালিয়ে যায়। অথচ, প্রকৃত সত্য এই যে, সমাজ থেকে পাপ পরিহার করার জন্যই যুগে-যুগে সকল নবী রসূলের আবির্ভাব হয়েছিল। অন্য কথায় সেইসব পুণ্যাত্মার ভালবাসার দোহাই দিয়ে তারা নিজেদের হীন স্বার্থ উদ্ধার করে, আর দাবী করে যে, নবীদিগের প্রতি তাদের ভালবাসাই পাপ থেকে তাদেরকে মুক্ত করবে (would absolve them of whatever sins they may have committed)। এ ধরনের ভ্রান্ত মনোভাব এমন এক নৈতিকতাবর্জিত ও বিকৃত অবস্থার দ্বার উন্মোচন করে, যা একবার খুলে গেলে মানবীয় প্রচেষ্টায় আর তা বন্ধ করা যায় না (which once opened can never be shut again by human efforts)। এ কাজের ফলশ্রুতিতে তারা পাপ কাজে আরো উৎসাহিত হয়, যা দুর্ভাগ্যজনকভাবে পাপ-হীন নবী-রসূলদের অন্ধ ভালবাসার আবরণে প্রকাশিত হতে দেখা যায় (Sin is invariably emboldened by the love of sinless prophets)। অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে যাজকতন্ত্র রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে ঘৃণা, রক্তপাত, সন্ত্রাস ছড়িয়ে মানুষের মৌলিক অধিকারকে হরণ করে, অথচ এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তারা আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের ভালবাসার নামে।

শুধু তাই নয়, বহু বিচিত্র পদ্ধতিতে তারা এমন কিছু ধর্মীয় আদেশ-নিষেধ প্রণয়ন করে, যার কোন ঐশী-ভিত্তি নেই। আসলে তাদের নিকট খোদার বিষয়টি মূখ্য নয়. এমন কি সাধারণ মানুষের নৈতিক ঔৎকর্ষ সাধন ও তাদের নিকট কোন গুরুত্বের বিষয় নয় (About the morals of the common people they care not)। তাদের নিজস্ব অহং (ego) এবং সাধারণ মানুষের উপর নিজ কর্তৃত্ব ও শাসন বজায় রাখার বিষয়টিকেই তারা মূখ্য জ্ঞান করে। এর ফলে সমাজে দেখা দেয় বিভিন্ন অসংগতি ও বিপর্যয়, যার কারণ নিহিত রয়েছে কোন না কোন ভাবে আল্লাহ্‌র একত্ব ও ঐশী শিক্ষাকে লংঘন করার প্রক্রিয়ায় (whenever they violate the unity of God in one sense or another)। উল্লেখ্য যে, তাদের অবস্থা একটি আহত সর্পের সাথে তুলনীয়, যা প্রায়শই ঐশী শিক্ষাকে দংশনের জন্য তাদের প্রতিহিংসার মস্তক উত্তোলন করে, (Like an injured serpent, they begin to raise their vengeful head against Divine interference) আর সুযোগ পেলেই ঐশী শিক্ষার ক্ষতি সাধন করে।

তবে একথা বলাই বাহুল্য যে, অতীতের নবী-রসূলদের প্রতি তাদের অতি প্রেমের এ বিষয়টি একটি কৌশল মাত্র (a ruse of course)। এর পশ্চাতে কাজ করে আসলে তাদের নিজ অহমিকা প্রতিষ্ঠা ও স্বার্থ সিদ্ধির মনোভাব। এ মানসিকতা থেকেই সম-সাময়িক সমাজে এগোতে থাকে নাস্তিকতার দিকে অথবা সেখানে শুরু হয় অসংখ্য মিথ্যা ঈশ্বরের (pseudo-gods) সৃষ্টি। আর ধর্মীয় বিভাজনকে কেন্দ্র করে দলীয় উপদলীয় কোন্দলের পদধ্বনিও শোনা যেতে থাকে (begin to take their toll)। এটা এজন্যই যে, মানুষে মানুষে সাম্য বা ঐক্যের ভিত্তি কখনো আল্লাহ্‌র সত্যিকার একত্ব থেকে দূরে সরে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না (There can be no unity without the unity of God)। এটাই সর্বযুগের পরীক্ষিত সত্য।

সমাজের এ ক্রান্তি লগ্নে সাধারণ জনগণের উপর প্রতিপত্তি অর্জনের নিষ্ঠুর লড়াইয়ে সমাজপতিরা মেতে উঠে। তাদের প্রাত্যহিক জীবনে উচ্চতর মানবিক ও নৈতিকবোধের কোন প্রতিফলন দেখা যায় না। শুধু সংখ্যাধিক্যের কারণে সাময়িক উন্মত্ততা (excite their emotions to a state of frenzy) প্রদর্শন, এবং বিরুদ্ধবাদী শ্রেণী বা গোষ্ঠীর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টিতে তারা পারদর্শী হয়ে উঠে (generating hatred against the rival sects)। একটি সমাজের এ অবস্থায়ই মূলত সেখানে পৌত্তলিকতা তথা বিভিন্ন কুসংস্কার দৃঢ়রূপে স্থাপিত হওয়ার উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরী হয় (A society such as this offers an ideal ground for idolatry to take root therein)। আর এ সমাজের যারা নেতা তারা হিত-অহিতের বিবেচনা থেকে তাদের কথা ও বিশ্বাসকে মানার পরিবর্তে শর্তহীনভাবে তাদের কর্তৃত্বকে মেনে নেবার অধিকার দাবী করে (Unconditional submission to their authority)। মুখে তওহীদী জনতা বা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সমর্পিত বললেও তাদের জীবনে এর কোন ছাপ পরিলক্ষিত হয় না। যে কোন প্রকার জঘন্য কাজ যেমন-ডাকাতি, চুরি, হত্যা, গোপন মজুদ, মিথ্যা, প্রতারণা ও ছলনা এসব কিছুই তারা অতি অনায়াসে বাস্তবায়ন করে চলে। তবে এজন্য তাদের নিজ যর্জিক শ্রেণীর আনুগত্য মেনে চলতে হয়, তার যতক্ষণ তারা তাদের পসন্দ মতো চলে ততক্ষণ তারা আর যা-ই করুক না কেন তা-ই সুন্দর ও গ্রহণীয় বলে বিবেচিত হয় (everything about them is just fine and acceptable)। এভাবে তাদের উপাসনার কেন্দ্র-বিন্দু আল্লাহ্ থেকে নবী, এবং নবী থেকে নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণের দিকে স্থানান্তরিত হয়। আর অধোগামী সমাজে তথাকথিত দেবতুল্য হিসেবে অবতীর্ণ হয়ে যুক্তি ও নৈতিক চেতনার পরিপন্থী ভূমিকা পালন করে তারা সমাজের অবক্ষয়কে আরো প্রকট করে তোলে (Thus the corrupt mortals emerge in their new roles of demi-gods)।

এমন পরিস্থিতিতে তাদের যারা অনুসারী, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যারা সমাজের নিরক্ষর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা (ignorant masses), তাদের জন্য এক শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাদের উপলব্ধিতে পাদ্রী ও পীর শ্রেণীর লোক আর খোদার অবস্থান প্রায় কাছাকাছি চলে আসে (God is priest and priest is God)। আর তাই, যাজকদের ইচ্ছাকেই বিভ্রান্ত হয়ে তারা খোদার ইচ্ছা হিসাবে বিবেচনা করে। আর যতক্ষণ যাজক শ্রেণী এসব লোকের স্বার্থকে রক্ষা করে, এভাবেই তারা পূজিত হতে থাকে। কিন্তু যখনই তারা সাধারণ লোকের স্বার্থহানি ঘটায়, তখন এ যাজক শ্রেণীর আনুগত্য থেকেও তারা নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে নেয়। এ ধরনের অধোগামী সমাজে তখন ব্যক্তির খামখেয়ালীই সর্বোচ্চ বিন্দুতে অবস্থান করে এবং ব্যক্তির ভাবনা চিন্তাই ঈশ্বরের নামে ব্যক্ত করা হয়। আর এভাবেই যে একত্ববাদ দিয়ে ধর্মের যাত্রা শুরু হয়েছিল তা বহু ঈশ্বর ও শেষাবধি নিজ প্রবৃত্তির উপাসনার মাঝ দিয়ে তার চক্রকে পুরো করে (Thus the journey from monotheism to polytheism turns a full cycle)।

সমাজের এ বিশৃঙ্খল অবস্থায় যখন আল্লাহ্ কোন ঐশী সংস্কারক বা সাবধানকারীকে প্রেরণ করেন (Divine Worner), তখন তার আবির্ভাবকে এক ধরনের বিরক্তিকর বাধা (annoying interfrence) হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। বস্তুত বনী ঈসরাঈলের মাঝে যখন হযরত ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাব হলো, তখন

তদানীন্তন সমাজের এ ত্রুটিই পরিলক্ষিত হয়েছে। অথচ, স্বজাতির প্রতি হযরত ঈসা (আঃ)-এর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল একজন দয়ালু মেষপালকের মত, যিনি তার খোয়ারের প্রত্যেকটি মেষকে দেখাশুনার জন্য তার সতর্ক মনোযোগ প্রদান করেছেন (His attitude to them was like that of a loving shepherd who cares for each sheeh of his flock)।

যাই হোক, একটি সমাজে একদিকে যখন নবীদেরকে ঈশ্বরের মর্যাদা আরোপ করা হচ্ছে, অন্যদিকে ব্যক্তি তার নিজ নিজ কল্পনাকে ঈশ্বরের কথা বলে চালিয়ে দিচ্ছে, তখন পরবর্তীতে যখন সেখানে কোন সত্য নবীর আবির্ভাব ঘটে তাকে কঠিন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ, তিনি একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে আবির্ভূত হন (always appear as humans)। কিন্তু ঈশ্বরত্বের বাইরে ও পূর্বের নবীদের আশ্চর্য শক্তি ও ক্ষমতার কল্পনামাফিক গুণাবলীর সাথে সম-সাময়িক সমাজ এমনভাবে স্থিত থাকে যে, এর আলোকে আগমনকারী নবীকে অস্বীকার করতে তারা মোটেই সময় নেয় না। অথচ, তারা যেভাবে কল্পনা করে বসে আছে, এর সাথে মিল রেখে ভবিষ্যতে কোন নবীর আবির্ভাবেরই দূরতম সম্ভাবনা নেই (who will never come in this grand style)।

তবে বলাই বাহুল্য যে, নবীর আগমনের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা, নবী রসূল ছাড়া খোদাতে বিশ্বাস মূলত নাস্তিকতারই আরেক নাম (without prophets, faith in God is but another name for altheism)। এ ধরনের মানুষের জীবনাচার থেকে খোদার গুণাবলী ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হতে থাকে। পরিণতিতে খোদাও তাদেরকে পরিত্যাগ করেন, এমনভাবে যেন পাখীর শাবক বড় হয়ে এর বাসা ছেড়ে যায়, আর কখনো সেখানে প্রত্যাবর্তন করে না (Like a nest from which the bird has flown away for ever, never to return)।

সমাজ পতনের এ পরিণতি হযরত ঈসা (আঃ) -এর আবির্ভাবকালীন সময়েও পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রকটরূপে অবক্ষয়ী সে সমাজে 'রাব্বী' ও 'ফরিসীরা (Rabis and the pharisees had all become pseudo-gods) অনেকটা মেকী-খোদায় পরিণত হয়েছিল, এবং সত্যিকার ঐশী-শিক্ষার জন্য তাদের হৃদয়ে কোন স্থান ছিল না। এতদ্‌সত্ত্বেও একান্ত বিনয়ী একটি কণ্ঠ মহান খোদার মর্যদাকে তুলে ধরার জন্য উচ্চারিত হয়েছিল, এবং সেই কণ্ঠ ছিল হযরত ঈসা (আঃ)-এর আর ইতিহাস সাক্ষী, সমাজের আধিপত্য ও নিপীড়নমূলক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সেই কণ্ঠ কানের অতলে হারিয়ে যায় নি।

ধর্মের উদ্ভব, বিকাশ ও অধোগামী হওয়ার চিরন্তন ধারাটি অতি সংক্ষেপে আমরা এতক্ষণ ধরে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমরা স্পষ্টভাবে দেখিয়েছি যে, এটাই খোদার শাশ্বত বিধান যে, যখনই খোদার তওহীদ ভূলুণ্ঠিত হয়, তখন এর পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আবার নূতন ব্যবস্থা কায়েম করেন। স্বর্গ থেকেই এর উৎপত্তি হয়, আর ঐশী বাণী সহকারেই তা অবতীর্ণ হয়ে থাকে (It always originates in Heaven and desends with revelation)। এটা না নীচের মাটি থেকে উদগত হয়, না ধূম্রকুন্ডলীর মত মানুষের বিভ্রান্ত ধারণা, উর্ধাকাশে একত্র হয়ে খোদার একত্বের বিশ্বাসে পরিণত হতে পারে। বরং এর পরিবর্তে আল্লাহ্‌র একত্ব বা তওহীদের সঠিক ধারণা নিয়ে কোন স্বর্গীয় পুরুষ মর্ত্যের পৃথিবীতে আবির্ভূত হন, যাতে পুনরায় স্বর্গীয় ঈশ্বরের নৈকট্য ও আশিস লাভ করার যোগ্যতা পতিত মানব অর্জন করতে পারে (Instead,the unity of God only descends from on high to rise the fallen man yet again to the celestial heights of nearness to Him। (চলবে)

সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ - অধ্যাপক মোহাম্মদ আমীর হোসেন

কবিতা

ঈদের আগমনে

মুহাম্মদের চরণ ছুঁলে পূর্ণ হবে ঈদ আমার
সেই নামেতে আসবে আবার গুলবাগিচার খোশবাহার
বুকের সাথে বুক মিলালে কি হবে গো আর তাতে,
না হয় যদি মনের মিলন প্রাণ না মিলে সেই সাথে?
বিভোর হয়ে রইলি সবে আতর-গোলাপ-চন্দনে
ভাবলি না কেউ নাইলি কি রে মুহাম্মদি রং দিয়ে!
সেই গোসলের পুণ্য লাগি করনারে তুই ইন্তেযার
পূর্ণ হবে সেই বাঁকা চাঁদ, পূর্ণ হবে ঈদ আবার।
ধনী গরীব ভেদ ভুলে যা মনটারে বেঁচ সেই হাটে
ঈদের গাহে নামায শেষে বুক মিলিয়ে বুকটাতে
হাসির সদকা বিলাবি তুই শান্তি নিয়ে ঈদ আসে
শ্রদ্ধা-স্নেহের এই বিনিময় আনন্দেতে দিন হাসে।
ফিতরানা দে আত্মাটারে চোখের জলে বুক ভাসা
ঈদের বাণী পূর্ণ হবে দীনের নবীর এই আশা,
চড়াও হ' তুই অসুন্দরের অসুরের সেই বুকটাতে
থামবে না ঈদ দেখবি যে তুই চতুর্দশীর চাঁদটাতে।
ঈদ শুধু নয় সদর দ্বারে উদর ভরে গ্রাস গেলা
ঈদের বাণী মহাব্বতের পিচ্‌কারিতে রাসলীলা।
নাচ্‌লো এমন হাসলো এ প্রাণ ধনী-গরীব এক সাথে
ঈদের খুশি করতে শুমার মন নাহি আর বাঁধ মানে।

- মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়

সংশোধনী

পাক্ষিক আহমদীর ৩১/১০/২০০৩ইং সংখ্যায় **মসীহ্ হিন্দুস্তান মেঁ** শীর্ষক পুস্তকের অনুবাদে অনবধানবশত নিম্নোক্ত ভুল-ত্রুটি রয়ে গেছে। পাঠক-পাঠিকাদের সংশোধন করে নিতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

- নির্বাহী সম্পাদক

পৃষ্ঠা	কলাম	লাইন	ভুল	শুদ্ধ
১১	১	২৩	'আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী'	'আগমন সম্পর্কে দু'ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী'
১১	২	১	'ঃ তা হচ্ছে রূহানীভাবে আগমনের ওয়াদা এ'	'তা হচ্ছে রূহানীভাবে আগমনের ওয়াদা। এ'
১১	২	২০	'সেই জীবন প্রদান করার'	'সেই জীবন প্রমাণ করার'
১২	২	৫	'কাজেই ইঞ্জিলের এ কথার দিকেই আয়াতের ইঙ্গিত রয়েছে।'	'কাজেই এ কথার দিকেই ইঞ্জিলের এ আয়াতের ইঙ্গিত রয়েছে।'
১২	২	১৯	'যখন ও আয়াত'	'যখন এ আয়াত'

মুহাম্মদী শহীদানের কাতারে আর এক নিবেদিত প্রাণ শাহ্ আলমের শাহাদত লাভ

বাংলাদেশের আহমদীয়তের ইতিহাসে অক্টোবর-নভেম্বর চিহ্নিত মাস। ১৯৬৩ সনের নভেম্বর মাসে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার লোকনাথ ট্যাঙ্কের পাড়ে শহীদ হলেন শহীদ উসমান গনী ও শহীদ আব্দুর রহীম। ১৯৯২ সনের অক্টোবর মাসে আমাদের বাংলাদেশের কেন্দ্র আক্রান্ত হয়। ১৯৯৯ সনের অক্টোবর মাসে বোমা হামলায় খুলনা মসজিদে ৭ ভাই শহীদ হন। তাঁরা হলেন সর্বশহীদ জি,এম, মুহিবুল্লাহ্, ডাঃ এ মাজেদ, সোবহান মোড়ল, মোহাম্মদ নূরুদ্দীন, আলী আকবর, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন ও মোমতাজ উদ্দীন। এবারও অক্টোবর মাসের শেষের দিকে ভেড়ামারা উপজেলার উত্তর ভবানীপুর গ্রামে ১৪টি আহমদী পরিবার ৭দিন ধরে অবরুদ্ধ থাকার ঘটনা শেষ হতে না হতেই যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার রঘুনাথপুরবাগ গ্রামে আমাদের জামাতের প্রেসিডেন্ট ও ইমাম মৌঃ শাহ্ আলম সাহেব ৩১শে অক্টোবর, ২০০৩ রোযাদার অবস্থায় শাহাদতের পেয়ালা পান করে তাঁর প্রকৃত প্রভু আল্লাহ্র দরবারে পৌছেন (ইন্নালিল্লাহে ...রাজেউন)। আশ্চর্যের বিষয় এসব কর্মকান্ড ঘটিয়ে চলেছেন আমাদের বিরুদ্ধবাদী এক মৌলবাদী চক্র। অতীতে আমরা বিচার পাই নি। আমরা সরকার ও জাতির নিকট বিচার চেয়েছি। এখনও যে আমরা বিচার পাব সে আশা দূরাশা মাত্র। আমরা বিচার চাচ্ছি আমাদের প্রভু-প্রতিপালক আহকামুল হাকেমীন আল্লাহ্তাআলার নিকট।

একের পর এক আমাদের লোকদের যে শহীদ করা হচ্ছে এর কী কারণ? এর কারণ একটাই যে, আমরা আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আদেশ পালন করতে গিয়ে আমরা একজনকে মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দী মেনেছি। আমাদের জ্ঞানমতে এবং ঐশী ইঙ্গিতে আমরা তাঁকে মেনেছি। কারও মনে না চাইলে সে না মানুক। আমরা তো কাউকে জোর করছি না। আমরা এ দেশে জন্মগ্রহণ করেছি। এ দেশের আলো বাতাস ও মাটিতে মানুষ হয়েছি। এ দেশের স্বাধীনতায় আমাদের লোকদেরও অবদান রয়েছে। তবুও কেন আমরা বিচার পাচ্ছি না? কেন আমরা অপাঙক্তেয়? এর কারণ হলো নির্মম ইতিহাসের পুনরাবর্তন। যুগে যুগে সত্যকে যাঁরা গ্রহণ করেছেন- সত্য নবী-রসূলদের যাঁরা গ্রহণ করেছেন তাদেরকে সত্যের জন্যে এভাবে কুরবানী দিতে হয়েছে। সুতরাং বর্তমান কালেও এর ব্যতিক্রম হতে পারে না।

যুগে যুগে যারা আল্লাহ্র রাস্তায় প্রাণ উৎসর্গ করেছেন তাঁদের রক্ত সিঞ্চনেই ঈমান বৃক্ষ তরু-তাজা ও ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়েছে। এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবীর ইতিহাসে এর কোন ব্যতিক্রম নেই। আজও যারা আহমদীয়ত তথা প্রকৃত ইসলামের জন্যে শহীদ হয়েছেন বা হচ্ছেন তাঁদের এ কুরবানী বৃথা যাবে না-বৃথা যেতে পারে না। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) বলেছেন ঃ "বিশ্বে আহমদীয়তের উন্নতির যে সৌভাগ্য লাভ হচ্ছে তা খোদার পথে উৎসর্গকারী ব্যক্তিবর্গের রক্তের প্রতি ফোঁটার ফলশ্রুতি। যারা আল্লাহ্র রাস্তায় নিজ নিজ প্রাণ উৎসর্গ করেন তাঁরা মৃত নয় বরং তাঁরা সত্যিকার অর্থে জীবিত। তাঁরা তাঁদের ঈমানের পরীক্ষায় পরীক্ষা দিয়ে সফলতার সংশ পত্র লাভ করে কীর্তিমান বলে পরিগণিত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্তাআলা তাঁর পবিত্র কালাম কুরআন মাজীদে বলেছেন ঃ

"হে যারা ঈমান এনেছো। তোমরা ধৈর্য এবং নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণের সাথে আছেন। আর যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয় তাদের সম্বন্ধে বলো না যে, তারা মৃত, বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পারছো না। এবং অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে ভয়-ভীতি ও ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, প্রাণসমূহ ও ফল-ফলাদির ক্ষতির মাধ্যমে পরীক্ষা করবো এবং তুমি ধৈর্যশীলগণকে সুসংবাদ দাও।

যারা তাদের ওপরে বিপদ আসলে বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্রই ও নিশ্চয় আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।

এরাই সে সব লোক যাদের প্রতি তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে আশিস ও করুণা বর্ষিত হয় আর এরাই হেদায়াত প্রাপ্ত" (সূরা আল্ বাকারাহ ঃ ১৫৪-১৫৮)

আল্ কুরআনের উপরোক্ত আয়াত থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, মু'মিনদের অবশ্যই জান-মাল-ইজ্জতের পরীক্ষা দিতে হয়েছে এবং হবে। পরীক্ষার সময় মু'মিনদের করণীয় সম্বন্ধেও এ দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন বিপদাপদ আসলে 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন' অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্র এবং নিশ্চয় তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন। মু'মিন সমাজকে আরও দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, এহেন বিপদাপদের সময়ে তারা যেন ইস্তেকামত তথা স্থৈর্য, ধৈর্য ও দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্তাআলার সাহায্য কামনা করতে থাকেন। আল্লাহ্তাআলার ফযলে আমাদের আহমদী ভাইয়েরা এ বিষয়ে সচেতন। তারা অবশ্যই ধৈর্য সহকারে দোয়ায় লিপ্ত আছেন ও থাকবেন এবং সতর্কতা ও সচেতনতার সাথে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন। আর সেবার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যাবেন ও যে কোন কুরবানীর জন্যে প্রস্তুত থাকবেন।

(শহীদ সংক্রান্ত স্থানীয় ও জাতীয় পত্র-পত্রিকার কাটিং ২১-২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

- নির্বাহী সম্পাদক

মরহুম শহীদের বেগম সাহেবার নিকট যুগ-খলীফার বাণী

তারিখ ঃ ০৩-১১-২০০৩ইং

মহতারেমা মোসাম্মাৎ
নাজমা বেগম নার্গিস
প্রযত্নে শহীদ শাহ্ আলম,
প্রেসিডেন্ট
আহমদীয়া মুসলিম জামাত
রঘুনাথপুরবাগ

আস্সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আমি আপনার মরহুম স্বামীর শাহাদতের সংবাদ পেয়েছি (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। শহীদ শাহ্ আলম সাহেবের শাহাদতের সংবাদে আমার অন্তরে আনন্দ ও দুঃখের দুটো মিশ্র ধারা প্রবাহমান। একদিকে আমি আল্লাহ্তাআলার নিকট যারপরনাই কৃতজ্ঞ এ জন্য যে, মরহুম কোন ইহজাগতিক স্বার্থে নয় বরং শুধু খোদাতাআলার সত্য ধর্মের খাতিরে পবিত্র রমযান মাসে প্রাণের নজরানা পেশ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। অপরদিকে আমার হৃদয় ব্যথিত, সে সকল শোকসন্তপ্ত লোকের জন্য যারা তিলে তিলে মরহুমের শূন্যতা অনুভব করবেন। আমি আপনার জন্য এবং আপনার তিন সন্তান সহ অত্র জামাতের সকলের জন্য দোয়া করছি। মহান আল্লাহ্তাআলা মরহুমের রূহের মাগফেরাত দান করুন। খোদাতাআলা আপনাদের হাফেয নাসের হামী ও হাদী হোন, আমীন।

ওয়াস্সালাম।

খাকসার

মির্যা মাসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস

দৈনিক সংগ্রাম
THE DAILY SANGRAM
সোমবার, ১৯শে কার্তিক ১৪১০ ॥ 03 November 2003

'কাদিয়ানী ইমাম হত্যায় জামায়াতকে জড়িত করা ষড়যন্ত্রেরই নামান্তর'

২-এর পৃষ্ঠায় ৭-এর কঃ দেখুন

ষড়যন্ত্রেরই নামান্তর

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ১৯ কার্তিক ১৪১০

আহমদীয়াদের ওপর হামলাকারীদের বিচার দাবি

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

ইমাম হত্যা করায় কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক

॥ যশোর অফিস ॥

The Daily Star
DHAKA MONDAY NOVEMBER 3, 2003

Kadianis face trouble in Kushtia village

OUR CORRESPONDENT, Kushtia

The Kadiani families who fled homes in remote Utrabhabanipur village on October 24 and were living in Kushtia town secretly are returning homes following meetings between the district administration and local leaders.

Kushtia Police Superintendent Abdus Salam visited Utrabhabanipur on Friday and Saturday and held talks with the section of local people led by some Imams of mosques.

The fundamentalists held rallies in the area on Friday and Saturday demanding that Kadianis be declared non-Muslims.

Thirty members of six Kadiani families had fled homes following persecution by fundamentalists led by the Imams and madrassah students.

"Two families returned home on Saturday and the rest will return today", Md Abdur Rahman, a leader of the Kadiani community told this correspondent in Kushtia town yesterday.

Many Kadianis have been forced to sign bonds promising that they would embrace Islam, he said.

Rahman said Kadianis there were socially boycotted by a section of fundamentalists led by one Abdur Razzak, an Imam of a local mosque, as per a decision taken on Friday at a meeting held at Utrabhabanipur.

দৈনিক জনকণ্ঠ
The Daily Janakantha

সাপ্তাহিক ২০০০

প্রথম আলো

ঝিকরগাছায় ইমাম খুন

ঢাকা : সোমবার ১৯ কার্তিক ১৪১০ বাংলা

আহমদীয়া জামাতের নেতা খুন

নৃশংস হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার দাবি

স্টাফ রিপোর্টার ॥

নৃশংস হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত

The Bangladesh Today
Monday, November 3, 2003

শাহ আলম হত্যার বিচার দাবি করেছে আহমদিয়া জামাত

যুগান্তর
সোমবার, ১৯ কার্তিক, ১৪১০
Monday, 3 November, 2003

কাদিয়ানি নেতা আলমের হত্যাকারীদের গ্রেফতার দাবি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকা সোমবার ১৯ কার্তিক ১৪১০

চুনোপুঁটি মোল্লাদের কাছে জবাবদিহি করব না

কাদিয়ানী নেতা শাহ আলম হত্যা

কাদিয়ানী নেতা আলম

Ahmadias for punishment of killers of its leader

STAFF CORRESPONDENT

Ahmadia Muslim Jamat organised a press conference at their head office in the city demanding punishment of the killers of Muhammad Shah Alam, president, Ahmadia Muslim Jamat, Raghunathpur Buk, Jhikargachha, Jessore.

The press conference was ... among others by Mir ... Nayeb

সংবাদ
ঢাকা ॥ সোমবার ১৯শে কার্তিক ১৪১০ ◆ Dhaka : Monday 3 November 2003

ধর্মীয় ও নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার আহ্বান

ঝিকরগাছায় আহমদিয়া মুসলিম জামাতের প্রেসিডেন্ট হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও বিচার দাবি

The Independent

SUNDAY, NOVEMBER 2, 2003

14 families under siege in Kushtia

Ahmadiya mosque Imam killed in Jessore

Ahmadiya mosque Imam killed

দৈনিক **মানবজমিন**

রোববার ● ০২ নভেম্বর ২০০৩

যশোরে কাদিয়ানী ইমামকে পিটিয়ে হত্যা

The Daily Star

FOUNDER EDITOR LATE S. M. ALI

DHAKA SUNDAY NOVEMBER 2, 2003

Ahmedia Imam killed in Jessore

STAFF CORRESPONDENT

Fanatics allegedly led by a l... Imam (religious leader) killed ... Imam of the Ahmedia Mu... Community in Jessore yest... following an altercation on rel... beliefs.

Shah Alam died at a local h... last night after locals led ... Imam of a mosque at Raghuna... village in Jhikargachha upazila attacked the Ahmedia Muslim mosque after the Jumma prayers, said a report of the BBC Bangla service last evening.

Pressing the Ahmedia community to change their belief, locals at one point attacked the minority Muslim sect injuring Alam seriously, it added.

Local administration told th... BBC Bangla service that addition... police were deployed at the village... avoid any untoward incident.

Meanwhile, Alam's wife file... ...persons includ... ...e attack. ...to arrest an... ...port, BBC ...stration.

কাদিয়ানি তরিকা ত্যাগ না কর...

জামাত নেতার নেতৃত্বে হামলা একজনকে পিটিয়ে হত্যা, আহত

দৈনিক **ইনকিলাব**

THE DAILY INQILAB

ঢাকা রবিবার ১৮ কার্তিক ১৪১০, ২ নভেম্বর ২০০৩

ঝিকরগাছায় সংঘর্ষে নিহত ১ আহত ১০

বাংলাবাজার পত্রিকা

যশোরে ২ দিনে ১০ খুন ॥ ঝিকরগাছায় জুমাশেষে ইমামকে পিটিয়ে হত্যা

দৈনিক **জনকণ্ঠ**

The Daily Janakantha

কাদিয়ানী ইমামকে পিটিয়ে হত্যা

কাদিয়ানী ইমামকে পিটিয়ে

প্রথম আলো

রোববার ২ নভেম্বর ২০০৩, ১৮ কার্তিক ১৪১০

ঝিকরগাছায় কাদিয়ানি মসজিদের ইমামকে পিটিয়ে হত্যা

ভেড়ামারায় ১৪ পরিবার গৃহবন্দি

যশোর ও কুষ্টিয়া অফিস

ঝিকরগাছায় কাদিয়ানি মসজিদ...

যুগান্তর

রোববার, ১৮ কার্তিক, ১৪১০

Sunday, 2 November 2003

ঝিকরগাছায় সংঘর্ষে মসজিদের ...নিহত

ইমাম : ঝিকরগাছায়

দৈনিক জনতা

প্রতিষ্ঠাতা : পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ

ঢাকা ঃ রবিবার ১৮ কার্তিক ১৪১০ ◆ Sunday 2 November 200...

যশোরে গ্রামবাসীদের হামলায় মসজিদের ইমাম নিহত

জনতা রিপোর্ট ঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলা যশোরে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের একটি মসজিদের ইমাম শুক্রবার ...

(২-এর পাতায় ৫ম কলাম দেখুন)

যশোরে গ্রামবাসীদের

(প্রথম পাতার পর)

...নিহত হয়েছেন। আহমদিয়া সম্প্রদায়ের নেতারা বলেছেন, ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণেই তার ওপর হামলা চালানো হয়। যশোরের ঝিকরগাছা থানার পুলিশ কর্মকর্তা বলেছেন, এখানকার রঘুনাথপুর গ্রামের ১৪টি আহমদীয়া পরিবারের সাথে গ্রামবাসীদের গত কয়েকদিন ধরে উত্তেজনা চলছিল। এরই জের ধরে গ্রামের একদল লোক শুক্রবার দুপুরে জুমার নামাজের পর আহমদীয়াদের একটি মসজিদের ইমাম শাহ আলমের ওপর হামলা চালায়। গুরুতর আহত শাহ আলম...

ভোরের কাগজ

ঢাকা রোববার ১৮ কার্তিক ১৪১০ ২ নভেম্বর ২০০৩

ঝিকরগাছায় আহমদীয়া সম্প্রদায়ের ইমামকে পিটিয়ে হত্যা

সব পাঠকের প্রিয় দৈনিক

গ্রামের কাগজ

সম্পাদকীয়

মঙ্গলবার ২৮ অক্টোবর ২০০৩ ইংরেজী ১৩ কার্তিক ১৪১০ বাংলা

ভেড়ামারায় কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের ১৪টি পরিবার ৭দিন ধরে অবরুদ্ধ

দৈনিক বজ্রপাত

সম্পাদকীয়

২৮ অক্টোবর মঙ্গলবার ২০০৩

ভেড়ামারায় কাদিয়ানীদের জোর করে মুসল্লি করা হচ্ছে ॥ সংঘর্ষের আশংকা

দৈনিক বজ্রপাত

The Daily Bajrapat

কাদিয়ানী-সুন্নী মুসলিমদের বিরোধ মেটেনি

ভেড়ামারার ১২ টি পরিবারের সদস্যরা এখনো কার্যত অবরুদ্ধ

সরজমিন

কাদিয়ানী-সুন্নী মুসলমানদের

দৈনিক বজ্রপাত

সম্পাদকীয়

২৯ অক্টোবর বুধবার ২০০৩

ভেড়ামারায় কাদিয়ানী-মুসল্লী বিরোধের নিষ্পত্তি হয়নি

সব পাঠকের প্রিয় দৈনিক

গ্রামের কাগজ

সম্পাদকীয়

বুধবার ২৯ অক্টোবর ২০০৩ ইংরেজী ১৪ কার্তিক ১৪...

মুসল্লীরা সিদ্ধান্তে অনড় ॥ কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের লোকজন গ্রাম...

□ ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেতে পারছেনা ॥ ক্ষুধার জ্বালায় কান্নাকা...

ভেড়ামারা (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি ঃ ভেড়ামারা উপজেলার পল্টিতে বিবাদমান আহমদিয়া মুসলিম জামাত ও স্থানীয় মুসল্লী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি হয়নি। দুটি গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা রয়েছে। স্থানীয় মুসল্লীদের অব্যাহত হুমকির মুখে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আহমদিয়া মুসলিম জামাত (কাদিয়ানী) পরিবারের সদস্যরা ক্রমান্বয়ে এলাকা ছেড়ে শহরে এসে অবস্থান করছে। তারা অভিযোগ করেছেন তাদের বাড়িঘর ভেঙে গুড়িয়ে ও আগুনে পুড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা চলছে। এদিকে এডিশনাল পুলিশ সুপার আব্দুস ছালাম (পিপিএম) গতকাল সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

জানা যায়, ভেড়ামারা উপজেলার ধরমপুর ইউনিয়নের উত্তর ভবানীপুর ...

শেষ পৃষ্ঠা ৫-এর কলামে

মুসল্লীরা সিদ্ধান্তে

যাপন করতে পারবে না। শালিশী বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর থেকে সংখ্যালঘু কাদিয়ানী পরিবারগুলো অসহায় হয়ে পড়েছে। গতকাল সকালে স্থানীয় সাংবাদিকরা এলাকা পরিদর্শনকালে দেখতে পান কাদিয়ানী ...

আজকের আলো

THE DAILY AJKER ALO

কুষ্টিয়া বুধবার ২৯ অক্টোবর ২০০৩ ॥ কুষ্টিয়া ১৪ কার্তিক ১৪...

ভেড়ামারায় কাদিয়ানী ও মুসল্লীদের বিরোধ নিষ্পত্তি হয়নি

ভেড়ামারায় কাদিয়ানী

আন্দোলনের বাজার

কুষ্টিয়া ২৮ অক্টোবর মঙ্গলবার ২০০৩

ভেড়ামারায় এক সপ্তাহ অবরুদ্ধ কাদিয়ানীদের ১০টি পরিবার

কাদিয়ানীদের

আজকের আলো

THE DAILY AJKER ALO

কুষ্টিয়া মঙ্গলবার ২৮ অক্টোবর ২০০৩ ॥ কুষ্টিয়া ১৩ কার্তিক ১৪১০

ভেড়ামারায় ১০ কাদিয়ানী পরিবার ৫০ জন মুসল্লীদের কবলে গৃহবন্দী

ভেড়ামারায় ১০

আন্দোলনের বাজার

কুষ্টিয়া ৩০ অক্টোবর বৃহস্পতিবার ২০০৩

রমজান মাস আসলেই উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়

সমঝোতা বৈঠক হওয়া সত্ত্বেও মুসল্লী ও কাদিয়ানীদের দ্বন্দ্ব চরমে

মুসল্লী ও কাদিয়ানীদের দ্বন্দ্ব চরমে

দৈনিক দেশতথ্য

The Daily Deshathya

২০০৩ ▶ ১৬কার্তিক১৪১০ ▶ ৪রমজান ১৪২৪হিজরী ▶ চার পৃষ্ঠার দাম ৩টাকা

ভেড়ামারায় কাদিয়ানী ও স্থানীয় মুসল্লী সম্প্রদায়ের মধ্যে টান টান উত্তেজনা বিরাজ করছে॥ যে কোন সময় সংঘর্ষের আশংকা

আমাদের প্রিয় ভাই শাহ্ আলম সাহেব শহীদ হয়ে গেলেন

'অবশ্যই মু'মিনগণের মাঝে কোন কোন পুরুষ এমন আছে যারা সেই অঙ্গীকারকে পূর্ণ করেছে যা তারা আল্লাহ্‌র সাথে করেছিল। এবং তাদের মাঝে কোন কোন ব্যক্তি এমন আছে যারা (শাহাদত বরণ করে) নিজেদের সংকল্প পূর্ণ করেছে, এবং তাদের মাঝে কোন কোন ব্যক্তি এমনও আছে যারা অপেক্ষা করছে এবং তারা নিজেদের সংকল্পে তিল পরিমাণও পরিবর্তন করে নি' (সূরা আহযাব ঃ ২৪)।

গত ৩১শে অক্টোবর, ২০০৩ইং রোজ শুক্রবার জুমুআর নামাযের পরে প্রিয় ভাই শাহ্ আলম সাহেব আহমদী ভাইদের নিয়ে নিজ বাড়ীর বারান্দায় কোন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করছিলেন। হঠাৎ একদল পাক্কা ঈমানদার (?) সুন্নী মুসলমান একজন বিশিষ্ট মৌলানার নেতৃত্বে লাঠিসোটা নিয়ে ঝিকর গাছা থানার রঘুনাথপুর বাগে, শাহ্ আলম সাহেবের বাড়ীতে আক্রমণ করে আহমদী ভাইদের মার-ধর করে। ভাই শাহ্ আলম সাহেবেকে এমনভাবে আঘাত করা হয় যে, সেদিন সন্ধ্যার পর তাঁকে হাসপাতালে নেয়ার পথেই শাহদত বরণ করেন। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। অনেকেই আহত হন। দেশের প্রায় সব জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রে এ খবর ছেপেছে। একাধিকবার ছেপেছে। সেই ঘটনার বিবরণ নিয়ে লিখছি না। আমি লিখতে চাচ্ছি ভাই শাহ্ আলমের জীবনের কয়েকটি কথা।

ভাই শাহ্ আলম সাহেব ৪ঠা আগষ্ট, ১৯৮৯ তারিখে খুলনা জামাতে গিয়ে বয়াত করে আহমদীয়া জামাতভুক্ত হয়েছিলেন। খাকসার সে যুগে খুলনায় ছিলাম। আমিই শাহ্ আলম সাহেবকে বয়াত পত্র পাঠ করিয়েছিলাম। আমরা বলেছিলাম, ভাই শাহ্ আলম! আপনি আরো পরে বুঝে শুনে, জেনে বয়াত নিবেন। কিন্তু তিনি বলেছিলেন, আজ যদি বয়াত না করি এবং পরে বয়াত করার পূর্বে মারা যাই, কে দায়িত্ব নিবে? এ কথা শুনে আর আমরা তাঁকে বয়াত করতে বারণ করতে পারি নি।

ঘটনা এই যে, এর আগের বছর রঘুনাথপুর বাগের দু'জন যুবক মুন্সীগঞ্জের আকবর আলী (সুন্দরবন জামাত) সাহেবের সাথে ঢাকার জলসায় এসে বয়াত করে গিয়েছিলেন। তাদের আহমদী হওয়ার কথা আস্তে আস্তে প্রকাশ পেয়ে যায়। গ্রামের লোকেরা গ্রামের প্রভাবশালী নেতা মৌলভী শাহ্ আলম সাহেবকে বলে দেয়, ওরা কাদিয়ানী হয়ে গেছে ওদের শায়েস্তা করা উচিত। তওবা করানো উচিত। মৌলভী শাহ্ আলম সাহেব বড় নির্ভীক, সাহসী এবং তিনি যা ভাল বলে জানতেন সে ব্যাপারে বড় কঠোর প্রকৃতির ছিলেন। শাহ্ আলম সাহেব সেই দু'জন আহমদীকে বললেন, ব্যাপার কী? তোমরা কাদিয়ানী হয়েছ! বিষয়টা কী? সেই দু'জন যা জানতেন বলেছেন। শাহ্ আলম সাহেব জিজ্ঞেস করেছেন, বিস্তারিত জানবার উপায় কী? তারা বলেছেন, ঢাকা যান অথবা নিকটে খুলনায় মসজিদ আছে, আহমদী জামাতের মৌলানা আছেন (মুরব্বী সিলসিলাহ্), সেখানে যেতে পারেন। এভাবে শাহ্ আলম সাহেবের খুলনায় আগমন ও খাকসারের সাথে পরিচয়।

রঘুনাথপুর বাগ গ্রামটি জেলা শহর উপজেলা ঝিকরগাছা হয়ে যশোর সাতক্ষীরা সড়কের উপর নাভারন হয়ে উলসী বাজারের সাথে অবস্থিত। এই শাহ্ আলম সাহেবের পিতা জনাব ওয়াহেদ আলী মোড়ল যার পূর্ব-পুরুষরা চাঁদপুর জেলার মতলব থানা অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন, কোন এক সময় অনেকগুলো পরিবার এখান থেকে হিজরত করে যশোহরের ঝিকরগাছা থানার বিভিন্ন গ্রামে জমি কিনে ঘরবাড়ী করে বসবাস করতে থাকেন।

আহমদীয়ত গ্রহণের পরে ভাই শাহ্ আলম সাহেব আহমদীয়তের প্রচারে আত্ম নিয়োগ করেন। অনেক বড় সাহসী বাহাদুর নির্ভীক শাহ্ আলম হেফাযতের সাথে সকল শ্রেণীর মানুষের মাঝে আহমদীয়তের প্রচার চালাতে থাকেন। অঞ্চলের প্রভাবশালী ব্যক্তি হবার কারণে কেউ তাকে সামনা-সামনি বাধা দেয় নি, পেছনে বিরোধিতা করেছে। কিন্তু এর পরও বিভিন্ন সময়ে অনেকগুলো পরিবার বয়াত করে আহমদী জামাতে শামিল হয়েছেন।

খাকসার সর্বপ্রথম তাঁর সাথে তাঁর বাড়ীতে তবলীগের জন্য গিয়েছি। প্রথম বারই ছোট বড় মিলে প্রায় পঞ্চাশ জন বয়াত করেছিলেন। এর পর তো বহুবার গিয়েছি। আশপাশের কয়েকটি গ্রামে অনেকগুলো পরিবার বয়াত করেছিল সে সময়। এমন কি আমি বদলি হয়ে চট্টগ্রাম চলে আসার পরও ১৯৯৩ইং সনে একবার মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নির্দেশে দু'সপ্তাহের জন্য সেই অঞ্চলে গিয়েছিলাম। অনেকগুলো বয়াত হয়েছিল। অনেকেই মোখালেফাত সহ্য করতে না পেরে আহমদীয়তকে পরে গোপন করেছেন।

মৌলভী শাহ্ আলম সাহেব এক প্রকার ওয়াকফে যিন্দিগী ছিলেন। এভাবে যে, ছোট বেলায় তাঁর বাবা তাঁকে ধর্মের সেবার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। এজন্য শাহ্ আলম সাহেব মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করে মৌলানা সাহেব হয়েছিলেন। মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করতেন। আশপাশের কয়েকটি গ্রামে তিনি কয়েকটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আহমদী হওয়ার পরে এ সমস্ত কার্যক্রম আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যায়। তারপর মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে তাঁর বাড়ীর পাশে উলসী বাজারের পাশে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাপনা কমিটির তিনি সদস্য ছিলেন। সম্ভবত স্কুল কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন।

তিনি সত্যবাদী স্বাধীনচেতা এবং সমাজসেবী ছিলেন। সামাজিকভাবে তিনি অত্র এলাকায় সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। সবসময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। অত্যন্ত সাহসী ছিলেন। একবার গভীর রাতে রাস্তায় ডাকাত দলের একজনকে নিজ বাহুবলে ধরে ফেলেছিলেন। সংসদ নির্বাচনের পূর্বে যারা সংসদ সদস্য হতে চান তারা শাহ্ আলম সাহেবের বাসা পর্যন্ত যেতেন, নির্বাচনে সহযোগিতা চাইতেন। এমনকি অত্র এলাকার একজন তৎকালীন সরকারের মন্ত্রীও তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব রাখতেন, তাঁর বাসায় যেতেন।

ভাই শাহ্ আলম সাহেব নিজ ভিটাবাড়ীর জমির এক অংশ মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করেছিলেন। এর উপর প্রথমে নিজে স্থানীয়ভাবে বাঁশের খুটি ও ছনের চালের মসজিদ বানিয়েছিলেন। বেশ কয়েকবছর সেই মসজিদই আমাদের মসজিদ ছিল। অত্র অঞ্চলের আহমদীরা সেই মসজিদে নামায পড়তেন। আমিও অনেক দিন পড়েছি। গত কয়েক বছর হয়েছে আমাদের কেন্দ্রীয় জামাতের সহযোগিতায় একটি পাকা মসজিদ নির্মিত হয়েছে, এবং এ মসজিদ আক্রমণ করেই তাঁকে ৩১শে অক্টোবর বাদ জুমুআ শহীদ করা হয়েছে।

তিনি কবর স্থানের জন্যও জমি দান করে গেছেন এবং সেই কবরস্থানেই তাঁকে দাফন করা হয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে অত্র অঞ্চলের গরীব ও দুর্বল শ্রেণীর সাধারণ মানুষ তাদের একজন সুহৃদকে হারিয়েছে। ভাই শাহ্ আলম সাহেব জাতি-ধর্ম, নির্বিশেষে সকল মানুষের বন্ধু ছিলেন। তিনি শাহাদত বরণ করে এক অমর জীবন লাভ করেছেন।

ভাই শাহ্ আলম একজন ধর্ম-প্রাণ-স্ত্রী নাজমা সাহেবা ও দুই ছেলে এবং এক মেয়ে রেখে গেছেন। তাঁর স্ত্রী নাজমা বেগমও সাহসী ও ধার্মিক মহিলা। পূর্বেও নানা ধরনের বিরোধিতা হয়েছে। নাজমা খাতুন সাহেবা অত্যন্ত দৃঢ়তা দেখিয়েছেন। শাহ্ আলম সাহেবের শ্বশুর সাহেবও ঝিকরগাছার সম্মানিত লোক ও স্কুল শিক্ষক। অত্যন্ত ভদ্র মানুষ। আহমদীয়ত সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখেন। শাহ্ আলম সাহেবের এক ছেলে এক মেয়ে ওয়াকফে নও-এ শামিল আছেন। শাহ্ আলম সাহেব সব সময় জামাতের সকল নেক তাহরীকে অংশ গ্রহণ করতে চেষ্টা করতেন।

বিভিন্ন সময়ে জামাতের বুযূর্গ নেতাগণ তাঁর বাড়ীতে তাঁর আহ্বানকে ফেলতে না পেরে মেহমান হয়েছেন। মোহতারম মোহাম্মদ মোস্তাফা আলী সাহেব, মোহতরম ভিজির আলী মরহুম, জনাব ওবায়দুর রহমান ভুইয়া সাহেব এবং আরো অনেকে। এলাকার সাধারণ মানুষ, গণ্যমান্য মানুষ, জামাতের মুরব্বী মোয়াল্লেম যারাই গিয়েছেন

তাঁর বাড়ীতে, সব সময় তিনি মেহমানদের আন্তরিকতা ও ভালবাসা সহকারে সেবাযত্ন করেছেন। খুব আনন্দের সাথে তিনি ও তার স্ত্রী সেবা করতেন। তাঁর স্ত্রী নাজমা খাতুন সাহেবা একজন পর্দানশীল মহিলা কিন্তু অন্দর মহল থেকে নিজ স্বামীর সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। বিরোধিতাও সহ্য করেছেন। আল্লাহ্‌তাআলা ভাই শাহ্ আলমকে জান্নাতে সম্মানিত স্থান প্রদান করুন। তাঁর পরিবার পরিজন, ভাই আত্মীয়-স্বজনের হাফেয ও নাসের হউন। রঘুনাথপুরবাগ জামাতের সকল সদস্য ঈমানের উজ্জ্বল নূরের আলো দিয়ে অঞ্চলের আরো বহু ধর্ম প্রাণকে আলোকিত করুন। আল্লাহ্ তাদের সকলের হেফাযত করুন।

এ প্রসঙ্গে থাকসার আমার দেশের সকল অঞ্চলের সকল আহমদীদের বলতে চাই, আপনারাও দোয়া করতে থাকুন, প্রস্তুত থাকুন, সকল অবস্থায় আহমদীয়তকে সব কিছুর উপরে উঁচু করে তুলে ধরতে হবে। সকল কুরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। বক্তব্যের শুরুতে আমি যে আয়াতের উল্লেখ করেছি সেটি বড় গুরুত্বপূর্ণ। এ আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, মু'মিনরা সদা-সর্বদা শাহাদত বরণের জন্য প্রস্তুত থাকেন। যখন যিনি সুযোগ পান তখন তিনি প্রাণ উৎসর্গ করে দেন। বাকীরা অপেক্ষমান থাকেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দেশের সকল জামাতের মাঝে এমন পাক্কা-মু'মিন আছেন যারা প্রয়োজনে জানের বা প্রাণের কুরবানী দিতে দ্বিধা করবেন না। সকলে দোয়ারত থাকুন, আল্লাহ্ যেন এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে আহমদীয়ত গ্রহণের তৌফীক দান করেন। এর বিনিময়ে আমরা আল্লাহ্‌র দরবারে সকল প্রকার কুরবানী পেশ করতে প্রস্তুত থাকবো। আল্লাহ্ যদি চান আমরা আরো জান কুরবান করতে থাকব। যেদিন যেখানে তিনি চান আমাদের কোন না কোন ভাইকে শহীদ হবার জন্য প্রস্তুত পাবেন। কিন্তু আল্লাহ্ করুন এদেশের আহমদীয়তের বিজয় হোক। মিথ্যা চিরতরে পরাজিত হোক। আল্লাহ্ সত্যকে জয়যুক্ত করুন। মিথ্যাচারীদের দমন করুন, আমীন। জালেমদের আল্লাহ্ কখনও পসন্দ করেন না। মু'মিনদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

- মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

শোক প্রস্তাব

উগ্রপন্থী মৌলবাদী কর্তৃক গত ৩১/১০/২০০৩ইং তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামাত রঘুনাথপুর বাগ,যশোর এর প্রেসিডেন্ট মোহতরম শাহ্ আলম সাহেবকে শহীদ (হত্যা) করায় আমরা আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার সকল সদস্য গভীর শোকাহত ও মর্মাহত। মহান আল্লাহ্ এ মহান শহীদী ভাইকে জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দান করুন। সেই সাথে শোকসন্তপ্ত পরিবার ও জামাতকে ধৈর্য ধারণ করার শক্তি দান করুন, আমীন। আমরা শহীদ পরিবার ও জামাতকে শোক-বার্তা জানাই।

খন্দকার সাইদ আহমদ (আনু মিয়া)
আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

কবিতা

শহীদ শাহ্ আলম স্মরণে ঃ

(এক)

রঘুনাথপুর বাগে -,
যেখানকার অন্ধকার গর্ত গহ্বরে
বৃক্ষ কোটরে
চিল্ল-বায়সকুল
নিবাসিত হিংস্রতার অভিজাত্যে
বংশ পরম্পরে।

কাল পরিক্রমে-
শান্তি বার্তাবাহী
নভোচারী পিক কণ্ঠ শুনে,
ধূর্ত গৃধ্র ভাবে মনে-
হায় সর্বনাশ!
আদিম নরক রাজ্যে
সুর সঙ্গীতে ভাসে
যেন কোন স্বর্গীয়
আগমনী পূর্ব-আভাষ।
চির-বায়সকুলে জাগে সংশয়।
প্রাণে ওঠে ভয়-
সম্মুখে কঠিন বিপদ।

এ দিকে আকাশে ভাসে
শান্তির নতুন আওয়াজ,
কে এক অতিথি নেমে আসে।
আনন্দে ডাক ছাড়ে
সাদা সাদা বক,
পারাবত,
তৃষ্ণাতুর তাকায় চাতক।
শান্তির বাণী বয়ে ধীরে ধীরে
আসিলেন রঘুনাথ,
আমাদের রঘুনাথপুর বাগে।
আগমনী পদধ্বনি আকাশে বাতাসে
শোনা যায়।
রাতের আঁধার সব শূন্যে মিলায়।
পুলকিত দশদিকি,
নতুন আলোর ঝিকিমিকি।
নিশাচর যত পাখি
দল বেঁধে তাকায় চমকি।
সম্মুখে দেখে এক কঠিন বিপদ,
আঁধারের পথ ধরে
চির বিদায়ের এক দুসংবাদ।
নহে আর ক্ষণকাল দেরী করা নয়,
শান্তির সেনাদেরে
সমূলে মিটিয়ে দিতে এখনই মূখ্য সময়।
মুহূর্তে হানা দেয়
বার্তাবাহী
পাখিদের শান্তি মিছিলে।
নিশাচর পাখিদের জোটে
ছিল সেই গৃধ্রও বটে,
সে আসে সবার আগে ছুটে।
শান্তি পতাকাবাহী,
প্রতিবাদী পাখিটিরে করে ধরাশায়ী।
ক্ষুরধার বিষ তীক্ষ্ণ দু'চঞ্চুর কঠিন আঘাতে-
নিহত পঙ্খীরাজ,
লুটায় মাটিতে।
ফিন্‌কি রক্ত ছোটে টগ্‌বগে
রক্ত ধারায়,
লেখা হয় জালিমের শেষ পরাজয়।
রঘুনাথপুর বাগে প্রাণ জাগে
জাগে অফুরান,
এক গ্রাণের বিনিময়ে
জেগে ওঠে শত কোটি প্রাণ।

আতঙ্কিত ঘাতকসহ
নিশাচর পাখি সব আঁধারে মিলায়।
আদিম আঁধার সেই বিবরে লুকায়।
আলোর পাখিরা তোলে তান,
শহীদের বিজয়ের গান,
রঙিন রক্তেভেজা-
ফুল ফুটে ভরে যায় সাজানো বাগান।
শিউলী, রক্তজবা, রঙীন পলাশ,
ফুল আর ফাগুনের প্রাণের মেলায়
শতকোটি প্রাণের বিজয় উল্লাস। (চলবে)

- মোহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার
ন্যাশনাল সেক্রেটারী রিশ্‌তানাতা

যাকাত ও আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়

দ্বিতীয় কিস্তি)

যাকাত ও ইনকাম ট্যাক্সের পার্থক্য

যাকাতের অর্থ হলো পবিত্র করা। বিকশিত হতে দেয়া, সমৃদ্ধির সাথে একীভূত করা। এ প্রেক্ষিতে যে মুসলমান খোদাতাআলার সন্তুষ্টি ও তাঁর সম্মতির খাতিরে যাকাত আদায় করে সে নিজেকে বিরাগভাজন হওয়া ও অর্থ জমা করার লালসা থেকে পবিত্র করে। তার সম্পদে অন্যদের যে অধিকার রয়েছে তা আদায় করে নিজের সম্পদকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে। আল্লাহ্‌তাআলার কল্যাণ ও আশিসের উত্তরাধিকারীতে পরিণত হয়। দরিদ্র ও অভাবীদের প্রয়োজন মিটিয়ে নিরাপত্তা, স্বস্তি ও সুরক্ষা এবং আশ্রয়ের অবস্থা সৃষ্টি করে। এভাবে নিজের সম্পদের সুরক্ষা তার ব্যবসায়ের উন্নতি আর শিল্প ও কারিগরী উন্নতির জন্যে পথ সহজতর করে আর সারা দেশকে সমৃদ্ধ ও ধন-দৌলত বৃদ্ধির আশ্বাস দেয়।

একজন মুসলমান যাকাতকে ইবাদত মনে করে সন্তুষ্টচিত্তে আদায় করে থাকে। কেননা, এর পেছনে আল্লাহ্‌তাআলার অনুগ্রহের কারণে কৃতজ্ঞতার আবেগ ও তাঁর আশিসের আশার বাণী লুপ্ত থাকে। এর বিপরীতে ইনকামট্যাক্স আদায় করার পেছনে এসব কার্যক্রম অনেকাংশে অনুপস্থিত থাকে। আর এ কারণে মানুষ কখনও কখনও এথেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে পথ অন্বেষণে লিপ্ত থাকে। তদুপরি এর নিয়ম-কানুনের লাগাম যেহেতু বান্দাদের হাতে থাকে তাই এতে ন্যায়বিচারের উপাদান এক সীমা পর্যন্ত বিলুপ্ত থাকতে পারে। এভাবে উভয় পক্ষে অবিশ্বস্ততা ও আস্থাহীনতার আবেগ সৃষ্টি হয়ে থাকে।

যাকাত সঞ্চয় ও জমাকৃত ধন-দৌলতের ওপরে আদায় করতে হবে। যদিও নতুন জমাকৃত মূলধনের ওপরে এটা একটা উত্তম ধরনের ট্যাক্স। এর ফলে মূলধন আবর্তনে পড়তে বাধ্য হয়। আর সম্পদ বন্টনের প্রবণতা, ব্যবসায় ও পুঁজি বিনিয়োগ এথেকে উন্নতি লাভ হয়। এর বিপরীতে ইনকাম ট্যাক্স আয়ের ওপরে প্রবর্তিত করা হয়। যার ফলে পুঁজি বিনিয়োগ এক সীমা পর্যন্ত বাধাপ্রাপ্ত হয়। অর্থ জমা করার এবং ধন-দৌলতের ঢের লাগানোর আবেগ উন্নতি লাভ করে। আর টাকা-পয়সার আবর্তন কম হয়ে আসে। বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। রোজগারে অভাব দেখা দেয়া আর আমাতুন্নাসের (জনগণের) ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাস পেতে পেতে ক্ষীণ হয়ে যায়। কিন্তু যাকাত দিলে সমাজের কার্যকরী ক্ষমতা জাগ্রত হয়। আর এটা ধন-সম্পদ প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক স্বচ্ছলতার কারণে পরিণত হয়।

যাকাত ও সদকার প্রসঙ্গে কুরআনের নির্দেশাবলী ঃ

আল্লাহ্‌তাআলা যাকাত ও সদকা প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে যে আয়াত নাযেল করেছেন এদের মাঝ থেকে কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো ঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٠٤﴾

অর্থাৎ, 'তাদের ধন-সম্পদ থেকে তুমি সদকা গ্রহণ কর যেন এ দিয়ে তুমি তাদেরকে পবিত্র করতে পার এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করতে পার, আর তাদের জন্যে দোয়া কর, নিশ্চয় তোমার দোয়া তাদের জন্যে শান্তিদায়ক এবং আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ (সূরা আত্‌তাওবা ঃ ১০৩)।

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦٢﴾

অর্থাৎ, 'যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে তাদের দৃষ্টান্ত এক শস্য বীজের দৃষ্টান্তের ন্যায় যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে এবং প্রত্যেকটি শীষে একশ' শস্যবীজ থাকে। আর আল্লাহ্‌ যার জন্যে চান (এথেকেও) বাড়িয়ে দেন, এবং আল্লাহ্‌ প্রাচুর্যদাতা, সর্বজ্ঞ (সূরা আল্‌ বাকারাহ্‌, ২৬২)।

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ ۢ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٦٦﴾

অর্থাৎ, 'যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্যে আর তাদের আত্মার দৃঢ়তার জন্যে ব্যয় করে তাদের দৃষ্টান্ত উঁচুতে অবস্থিত সেই বাগানের অবস্থার মত যার ওপর প্রবল বৃষ্টিপাত হলে তা দ্বিগুণ ফল উৎপন্ন করে। এবং তাতে প্রবল বৃষ্টিপাত না হলেও অল্প বৃষ্টিপাতই যথেষ্ট এবং তোমরা যা-ই করছো আল্লাহ্‌ সে সম্বন্ধে সম্যক দ্রষ্টা' (সূরা আল্‌ বাকারাহ্‌ ঃ ২৬৬)।

قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣١﴾

অর্থাৎ, 'তুমি বল, 'নিশ্চয় আমার প্রভু-প্রতিপালক যার জন্যে চান রিয্‌ক (-এর দ্বার) সম্প্রসারিত করে দেন আর যার জন্যে চান সংকীর্ণ করে দেন। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না' (সূরা সাবা ঃ ৩৭)।

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۗ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٧١﴾

অর্থাৎ, 'মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীরা পরস্পর বন্ধু। তারা সৎকর্মের আদেশ দেয় আর অসৎকর্ম থেকে বিরত রাখে এবং তারা নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয় আর আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। এদের ওপর আল্লাহ্‌ অবশ্যই দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়, (সূরা আত্‌তাওবা ঃ ৭১)।

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٧٢﴾

অর্থাৎ, 'মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে আল্লাহ্‌ এমন সব বাগানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যাদের পাদদেশ দিয়ে নদ-নদী বয়ে যায়। সেখানে তারা চিরকাল বাস করবে, এরূপে চিরস্থায়ী বাগানগুলোতে পবিত্র বাসগৃহগুলোরও। অধিকন্তু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিই হবে সর্বশ্রেষ্ঠ। এটাই হবে পরম ও চরম সফলতা' (সূরা আত্‌ তাওবা ঃ ৭২)

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣٥﴾ يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ۗ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ﴿٣٦﴾

অর্থাৎ, '... এবং যারা সোনা রূপা মজুদ করে আর আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও।

(সেদিন) যেদিন তা জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে অতঃপর তা দিয়ে তাদের কপালে, তাদের পার্শ্বে ও তাদের পিঠে দাগ দেয়া হবে; (এবং তাদেরকে বলা হবে); এটা তা-ই যা তোমরা নিজেদের জন্যে মজুদ করতে, সুতরাং তোমরা যা মজুদ করতে (এখন)-এর স্বাদ ভোগ কর' (সূরা আত্ তাওবা ৩৪ আয়াতাংশ ও ৩৫ আয়াত)।

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّاۤ اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٧٧﴾ فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَاۤ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿٧٨﴾

অর্থাৎ, 'তাদের মাঝে এমনও আছে যারা আল্লাহ্‌র সাথে অঙ্গীকার করে (এ বলে), তিনি আমাদেরকে নিজ অনুগ্রহ থেকে কিছু দান করলে অবশ্যই আমরা দান-সদকা করবো আর পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

এরপর যখন তিনি নিজ অনুগ্রহ হতে তাদেরকে দান করলেন তখন তারা এতে কৃপণতা করলো ও অবজ্ঞাভরে পিঠ দেখালো।

সুতরাং পরিণামস্বরূপ তিনি তাদের অন্তরে কপটতা সংযুক্ত করে দিলেন সেদিন পর্যন্ত যেদিন তারা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে। কেননা তারা সাথে যে অঙ্গীকার করেছিল তা ভঙ্গ করেছে আর তা এ কারণে যে, তারা মিথ্যা কথা বলতো' (সূরা আত্ তাওবা ঃ ৭৫-৭৭)।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَاۤ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١٨٠﴾

অর্থাৎ, 'এবং যারা এর (ধন-সম্পদ ব্যয় করার ক্ষেত্রে যা আল্লাহ্ নিজ ফযলে তাদেরকে দিয়েছেন- কৃপণতা করে তারা একে যেন নিজেদের জন্যে কল্যাণজনক মনে না করে বরং এটা তাদের জন্যে অকল্যাণকর হবে। যে সম্বন্ধে তারা কৃপণতা করে তা নিশ্চয় কিয়ামত দিবসে তাদের গলার বেড়ি করা হবে। আর আকাশসমূহ ও পৃথিবীর পূর্ণ মালিকানা একমাত্র আল্লাহ্‌রই এবং যা তোমরা করছো তদ্‌বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত' (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮১)।

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦٩﴾

অর্থাৎ, 'শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং সে তোমাদেরকে অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ নিজ পক্ষ থেকে তোমাদেরকে ক্ষমা ও ফযলের প্রতিশ্রুতি দেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ প্রাচুর্য দানকারী; সর্বজ্ঞ' (সূরা আল্ বাকারাহ্ ঃ ২৬৯)।

وَمَاۤ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِيْۤ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَاۤ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ﴿٤٠﴾

অর্থাৎ, 'আর তোমরা যা সুদের ওপর দিয়ে থাক যাতে তা লোকের ধন-সম্পদের সাথে বাড়ে, আসলে তা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে বাড়ে না এবং তোমরা আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের খাতিরে যে যাকাত দাও-(জেনে রাখ যে,) এরাই (নিজেদের ধন-সম্পদ) বহুগুণে বাড়াচ্ছে। (সূরা রূম ঃ ৪০)

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ﴿٣٧﴾ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾

অর্থাৎ, এমন লোক, যাদেরকে ব্যবসায় বানিজ্যে ও ক্রয় বিক্রয় আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে এবং নামায কায়েম ও যাকাত প্রদান থেকে অমনোযোগী করতে পারে না। তারা সে দিনকে ভয় করে যেদিন অন্তর আর দৃষ্টিকে উল্টো-পাল্টা করে দেয়া হবে,

যেন আল্লাহ্ তাদের কৃত-কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেন এবং নিজ অনুগ্রহ দিয়ে তাদেরকে আরও বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ্ যাকে চান বেহিসাব রিয্‌ক দেন। (সূরা আন্ নূর ঃ ৩৮-৩৯) (ফিকাহ্ আহমদীয়া, পৃষ্ঠা ৩৫৪-৩৫৭) (চলবে)

অনুবাদ ঃ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

ঈদের ছড়া

ঈদের খুশি প্রতিদিন

আয়রে ছুটে ত্বরা করে
খোকাখুকুর দল,
ঈদের খুশিতে ভরিয়ে দেব
গরীব দুখীর আঁচল॥

ঈদের দিনে বাদশা ফকীর
নাই ভেদাভেদ নাই,
এক কাতারে পড়বে নামায
সবাই দীনের ভাই॥

গাইবে সবাই এক সুরেতে
ভালবাসার গান,
করবে কোলাকুলি বাদশা ফকীর
ভুলে সব ব্যবধান॥

মনের মাঝে আছে যত
হিংসা অহংকার,
সব তাড়িয়ে জন্ম দেব
প্রেম-প্রীতি ভালবাসার॥

থাকবে না কেউ আজকে রে ভাই
মুখটি কালো ক'রে,
ভালবাসা দিয়ে সবার
দুঃখ নেব কেড়ে॥

এমনি করে প্রতিটা দিন
হ'ত যদি ঈদ,
পালিয়ে যেত সবার থেকে
দুঃখের কালো নিদ॥

ঈদের খুশি প্রতিটা দিন
পেতে যদি চাও,
মুহাম্মদ (সঃ)-এর শিক্ষা লয়ে
ঘরে ঘরে যাও॥

ঈদের খুশি প্রতিটা দিন
পেতে যদি চাও,
ইমাম মাহ্‌দীর কিশ্‌তিতে আজ
আরোহী হয়ে যাও॥

আল্লাহ্‌তাআলার বিধান মেনে
চলবে যারা নিশি দিন,
তাদের ঘরে ঈদের খুশি
রইবে তবে নিত্য দিন॥

- নাসের আহমদ আনসারী

লায়লাতুল কদরের মাহাত্ম্য

পবিত্র কুরআনের একশ' চৌদ্দটি সূরার মাঝে অতি মর্যাদাপূর্ণ একটি সূরার নাম আল্ কদর। এ সূরাটির শুরুতেই বলা হয়েছে- নিশ্চয় আমরা একে (কুরআনকে) লায়লাতুল কাদরে নাযেল করেছি এবং তোমাকে কিসে অবহিত করবে যে, লায়লাতুল কাদর কী?

এখানে গভীরভাবে লক্ষ্য করার বিষয় হ'ল, এ সূরাটিতে স্বয়ং মহান আল্লাহ্তাআলা প্রশ্নকর্তা এবং উত্তরদাতা। মহানবী (সঃ)-কে আল্লাহ্তাআলা প্রশ্ন করছেন, তোমাকে কিসে অবহিত করবে যে, লায়লাতুল কাদর কী? স্বয়ং আল্লাহ্তাআলাই আবার এ প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন- লায়লাতুল কাদর হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। হাজার মাস প্রায় ৮০ বছর বা প্রায় এক শতাব্দী। এ বিষয়ে বিখ্যাত অভিধানবিশারদ মারকুযীর মতে লায়ল হ'ল দিনের বিপরীত শব্দ। সাধারণভাবে রাত্রি অর্থে ব্যবহার হয়। আর আমাদের প্রত্যেককেই জেনে রাখা দরকার, কাদর অর্থ মূল্য, প্রাচুর্য, মর্যাদা অনুশাসন, ক্ষমতা সঠিক অনুধাবন করা, অবধারিত, ফায়সালা (মীমাংসা) করা। তবে এখানে লায়লাতুল কাদর এমন একটি রাত্রি, যা সর্বপ্রকারের প্রাচুর্যে ভরপুর। মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটানোর সব কিছু এতে মজুদ রয়েছে। এ লায়লাতুল কদরের নেয়ামত ও আশিস গণনাতীত। আরো জানা দরকার আল্ফ অর্থ সহস্র। আরবী গণনার উচ্চতম সংখ্যা। অসংখ্য বা গণনাতীত বুঝাতেও আল্ফ শব্দ ব্যবহৃত হয়। এ হিসাবে আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায় এ ফায়সালার মর্যাদাপূর্ণ রজনী বা সৌভাগ্য রজনী এবং অসংখ্য মাসের চাইতে উত্তম। হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর যুগ অন্যান্য যুগের চাইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।

পবিত্র কুরআনে সূরা দুখানের ৪র্থ আয়াত থেকে ৫ম আয়াত পর্যন্ত বলা হয়েছে- নিশ্চয় আমরা একে (পবিত্র কুরআনকে) এক বরকতপুর্ণ রজনীতে নাযেল করেছি। নিশ্চয় আমরা সদা সতর্ক করে এসেছি- এ রজনীতে প্রত্যেক হিকমতপূর্ণ বিষয়ের ফায়সালা করা হয়। আমাদের আদেশে রসূল পাঠিয়ে থাকি (সূরা দুখান)।

এ সূরাতে স্বয়ং মহান আল্লাহ্তাআলা বলছেন- এ রজনীতে আমরা হিকমতপূর্ণ বিষয়ের মীমাংসা করে থাকি এবং আমাদের আদেশে সতর্ককারী বা রসূল প্রেরিত হয়ে থাকে। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অনুধাবনযোগ্য। এবং বারংবার চিন্তা করার মত।

সূরা বাকারার ১৮৩ আয়াতে বলা হয়েছে, রমযান সেই মাস, যে মাসে কুরআন নাযেল করা হয়েছে। যা গোটা মানব জাতির জন্য হেদায়াতস্বরূপ।

সহী হাদীস অনুযায়ী এ সৌভাগ্য ও উৎকৃষ্ট রজনী রমযান মাসের শেষ দশ রাত্রের যে কোন এক বেজোড় রাতের অন্তর্ভুক্ত। রমযান মাসে যে কুরআন নাযেল হয়েছিল সেই কুরআনের শিক্ষানুসারে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের মু'মিনগণ রমযান মাসের শেষ দশদিন ই'তিকাফে বসে থাকেন এ লায়লাতুল কাদর বা সৌভাগ্য রজনীকে পাওয়ার জন্য। এ বরকতময় রজনীতে সৌভাগ্য অর্জনের লক্ষ্যে মু'তাকিফীন পার্থিব চিন্তা মুক্ত হয়ে নীরবে নিভৃতে ইবাদত করার জন্য মসজিদে অবস্থান করে থাকেন। এ লায়লাতুল কাদর আসে প্রতি বছর রযমান মাসের শেষ দশকের যে কোন এক বেজোর রাত্রিতে। লায়লাতুল কাদর বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে অতি সুপরিচিত একটি রজনী। উল্লেখ্য, মামুর মিন্ আল্লাহ্ অর্থাৎ প্রত্যাদিষ্ট যুগ-ইমাম হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) অন্ধকার যুগে আগমনকারীগণের যুগকেও লায়লাতুল কদর হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আরো উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সূরা আল্ কাদরে কুরআনের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য এবং কল্যাণবর্ষিতার কথা বলা হয়েছে এবং কুরআনের অবতরণের রাত্রি বলে অভিহিত করা হয়েছে। বিস্মিল্লাহ্ ব্যতীত এ সূরাতে মাত্র পাঁচটি আয়াত রয়েছে। কিন্তু এগুলোর বক্তব্য ও অর্থের মাঝে সুগভীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য রয়েছে। উক্ত সূরার ৫ম আয়াতে বলা হয়েছে, এতে ফিরিশ্তাগণ এবং মহান রূহ সকল বিষয়ে তাদের প্রভু-প্রতিপালকের হুকুম সহ নাযেল হয়। রূহ অর্থ এখানে জিব্রাঈল ফিরিশ্তা। তাছাড়া নতুন চেতনা, নবজাগরণ, উৎসাহ, উদ্দীপনা, নবসংকল্পও হয়। ফায়সালার মর্যাদাপূর্ণ রাত্রিতে তথা যুগে ফিরিশ্তাগণ আল্লাহ্র মা'মুর বা প্রত্যাদিষ্ট সংস্কারককে সত্যের বাণী প্রতিষ্ঠিত করার কাজে সাহায্য করতে অবতীর্ণ হন এবং তাঁর অনুসারীগণ নতুন অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নব জাগরণের ডাকে সাড়া দিয়ে ঐশী বাণীকে প্রচার ও প্রসার করার কাজে ব্রতী হন। ৫ম আয়াতে বলা হয়েছে **সালামুন হিয়া হাতা - মাতলাইল ফাজরে** অর্থাৎ (তখন) পূর্ণ শান্তি বিরাজমান তা উষার উদয় হওয়া পর্যন্ত। এখানে উষার উদয় দ্বারা দুঃখ-কষ্ট ও অত্যাচার নিপীড়নের আঁধার রজনীর অবসান ও সত্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব বৃদ্ধির উষা বা শুভক্ষণকে বুঝায়। অতি সংক্ষেপে এ বিষয়ের ওপর কবির ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়,

ঘোর আঁধারে আলোর কদর,

সদা সর্ব যুগেই হয়

বিষ প্রভু ছড়ান আলো

সারা বিশ্বময়।

মূল কথা, ধর্মীয় জগতের সূর্যাস্তকালে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত ব্যক্তিগণের যুগকেই লায়লাতুল কদর বা অন্ধকারের আলো বলা হয়।

পরিশেষে বলা আবশ্যক, পবিত্র কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার আলোকে এ যুগের আহমদীগণ যুগের ইমামকে মান্য করে এক অর্থে লায়লাতুল কদর লাভ করেছেন এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, আল্ হামদুলিল্লাহ্।

দুনিয়ার বাকী মানুষকে লায়লাতুল কদর বুঝাবার এবং গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ্ যেন আমাদেরকে তৌফীক দেন, আমীন।

- ডাঃ শেখ হেলাল উদ্দিন

এসো কুরআন শিখি

(৯ম কিস্তি)

আয়াত নং ৬৩ ঃ

শব্দার্থ ঃ ইন্নাল্লাযীনা আমানূ- নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, **ওয়াল্লাযীনা হাদূ** - আর যারা ইহুদী হয়েছে, **ওয়ান্নাসারা** - এবং খৃষ্টান, **ওয়াস্‌সা-বিঈন**-এবং সাবী, **মান আমানা বিল্লাহী** - যারা আল্লাহ্‌তে ঈমান এনেছে, **ওয়াল ইয়াওমিল আ-খির**- এবং পরকাল, **ওয়া 'আমিলা সলিহিান** - এবং সৎকাজ করেছে, **ফালাহুম আজরুহুম** - অতএব তাদের জন্যে রয়েছে তাদের পুরস্কার, **'ইনদা রব্বিহিম** - তাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে, **ওয়ালা খওফুন** - এবং কোন ভয় নেই, **'আলায়হিম** - তাদের প্রতি, **ওয়া লাহুমইয়াহ্‌যানূন** - এবং তারা মর্মাহত হবে না।

অনুবাদ ঃ নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে আর যারা ইহুদী হয়েছে এবং খৃষ্টান ও সাবী - (এদের মাঝে) যারাই আল্লাহ্‌ ও পরকালের ওপর (পূর্ণ) ঈমান এনেছে আর সৎকাজ করেছে তাদের জন্য তাদের প্রভু-প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার নির্ধারিত আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা মর্মাহতও হবে না।

আয়াত নং ৬৪ ঃ

শব্দার্থ ঃ ওয়া ইয - এবং যখন, **আখাজনা** - আমরা নিয়েছিলাম, **মিসা-ক্বাহুম** - তাদের অঙ্গীকার, **ওয়া রফা'না** - এবং আমরা উঁচু করেছিলাম, **ফাওক্বকুমুত্তুর** - তূর পর্বতকে তোমাদের ওপরে, **খুযূ** - তোমরা ধর, **মা আতায়নাকুম** - যা আমরা তোমাদেরকে দিয়েছি, **বিকুওওয়াতিন** - শক্ত করে, **ওয়াযকুরু** - এবং তোমরা স্মরণ কর, **মা ফীহি** - যা এতে, **লা'আল্লাকুম তাত্তাকূন** - যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার।

অনুবাদ ঃ এর (স্মরণ) কর যখন আমরা তোমাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম ও তূর পর্বতকে তোমাদের ওপর উঁচু করেছিলাম (এবং বলেছিলাম), 'আমরা তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা তোমরা শক্ত করে ধর এবং এতে যা আছে তা স্মরণ রাখ যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার।'

আয়াত নং ৬৫ ঃ

শব্দার্থ ঃ সুম্মা - আবার, **তাওয়াল্লায়তুম** - তোমরা ফিরে গেলে, **মিম বা'দি যালিকা** - এরপর, **ফা লাওলা** - অতএব যদি না হতো, **ফাযলুল্লাহ্‌** - আল্লাহ্‌র আশিস, **'আলায়কুম** - তোমাদের প্রতি, **ওয়া রহমাতুহূ** - এবং তাঁর কৃপা, **লাকুনতুম** - তোমরা অবশ্যই হতে, **মিনাল খাসিরীন** - খতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

অনুবাদ ঃ এরপর তোমরা আবারও ফিরে গেলে, অতএব যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র আশিস ও তাঁর কৃপা না হতো তাহলে অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হতে।

আয়াত নং ৬৬ ঃ

শব্দার্থ ঃ ওয়া লাক্বদ 'আলিমতুম - এবং তোমরা নিশ্চয়ই জান, **আল্লাযীনা' তাদাও** - যারা সীমালঙ্ঘন করেছিল, **মিনকুম** - তোমাদের মাঝে, **ফিসসাব্‌ত** - সাবাত-এর বিষয়ে, **ফাকুলনা** - অতএব আমরা বলেছিলাম , **লাহুম** - তাদেরকে, তাদের জন্যে, তাদের উদ্দেশ্যে, **কূনূ** - তোমরা হয়ে যাও, **ক্বিরাদাতান** - বানর, **খাসিঈন** - লাঞ্ছিত।

অনুবাদ ঃ আর নিশ্চয় তোমাদের মাঝে যারা সাবাত (ইহুদীদের সাপ্তাহিক বিশ্রাম বার)-এর বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করেছিল তাদেরকে তোমরা জান। অতএব আমরা তাদেরকে বলেছিলাম, তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও।'

আয়াত নং ৬৭ ঃ

শব্দার্থ ঃ ফাযা'আলনা-হা - অতএব আমরা একে করেছিলাম, **নাকালাল্লিমা** - শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত, **বায়নাইয়াদায়হা** -এর হাতের নিকটের অর্থাৎ সমসাময়িকদের, **ওয়ামা খলফাহা** - আর যারা এদের পেছনে অর্থাৎ পরবর্তীদের, **ওয়া মাও 'ইযাতান** - এবং উপদেশস্বরূপ, **লিলমুত্তাক্বীন** - মুত্তাকীদের জন্য।

অনুবাদ ঃ অতএব আমরা এ (উপরোক্ত ঘটনাবলীকে)-কে সমসমায়িক ও এর পরবর্তীকালের লোকদের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত এবং মুত্তাকীদের জন্য উপদেশস্বরূপ করেছিলাম।

আয়াত নং ৬৮ ঃ

শব্দার্থ ঃ ওয়া ইযা ক্বালা মূসা - এবং যখন মূসা বলেছিল, **লি ক্বওমিহী** - তার জাতিকে, **ইল্লাল্লাহা** - নিশ্চয় আল্লাহ্‌, **ইয়া' মুরুকুম** - তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন, **আন তাযবাহূ** - যেন জবাই কর, **বাক্বারাতান** - একটি গাভী, **ক্বালূ** - তারা বল্‌লো, **আতাত্তাখিযুনা** - তোমরা কি বানাচ্ছ, গ্রহণ করছো, **হুযুওয়ান** - ঠাট্টার পাত্র, **ক্বালা** - সে বললো, **আ'উযুবিল্লাহ্‌** - আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই, **আন্‌ আকূনা** - হওয়া থেকে, **মিনাল জা-হিলীন** - অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত।

অনুবাদ ঃ এর (স্মরণ কর) যখন মূসা তার জাতিকে বলেছিল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে একটি গাভী জবাই করার আদেশ দিচ্ছেন, তারা বলেছিলো, 'তুমি কি আমাদেরকে ঠাট্টার পাত্র বানাচ্ছ'? সে বললো, 'আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই।'

আয়াত নং ৬৯ ঃ

শব্দার্থ ঃ ক্বালূ - তারা বললো, **উদ'উলানা রব্বাকা** - তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্যে দোয়া কর, **ইউবায়্যিল্লানা মা হিয়া** - তিনি যেন আমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, সেটা কেমন, **ক্বালা** - সে বললো, **ইন্নাহূ** - নিশ্চয় সেটা, **ইয়াকূলু** - তিনি বলেছেন, **ইন্নাহা বাক্বরাতান** - নিশ্চয় এ এমন এক গাভী, **লা ফা-রিযুন** - বৃদ্ধাও নয়, **ওয়ালা বিকরুন** - আর অল্প বয়স্কাও নয়, **আওয়ানুন** - পূর্ণ যৌবনা, **বায়না যালিকা** - এর মাঝামাঝি, **ফা - ফাফ'আলূ** - অতএব তোমরা পালন কর, **মা তু'মারূন** - যা আদেশ দেয়া হচ্ছে।

অনুবাদ ঃ তারা বললো, 'তুমি আমাদের জন্যে তোমার প্রভু-পালকের নিকট দোয়া কর, তিনি যেন আমাদেরকে জানিয়ে দেন, সেটি কেমন?' সে বললো, তিনি বলেছেন, 'এ এমন এক গাভী যা বৃদ্ধাও নয় আর অল্প বয়স্কাও নয়, এর মাঝামাঝি পূর্ণ-যৌবনা, অতএব তোমাদেরকে যা আদেশ দেয়া হচ্ছে তা পালন কর'। (চলবে)

সংকলন ঃ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্মবিশ্বাস

বিভিন্ন অঞ্চলে যেখানে উগ্র মোল্লারা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার চালাচ্ছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, সেখানে সাধারণ জনগণ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে কোন স্বচ্ছ ধারনা রাখেন না। তাঁদের অবগতির জন্য আমরা আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতার নিজ লেখনী থেকে উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) বলেন ঃ

"আমরা ঈমান রাখি যে, খোদাতাআলা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র রসূল এবং খাতামূল আম্বিয়া। আমরা, ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা আরও ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তাআলা যা বলেছেন এবং আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হতে যা বর্ণিত হয়েছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তা সবই সত্য। আমরা এ-ও ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হতে বিন্দু মাত্র বিচ্যুত হয় অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্যকরণীয় বলে নির্ধারিত তা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিরোধী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা **'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'** এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান নিয়ে মৃত্যু বরণ করে। কুরআন শরীফ হতে যাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতাআলা এবং তাঁর রসূল কর্তৃক নির্ধারিত কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করে, যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করে সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসেবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেয়া হয়েছে, তা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া বা খোদা-ভীতি এবং সততা বিসর্জন দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরে দেখেছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?"

'লা ইকরাহা ফিদ্দীন'
ধর্মের ব্যাপারে কোন বল প্রয়োগ নাই।
২ঃ২৫৭

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর একনিষ্ঠ প্রেমিক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ান (আঃ)

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা"

অর্থাৎ-সাবধান ! নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত। (আইয়ামুস, সুলেহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

তিনি আরো বলেন ঃ

"আমি সত্য বলছি এবং খোদাতাআলার কসম খেয়ে বলছি যে, আমি এবং আমার জামা'ত মুসলমান। এ জামাত আঁ-হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও কোরআন করীমের উপর ঠিক সেভাবেই ঈমান রাখে যেভাবে একজন সত্যিকার মুসলমানের ঈমান রাখা উচিত। ইসলাম থেকে কিঞ্চিৎ পরিমাণ পদস্খলনকে আমি ধ্বংসের কারণ বলে বিশ্বাস করি। আমার বিশ্বাস হলো এক ব্যক্তি যত কল্যাণ ও বরকত লাভ করতে পারে, যতটা আল্লাহ্‌তাআলার নৈকট্য অর্জনে সক্ষম শুধুমাত্র আঁ-হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সত্যিকার আনুগত্য ও পূর্ণ প্রেমের মাধ্যমেই সে তা লাভ করতে পারে, তা না হলে নয়। তাঁকে বাদ দিয়ে এখন পুণ্যের আর কোন পথ নাই।" (লেকচার লুধিয়ানা, পৃঃ ১২,মলফুযাত অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ২২৪-২২৫)

তিনি রসূল করীম (সঃ)-এর ভালবাসায় বলেন ঃ

"আদম সন্তানদের জন্য হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) ছাড়া এখন আর কোন রসূল আর শাফী (যোজক) নাই। তাই তোমরা এই ঐশ্বর্য্যপূর্ণ মহান নবীর সাথে সত্যিকার প্রেমবন্ধন গড়ে তুলতে চেষ্টা কর এবং কোনক্রমেই অন্য কাউকে তাঁর উপর কোন ধরনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করো না, যাতে তোমরা আকাশে মুক্তিপ্রাপ্ত হিসেবে গণ্য হতে পারো। মনে রেখো, নাজাত (পরিত্রাণ) এমন কোন জিনিসের নাম নয় যা মৃত্যুর পরে প্রকাশ লাভ করবে বরং প্রকৃত নাজাত সেটিই যা এই দুনিয়ায় আপন জ্যোতিঃ প্রদর্শন করে। সত্যিকার নাজাতপ্রাপ্ত কে ? সে-ই, যে বিশ্বাস করে – আল্লাহ্‌তাআলা সত্য এবং মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর এবং সৃষ্টির মাঝে শাফী বা 'মধ্যবর্তী যোজক' এবং আকাশের নীচে তাঁর সমপর্যায়ের অন্য কোন রসূল নাই এবং পবিত্র কোরআনের সমমর্যাদায় অন্য কোন ধর্মগ্রন্থও নাই। অন্য কারও জন্যে আল্লাহ্‌তাআলা চিরস্থায়ী জীবন দানের ইচ্ছা করেন নি, কিন্তু তাঁর মনোনীত এই নবী চিরকালের তরে জীবন্ত।"

(কিশ্‌তিয়ে নূহ, পৃঃ ১৩)

রমযানে রোগের সমন্বয়

প্রতি বছরে আগত মাহে রমযানের প্রতিটি দিন, প্রতিটি রাত এমনকি প্রতিটি মুহূর্ত মহান আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এত সম্মানিত যে, বছরের অন্যান্য মাসের সাথে এ পবিত্র মাসের কোন প্রকার তুলনাই চলে না। কেননা পবিত্র কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে ঃ

"রমযান সেই মাস যে মাসে নাযিল হয়েছে কুরআন, যা মানব জাতির জন্য হেদায়াতস্বরূপ এবং সত্য ও বাতেলের মাঝে পার্থক্য করার জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণাদিস্বরূপ। সুতরাং তোমাদের মাঝে যে কেউ এ মাস পায়, সে যেন এতে রোযা রাখে" (সুরা আল্ বাকারা)। মহাসম্মানিত ও মহা পবিত্র মাসটি প্রতি বছর রিক্ত হস্তে আসে আর যায়? না কক্ষনো নয়। প্রতি বছর এ মাসটি পৃথিবী নামক গ্রহে অবস্থানকারী পাপী-তাপি মানুষের বিশেষ করে মুসলিম সমাজের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পক্ষ হতে নানা রঙ্গের মূল্যবান উপহার সামগ্রী নিয়ে আগমন করে থাকে। এ মাসটি নানারূপ সওগাত ও বিশেষ বিশেষ বন্দিগী দ্বারা সাজানো একটি পরিপূর্ণ একটি খাঞ্চা। প্রতিটি খাঞ্চাতে রয়েছে হাজার হাজার উপাদেয় সুমিষ্ট ফল, এবং লাখো কোটি রহমতের ফুটন্ত লাল গোলাপ, অগণিত নেয়ামতপূর্ণ রহমতের ঝরণা, এ মাসের একটি মাত্র রাত হাজার মাসের চেয়েও উৎকৃষ্টতর। মহা সম্মানিত এ মাসের হক আদায় করতে যেয়ে মানুষ সাধারণত যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় তন্মধ্যে রোগ অন্যতম। রোগগ্রস্তদের সম্বন্ধে কুরআন করীম বর্ণিত হয়েছে,- এবং যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত অথবা সফররত অবস্থায় থাকে, তবে সে অন্য দিনে গণনা পূর্ণ করবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চান এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না" (সূরা আল্ বাকারা ঃ ১৮৬)। উল্লেখিত আয়াতে কারীমায় রুগ্ন অবস্থায় রোযা পালনে বিরত থেকে রোগমুক্তির পর পরিত্যক্ত রোযাগুলো আদায় করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এটা বান্দার প্রতি স্রষ্টার বিশেষ অনুগ্রহ। কিন্তু অনেক মানুষ স্রষ্টার অনুগ্রহের বিষয়টি না জানার কারণে রোগাক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও জোর-জবরদস্তির সাথে রোযা রেখে থাকে। কেউ আবার সুযোগের অসদ্ব্যবহার করতে শারীরিক অবস্থা একটু বেগতিক হলেই রোযা পরিত্যাগ করতে শুরু করে। এমতাবস্থায় স্মরণ রাখা প্রয়োজন, রোযা এবং রোগ একই অবস্থানে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন রকমের যেমন সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে আবার সামান্য সতর্কতা অবলম্বন করলে সমস্যা না-ও হতে পারে। উল্লেখিত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের মতামত নিম্নে উপস্থাপন করা হলো। **পেপটিক আলসার ঃ** এ রোগে আক্রান্তদের অনেকেই মনে করেন, তাদের জন্য রোযা রাখা অনুচিত। এতে রোগ আরোগ্য হবে না। এ কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। এ জন্যই যে, একেকজনের উপসর্গ একেক রকমের। পুরানো আমাশা বা ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোমে যাঁরা আক্রান্ত তাদের জন্য অনেক ক্ষেত্রে রোযা কার্যকরী অর্থাৎ এ সময় পেটের সমস্যা কম হয়ে থাকে। ইফতারীতে বিভিন্ন ধরনের ভাজা জাতীয় মুখরোচক খাবার থাকলে তা পরিত্যাগ করতে হবে। কেননা একজন পেপটিক আলসারে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য এটা ক্ষতিকর। বর্তমানে এ রোগে ব্যবহৃত ঔষধের মাঝে অমিপ্রাজল, পেন্টোপ্রাজল একক মাত্রায় বেশ সুফল পাওয়া যায়। যা সেহেরী ও ইফতারীর সময়ে ব্যবহার করে রোযা রাখা যেতে পারে।

ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্তদের যাঁরা ইনসুলিন ব্যবহার করেন তাঁদের রোযা রাখা উচিত নয়। তবে যাঁরা ঔষধ এবং খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করে রক্তে সুগারের মাত্রা কমিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরা স্বীয় চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে রোযা রাখতে পারেন। রোযা তাদের জন্য কিছুটা উপকার সাধন করে থাকে। কেননা ওজন নির্ভর করে আহারের পরিমাপের ওপর ডায়াবেটিস রোগীর ওজন কমানোটাই উদ্দেশ্য। আর রোযা রাখলে তা কমাতে সহায়ক হয়। অনেকে রোযা রেখে পরিশ্রম কমিয়ে দেন অপর দিকে খাদ্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দেন। এতে লাভের চেয়ে ক্ষতির মাত্রাই অধিক।

হৃদরোগ এবং উচ্চ রক্ত চাপের কারণে যাঁদের নিয়মিত ঔষধ সেবন করতে হয়, তাঁদের জন্য রোযা পালন করায় কোন নিষেধ নেই। তবে খাওয়ার বিষয়ে কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। অনেকে সমস্ত দিন রোযা রাখাতে শরীরের অনেক ক্যালরী ক্ষতি হয়েছে মনে করে ইফতার এবং সেহরীতে তা পুর্ণমাত্রায় আদায় করেন। এর ফলে উচ্চরক্ত চাপের রোগীদের ভীষণ রকমের ক্ষতি হয়ে থাকে। তৈলাক্ত খাবার গ্রহণে কোলেস্টোরেলের মাত্রা বেড়ে যায়, আর রোযার শেষে দেখা যায় ওজন বৃদ্ধি হয়েছে। এর ফলে অনেকের মতে হার্ট এ্যাটাকের ঘটনাও ঘটে যেতে পারে। এমতাবস্থায় সমস্ত দিন রোযা রেখে রাতে বেশি পরিমাণ আহার করতে হবে এ ধারণা দূর করে চর্বি বা তৈলাক্ত খাবার পরিহার করতে হবে। পিঁয়াজ, লবণ এবং মসলা খাওয়া কমিয়ে ফেলতে হবে। পক্ষান্তরে শাক্-সব্জি খেতে ও বেশি পরিমাণে পানি পান করতে হবে। যাঁদের সর্বদা পেটে গন্ডগোল, আমাশায়, ডায়ারিয়া, বদহজম তারা স্বাভাবিকভাবে রোযা পালন করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সহকারে খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। বাইরের ধূলাবালি মিশ্রিত ইফ্তারি বিভিন্ন রঙের দ্বারা রঙ্গীন শরবত যা দুষিত পানি ও বরফ দিতে তৈরী, পচা বাসি জিনিস তেলে ভাজা মুখরোচক খাবার পরিহার করা উচিত। বাইরের তৈরী ইফতারী বেশির ভাগই স্বাস্থ্যসম্মত নয়। এগুলো হতে শুধু টাইফয়েড, পেটের সমস্যা ইত্যাদি হতে পারে এমন নয়, জন্ডিস নামের ভয়ানক উপসর্গও সৃষ্টি হতে পারে। মানুষের লিভারের জন্য এটা বিপদের কারণ। প্রস্রাবে যাদের ইনফেকশন তাদের বেশি বেশি পানি পান করতে হয়। এ ধরনের রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যদি মনে করেন যে, সেহেরী ও ইফতারীর সময়ে বেশি পরিমাণে পানি ফলফলাদি ও শরবত দ্বারা ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারবেন তবে তারা রোযা রাখতে পারেন নচেৎ নয়। যারা কোষ্ঠ-কাঠিন্য রোগে আক্রান্ত তারা বেশি বেশি ছোলা, শাকসব্জি, ফলমুল খেয়ে ও বেশি করে পানি পান করে আরামের সাথে রোযা রাখতে পারেন। চুলকানী, নাক, কান ও চোখের অসুখে ডাক্তারের পরামর্শে রোযা রাখা যেতে পারে।

কেউ কেউ মনে করেন, নারীদের ঋতুস্রাব কোন রোগ নয়। তাই এ সময়ে রোযা রাখতে কোন বাধা নেই। এ উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা পবিত্র কুরআন করীমে নারী জাতির ঋতুস্রাব সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে, এবং তারা তোমাকে ঋতুস্রাব সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। তুমি বল, "এটা এক অনিষ্টকর বিষয়" (সূরা আল্ বাকারা)। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুযূর (সঃ)-এর যুগে আমরা ঋতু চলার সময় রোযা পালন করা হতে বিরত থাকতাম এবং ছেড়ে দেয়া রোযাগুলো রমযানের পর সুবিধাজনক সময়ে আদায় করতাম" (ইবনে মাজা)। গর্ভবতী ও প্রসূতী মহিলাদের রোযা প্রতিপালন অপেক্ষা গর্ভের ও কোলের সন্তানের লালন-পালন জরুরী। কেননা, এ দুটো সময় সন্তানের দুর্বল অবয়বকে সবল করার জন্য মায়ের উপর

সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল থাকতে হয়। যার কারণে মাকে অধিক পরিমাণ মানসম্মত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে বার বার খেয়ে সন্তানের চাহিদা পূরণ উপযোগী খাদ্য স্বীয় দেহে উৎপাদন করতে হবে। রোযা রাখার কারণে যা অনেকাংশে ব্যাহত হয়ে থাকে।" হুযূর পাক (সঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন সফরকারীগণের জন্য নামাযকে অর্ধেক করেছেন। আর গর্ভবতী ও প্রসূতী বা সন্তানকে দুগ্ধদানকারী মহিলাগণের জন্য রোযা পালন নিষেধ করেছেন (তিরমিযী)। হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। হুযূর (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্তাআলা গর্ভবতী মহিলা ও স্তন্যপায়ী মহিলাগণকে রোযা হতে অব্যাহতি প্রদান করেছেন। কোন মহিলা যদি এমন অবস্থার সম্মুখীন হয় যে, সে একবার প্রসূতী আবার অন্য সময়ে গর্ভবতী তবে তার ক্ষেত্রে রোযা মাফ, কেবলমাত্র ফিদিয়া প্রদানই যথেষ্ট" (ইবনে মাজা)।

আবূ দাউদ শরীফের তৃতীয় খন্ড কিতাবুস্ সিয়াম অধ্যায়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্র নির্দেশঃ "যারা সামর্থ্যবান তারা মিসকীনদের ফিদিয়া প্রদান করবে। এ আয়াতটি অতি বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা ব্যক্তির জন্য ঐচ্ছিক ব্যবস্থাস্বরূপ। যদি তারা রোযা পালন করতে সক্ষম হয় তবে রোযা পালন করবে। অন্যথায় প্রত্যেক দিন একজন মিসকীনকে আহার করাবে, আর গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারীণী মহিলাগণ যদি সন্তানের ক্ষতির আশংকা বোধ করে তবে তাদের জন্যেও এ নির্দেশ বহাল রয়েছে। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, তারা যদি তাদের সন্তানের ব্যাপারে শংকিত হয়, তবে তারা রোযা না রেখে ফিদিয়া প্রদান করবে।" উল্লেখ্য, কোন গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারীণী মহিলা যদি ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে সন্তানের অবস্থা বিবেচনান্তে এনে রোযা পালন করেন, তবে সন্তানের ক্ষতি হলে তিনি পুণ্যের পরিবর্তে পাপ অর্জন করবেন। এমতাবস্থায় ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। দিন মজুর বা কৃষি কাজে রত ব্যক্তিদের রোযা ঃ

পবিত্র কুরআন করীম ও হাদীসাবলীতে দিনমজুর ও খেত খামারে কর্মরত লোকদের রোযা সম্বন্ধে পৃথক কোন আলোচনা করা হয় নি। যদিও কুরআন নাযিল হবার সময়েও হুযূর (সঃ)-এর জীবদ্দশায় এ ধরনের অসংখ্য লোক বিদ্যমান ছিলেন। এ বিষয়ে যুগ-ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে প্রশ্ন করা হলো, "কখনও কখনও রমযান এমন ঋতুতে আগমন করে যে, তখন কৃষকদের কাজের প্রচন্ড চাপ থাকে। যেমন মাঠে বীজ বপন /রোপন করা, ফসল কর্তন করা এবং যারা দরিদ্রতার কারণে প্রখর রৌদ্রের মাঝে দিন মজুরী করে জীবিকা নির্বাহ করে তাদের অনেকের পক্ষেই রোযা পালন করা সম্ভব হয় না। তাদের বিষয়ে ফয়সালা কী? এ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে যেয়ে তিনি বলেন, ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়্যত'। অর্থাৎ নিয়্যত মোতাবেক কর্মের ফলাফল নির্ধারিত হবে। এসব লোক তাদের অবস্থা গোপন রাখে। প্রত্যেক ব্যক্তি খোদা-ভীতি ও পবিত্রতা সহ স্বীয় অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করুক। যদি কেউ নিজের জায়গাতে দিন মজুর রাখতে পারে তবে এমনটি করুক। নচেৎ রুগী সম্পর্কিত আদেশের আওতাধীন হবে, রমযানের পর সে তার সুবিধামত সময়ে রোযা রেখে নিবে (আল্ বদর ঃ ২৬-৯-১৯০৭ইং)। যে সব ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষার প্রস্তুতির কারণে ব্যস্ত থাকেন। তাদের রোযা পালন সম্বন্ধে আল্ ফযল ২২/৫/১৯২২ইং সংখ্যায় লেখা হয়েছিল, "রোযা রাখার কারণে দৈনন্দিন ব্যস্ততা পরিত্যাগ করার নির্দেশ দেয়া হয় নি। এজন্যে দৈনন্দিন কাজ কর্মের কারণে যদি কোন ব্যক্তি রোযার কষ্ট সহ্য করতে না পারেন তবে সে রোগীর আদেশের আওতাধীন, তবে এর জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার পদক্ষেপের ফলে দায়ী হবেন। এবং তার সঙ্গে তার নিয়্যত মোতাবেক আল্লাহ্তাআলা ব্যবহার করবেন।' ২০০১ইং সনের জুমুআর খুতবাতে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহেঃ) বলেন, সকল মানুষ কৃষি কাজের ন্যায় কোন কষ্টদায়ক কর্ম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন তাদের উচিত খোদাতাআলার সন্তুষ্টি লাভের বাসনায় বছরের এগার মাস এমন পরিশ্রম করা যাতে পবিত্র রমযানের হুকুম আহকাম হতে তাদেরকে বঞ্চিত হতে না হয়। হ্যাঁ, এর পরেও যদি কারো পক্ষে কুলিয়ে ওঠা সম্ভব না হয় তবে তার বিষয়ে নিয়্যত অনুযায়ী ফয়সালা গৃহীত হবে। খোদাতাআলা চাইলে তাকে মাফও করতে পারেন। মোট কথা, কোন অবস্থাতেই, কোন বাহানার আশ্রয় গ্রহণ করে রমযানুল মোবারকের বরকত হতে নিজেকে বিরত রাখা উচিত নয়। তাই আসুন, রমযানের এ দিনগুলোতে আমরা আমাদের নিয়্যতকে পরিশুদ্ধ করে দোয়ায় রত হই যাতে রোযা আদায়ের সাথে সাথে এর যাবতীয় কল্যাণ দ্বারা মহান আল্লাহ্তাআলা আমাদেরকে বরকতমন্ডিত করেন।

মোহাম্মদ মজিদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম

কবিতা

পুণ্য-গাঁথা

ভুলি নাই তোমাকে আজো ভাই
সিদ্দিক আলী মীর
তব স্মৃতি, ভালোবাসা স্মরি
বয়ে যায় আঁখি নীর।
কেনু মিঞা বয়াত নিয়েছিলেন।
শুনে তোমারই আহ্বান।
কোথায় সেই আহমদী
কোথায় সেই মুসলমান
মসীহী তেজোদ্দীপ্ত
বুকে ভালবাসা অফুরান
আমি খুঁজি সেই সচ্চিদানন্দ
সত্যের উৎসর্গীত প্রাণ।
ভুবনে ভুবনে খুঁজি আমি
সেই সত্য নিষ্ঠ সত্য-দ্রষ্টা প্রাণ।
সরল হৃদয়, জ্যোর্তিময়
সেই ভালবাসা ভরা
তোমার মত কাউকে আর
পাই নি তালাশি ধরায়
ভুবনে ভুবনে তাই আমি করি
তব অনুসন্ধান।
কোথায় সেই আহমদী
কোথায় সেই মুসলমান
মসীহী তোজাদ্দীপ্ত বুকে
ভালবাসা অফুরান।

[মন্তব্য ঃ কেনু মিয়া বাহেরনগর- বাজিতপুর জমিদার বংশোদ্ভব আহমদী। তাঁর বড় ভাই ব্যারিস্টার আব্দুল করীম অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রী ছিলেন। মীর সিদ্দিক আলী সাহেব বাজিতপুর হাই স্কুলে শিক্ষকতা করার সময়ে তাঁর তবলীগে কেনু মিয়া সাহেব আহমদী জামাতে বয়াত হন]।

- মির্যা আলী আকন্দ

ঈদের শুভেচ্ছা বাণী

আসছে ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে আমরা আমাদের অগণিত পাঠক-পাঠিকা শুভানুধ্যায়ী ও বিজ্ঞাপণদাতাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ঈদ মোবারক।

- নির্বাহী সম্পাদক

ওয়াযকুরু মোহাসিনা মাওতাকুম বিল খায়ের

স্মৃতিতে বাবার কথা

অনেক দিন ধরে ভাবছি বাবাকে নিয়ে লিখব। নিজের বাবাকে নিয়ে লেখা যে কী দুরূহ ব্যাপার, তা লিখতে বসলেই অনুধাবন করা যায়। কারণ পুরানো দিনের স্মৃতির মণি-কোঠায় বাবাকে নিয়ে সাজানো রয়েছে থরে থরে, সুখ-দুঃখের নানান স্মৃতি। তাই প্রচন্ড আবেগের তাড়নায় ভেবে পাই না, কী লিখব আর কী লিখব না।

আমার বাবার জন্ম ভারতের পশ্চিম বঙ্গের বীরভুম জেলার ছাতিনা গ্রামে। নাম মাসুদুল হক সিরাজী। দেশ বিভাগের সময় তাঁরই মেজ ভাই লুৎফুল হক শিরাজীর সহযোগিতা এবং উৎসাহে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আগমন করেন। চাকুরী জীবনের শুরুতেই চট্টগ্রামের হালিশহর নিবাসী আব্দুল গফুর শিরাজীর তবলীগে আহমদীয়ত গ্রহণ করেন। সদা হাস্যোজ্জ্বল, অতি বিনয়ী, ধৈর্যশীল নিরহংকার ব্যক্তিটি ডাক বিভাগে চাকুরী করতেন। সকলেই ডাক বিভাগে চট্টগ্রামের কাদিয়ানী শিরাজী নামে চিনত। ছোট বড় সকল কর্মচারীর কাছে অতি প্রিয় ছিলেন। তাইতো তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে সকলেই কাদিয়ানী মসজিদে ছুটে আসেন। তিনি অত্যন্ত সৎ ব্যক্তি ছিলেন। কেউ কোন দিন তাকে উপঢৌকন বা টাকা দিয়ে প্রলুব্ধ করতে পারে নি। বরং কেউ এ মনোভাব প্রকাশের সুযোগ নিতে ভয় পেত। ভাবতো কাদিয়ানীরা ব্যতিক্রমধর্মী মুসলমান। এ সুন্দর চারিত্রিক মূল্যবোধের অধিকারী হওয়ার কারণ শুধু একটা, তা হলো, আহমদীয়তে দীক্ষা।

শুধু জাগতিক দিক দিয়ে সৎ উপার্জনশীল ছিলেন তাই নয়, দীন ইসলামের সেবায় জীবনকে বলতে উৎসর্গ করেছিলেন।

আমরা সকলেই জানি এ ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর দুটো পথ একটা আসা এবং যাওয়া। এ আসা যাওয়ার পথে কিছু কিছু নিরহংকার মানুষের কর্মকান্ড মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। তাঁদের একজন নীরব সমাজ সেবক আমার পিতা মাসুদ শিরাজী। সৎ চিন্তা, সৎ কর্মই মানুষের মনুষ্যত্ব লাভ করায়, কর্মই ধর্ম। যারা প্রকৃত ধার্মিক তারাই কর্মকার, কর্মী বানায়। তারা মানুষকে ভালবাসে, শুধু মাত্র আল্লাহ্ পাকের ভালবাসা পাবার আশায়, আর তাইতো অতি অল্প বয়সে যৌবনের প্রারম্ভে যুব সংগঠন চট্টগ্রাম খোদ্দামুল আহমদীয়া কায়েদ, বিভাগীয় কায়েদ, আনসারুল্লাহ্‌র যয়ীম, তাহরীকে জাদীদের সেক্রেটারী, শতবার্ষিকী জলসা উদ্‌যাপন কমিটির চেয়ারম্যান, সেক্রেটারী ইসলাহ্ ইরশাদ, তা'লীম তরবিয়ত ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করেন মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত। মরহুম একজন ওসীয়্যতকারী ছিলেন।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া জামাতের পাকিস্তানের রাবওয়াহ্ এবং ভারতের কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত জলসায় একাধিক বার যোগদান করেন।

প্রতিদিন অফিসের কাজ শেষে সরাসরি চকবাজারস্থ মসজিদ প্রাঙ্গনে ছুটে আসতেন। গেইটে প্রবেশ করে আশ-পাশ পরিষ্কার করতেন, সুযোগ বুঝে নীরবে নিজ হাতে পানি ঢেলে পরিষ্কার করতেন বাথরুম এবং পরবর্তীতে জামাতী কাজ শেষ করতে করতে অনেক রাত করে বাসায় ফিরতেন, কিছুটা হেঁটে কিছুটা রিক্সায়। মৃত্যুর ২দিন আগ পর্যন্ত জামাতের বিভিন্ন দায়িত্ব এভাবে সম্পাদন করে গেছেন।

জন্ম-মৃত্যু মানব জীবনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। তবুও কোন কোন মৃত্যু ব্যক্তিও সমাজের গন্ডি পেরিয়ে সমস্ত জাতিসত্তাকে আলোড়িত ও ব্যথিত করে। মৃত্যুকালে মাসুদুল হক শিরাজীর বয়স হয়েছিল ৬৪ বৎসর। মৃত্যুর সময় প্রবাসে অবস্থানকারী ১ কন্যা ও ৩ পুত্র রেখে যান।

- খালিদ আহমদ শিরাজী

ইসলাম ও শিশু শিক্ষা

ইসলাম সর্বদাই জ্ঞান ও শিক্ষাদানের বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করে থাকে। ইসলামে প্রত্যেক নর-নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন ফরয। হাদীসে এসেছে ত্বলাবুল ইল্‌মা ফারিযাতুন 'আলা কুল্লি মুসলিমিনা ওয়া মুসলিমাত-

অর্থ ঃ জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরয।

এ ফরয কোন বিশেষ দল বা জাতির জন্য নয় বরং এ হচ্ছে এমন একটি সার্বজনীন অধিকার ও স্বার্থ যারা জীবনের আলো পেতে চায় তাদের প্রত্যেকে অন্তর্ভুক্ত করে।

এক্ষেত্রে ছেলে বা মেয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই লক্ষ্য অভিন্ন। বস্তুত এ ধর্মের নর ও নারী নিয়ে যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় তা সচেতন, বিজ্ঞ হেদায়াত জ্ঞানদীপ্ত ও তমদ্দুন সমৃদ্ধ। এটা সেই সত্যনিষ্ঠ সমাজ। এর কল্যাণে এর সদস্যরা উন্নত হতে পারে। এ কারণেই ইসলাম সেই জ্ঞান চর্চার প্রতি বিশেষ জোর তাগিদ প্রদান করেছে। এ ব্যক্তি ও সমাজের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। এবং সমাজের জন্য বয়ে আনে সৌভাগ্য এবং বিশ্বের জন্য বয়ে আনে শান্তি। আর এজন্যই বদর যুদ্ধের বন্দীদের মাঝে কিছু সংখ্যক বন্দী মুক্তির শর্ত ছিল দশজন করে মুসলিম সন্তানকে লেখাপড়া শেখানো। ইসলাম যে জ্ঞানের বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহশীল এর প্রমাণ হিসাবে একথাই যথেষ্ট যা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তাআলা সর্বপ্রথম আয়াত দ্বারা উৎসাহিত করেছেন ঃ

"পড় তোমরা প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে জমাট রক্তপিন্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন, পড় তোমার প্রতিপালক মহা মহিমান্বিত। তিনি কলমের দ্বারা জ্ঞান শিখিয়েছেন। তিনি মানুষকে এমন জ্ঞান দান করেছেন যা সে জানত না" (সূরা আলাক ঃ ১-৫)।

আল্লাহ্‌তাআলা আরো ইরশাদ করেছেন ঃ

"আর রহমান। তিনি এ কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে মনের ভাব প্রকাশের ভাষা শিখিয়েছেন।"

(সূরা আর রহমান ঃ ১-৪)

রসূল (সঃ) বলেছেন ঃ

তোমাদের সন্তানদের জ্ঞান দান কর। কেননা তারা তোমাদের পরবর্তী যুগের জন্য সৃষ্টি। তোমরা জ্ঞান অন্বেষণ কর- যদিও তা চীন দেশেই হোক না কেন।

কাজেই ইসলাম জ্ঞান অর্জনের যে উদ্দেশ্য চিহ্নিত করেছে তা আরব থেকে সুদূর চীনের মতোই প্রসারী এবং উভয় দেশের মধ্যকার দূরত্বের এ বিশাল ব্যবধানের মতোই মহৎ ও বিশাল।

রসূল (সঃ) আরও বলেছেন ঃ

'সাত বছর পর্যন্ত সন্তানের সাথে খেলাধূলা কর,

নামাযের জন্য তাগিদ কর। সাত বছর আচার-ব্যবহার ও ভদ্রতা শিক্ষা দাও এবং সাত বছর সহযোগিতা কর। অতঃপর তাকে নিজের দায়িত্বে ছেড়ে দাও। শরীয়ত যাকে শিষ্টাচার শেখাতে পারে নি, আল্লাহ্‌ও তাঁকে শিষ্টাচার শেখান না।

সংক্ষেপে বলা যায় ঃ

পিতামাতা সন্তানের জন্য আয়নাস্বরূপ। শিশুদের জীবনে উত্তম আদর্শ অপরিহার্য। ইসলাম আমাদের সন্তানদের জন্য স্বাধীন ও স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণের আহবান জানায়।

সু-সন্তান সুস্থ ও নির্মল পরিবেশের ফল। সুতরাং ইসলাম ব্যক্তি গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে এ জন্য যে, এ হচ্ছে পরিবার, সমাজ ও জাতিগঠনের সর্ব প্রথম উপাদান, এ হচ্ছে একটি মৌলিক ইউনিট যা একটি গতিশীল জাতির বৃহত্তর অঙ্গ ও কাঠামো গঠনে মৌলিক বস্তু হিসাবে কাজ করে থাকে। আসলে ব্যক্তি হচ্ছে মুলত একটি শিশুই যার চরিত্র, মন মানসিকতা, মানবিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করবেন আপনি আপনার ইচ্ছা ও পসন্দানুযায়ী। এ হচ্ছে এক পুষ্পকলি, একে আপনি করে দেবেন মানবীয় নীতিমালা ও সুন্দরতম চরিত্রের রং, রূপ ও গন্ধ। কাজেই যখন অভিপ্রেত পদ্ধতিতে সৃষ্ট পন্থায় এবং জীবন্ত উপায়ে তার রূপায়ন সম্পন্ন হবে তখন পরিবার (যা একটি খুঁদে সমাজ) হবে সুগঠিত, জীবন্ত বর্ধনশীল।

এরপর বৃহত্তর সমাজ ও জাতি (যা হচ্ছে ব্যক্তি ও পরিবারের সমষ্টি এবং সমাজ জীবনে তাদের পারিবারিক আচরণেই একটি রূপ) পরিণত হবে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এক শক্তিশালী জাতিতে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন ঃ

"আল্লাহ্‌র ফিতরত যার উপর তিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করছেন" (সূরা রুম ঃ ৩০)।

আল্লাহ্‌তাআলা আরো বলেছেন ঃ

"প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসূলের মাঝে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।"

ইসলাম মাতাপিতার প্রতি গুরুত্বপূর্ণ পথ-নির্দেশ দান করেছে। ইসলাম মাতাপিতাকে তাদের শিশুর প্রতি পূর্ণ মনোযোগ ও গুরুত্বদানের আদেশ করেছে।

আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ) বলেছেন ঃ

তোমরা শিশুদেরকে ভালবাসা এবং তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, তাদের সাথে কোন ওয়াদা করলে তা পূর্ণ কর কেননা তারা তোমাদেরকেই তাদের রিযিক সরবরাহকারী বলে জানে। তোমরা সন্তানদের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখ। তোমরা নিজেদের সন্তানদের স্নেহ কর এবং তাদের ভালো ব্যবহার শেখাও। সন্তানকে সদকার শিক্ষা দেয়া দান খয়রাতের চেয়ে উত্তম।

মনীষীদের বাণী ঃ

আল গাযালী, ইবনে খালদুন ও ইবনে মিসকাওয়াই এর মতো বড় বড় শিক্ষাবিদগণ শিশুদের শিক্ষার সম্পর্কে বিশেষ জোর দিয়েছেন। এজন্য যে, এ সময়ে শিশুর মাঝে অংকিত হয় চরিত্র এবং বর্ধিত হয়- অনুভূতি ও বুদ্ধিমত্তা। এর গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁরা আরো বহু আলোচনা করেছেন।

বাংলা কবিতা রয়েছে ঃ কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ বাঁশ করে ঠাশ্ ঠাশ্'।

খোদাতাআলা আমাদের সকলকে নিজেদের শিশু সন্তানদেরকে ছোট বেলা থেকেই পবিত্র কুরআন হাদীস ও পবিত্র ব্যক্তিদের অনুসরণ ও অনুকরণ করণে শিক্ষা দান করার তৌফীক দান করুন, আমীন।

- মোঃ মনির হোসেন খান

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ঃ আমি আমাদের অনেক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে শুনেছি কাদিয়ানী সম্প্রদায় আমাদের নবী সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-কে খাতামুল আম্বিয়া এবং আমাদের কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস করে না। তাই আমি ৪নং বকশী বাজারস্থ আহমদীয়া জামাত তথা কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের কেন্দ্রে গিয়েছিলাম। সেখানে এক কাদিয়ানী মৌলানার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। সালাম বিনিময়ের পর আমি তার কাছে প্রথমেই তাদের ধর্ম বিশ্বাস কি জানতে চাইলাম।

উত্তর ঃ মৌলানা সাহেব সর্বপ্রথম আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রণীত "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকের উল্লেখ করে বলেন ঃ

"আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস এই আমরা ঈমান রাখি যে, খোদাতাআলা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া।

আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা হাশর জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা আরও ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তাআলা যাহা বলিয়েছেন এবং আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা সবই সত্য। আমরা এ-ও ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র বিচ্যুত হয় অথবা যে বিষয়গুলো অবশ্য-করণীয় বলে নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বেঈমান এবং ইসলাম বিরোধী। আমি আমার জামাত উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্** এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মৃত্যুবরণ করে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত এমন সকল নবী (আলাইহিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনবে। নামায, রোযা, হজ্জ, ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতাআলা এবং তাদের রসূল কর্তৃক নির্ধারিত কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করি যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোট কথা যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযূর্গানের ইজমা অর্থাৎ সর্ববাদিসম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে সে তাক্‌ওয়া বা খোদাভীতি এবং সত্যতা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকবে যে কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এ অঙ্গীকার সত্বেও অন্তরে আমরা এ সবের বিরোধী ছিলাম।

আলা ইন্না লানাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারীইনা

অর্থাৎ সাবধান! নিশ্চয় মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।"

মৌলানা সাহেব এর দীর্ঘ আলোচনা আমার এ বিশ্বাস হয় যে, আমাদের সাথে কাদিয়ানীদের মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। তারা যা বিশ্বাস করে আমরা তা বিশ্বাস করি। তারা আমাদের নবী মোহাম্মদ (সঃ)-কে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং খাতামুল আম্বিয়া বিশ্বাস করে। আমরাও তা করি। তারা কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্-এর উপর বিশ্বাস করে। আমরাও তা করি।

- মোহাম্মদ মুনিরুজ্জামান ভূঁইয়া

পবিত্র নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ)-এর উদ্দেশ্যে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর কয়েকটি মহব্বত ভরা উক্তি

❑ **বা'দ আয খোদা বা ইশ্‌কে মুহাম্মদ মুখাম্মারম গার কুফরহঁ বাওয়াদ বাখোদা সখত কাফেরম।**

অর্থাৎ হে লোক সকল! খোদাতাআলার প্রেমের পরে মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রেমে আমি বিভোর। যদি কেউ এ কারণে আমাকে কাফির বলে, তাহলে খোদার কসম আমি সবচে' বড় কাফির।

❑ **উস নূর পর ফিদা হুঁ উসকা কি ম্যায় হুয়া হুঁ উহ্‌হ হ্যায় ম্যাঁ চিজ কেয়া হুঁ বাদ ফয়সালা য়্যাহি হ্যায়॥**

অর্থ ঃ সেই জ্যোতিতে আমি বিলীন, আমি তাঁরই হয়ে গেছি।

তিনিই আছেন, আমি কি বস্তু অর্থাৎ কিছুই না আর আসল মীমাংসা এটাই।

❑ "তিনি (আল্লাহ্) আমাকেও কথোপকথনের সম্মান দান করেছেন। কিন্তু এ সম্মান আমার কেবল আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুসরণে লাভ হয়েছে। আমি যদি আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উম্মত না হতাম এবং তাঁর (সঃ) অনুসরণ না করতাম দুনিয়ার পাহাড়গুলোর সম পরিমাণ আমার পুণ্যকর্ম হলেও কখনও এ কথোপকথনের সম্মান অবশ্যই পেতাম না" (তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া ঃ ১২-১৩ পৃষ্ঠা)।

❑ 'আমি তাঁর অনুসরণের ও তাঁর অতি ভালবাসার কারণে ঐশী নিদর্শনাবলীকে নিজের ওপরে অবতীর্ণ হতে এবং অন্তর দৃঢ়-বিশ্বাসের জ্যোতিতে পূর্ণ হতে দেখেছি। আর এত অলৌকিক নিদর্শন দেখেছি যে, এসব সুস্পষ্ট জ্যোতিসমূহের মাধ্যমে আমি খোদাকে প্রত্যক্ষ করে নিয়েছি' (তিরইয়াকুল কুলুব, পৃষ্ঠা ৫)।

❑ 'সুতরাং আমি কেবল খোদার অনুগ্রহে, নিজের কোন পুণ্যের দ্বারা নয়, পরিপূর্ণ অংশ লাভ করেছি যা আমার পূর্বের নবী-রসূলগণ এবং খোদার মনোনীত বান্দাগণকে দেয়া হয়েছিলো। আর আমার এ সব কল্যাণ লাভ করার সম্ভাবনা ছিলো না। আমি যদি আমার নেতা ও প্রভু নবীদের গর্ব শ্রেষ্ঠ রসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পথের অনুসরণ না করতাম। সুতরাং আমি যা লাভ করেছি তা তাঁর (সঃ) অনুসরণে লাভ করেছি। আমি সত্যিকারের ও পরিপূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে অবহিত যে, কোন মানুষ সেই নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ব্যতিরেকে খোদার সন্নিধানে পৌঁছুতে পারে না' (হাকীকাতুল ওহী, ৬২ পৃষ্ঠা)।

সংকলক - **নির্বাহী সম্পাদক**

সংবাদ

বিভ্রান্তি ও অপপ্রচারমূলক সংবাদ পরিবেশনের তীব্র প্রতিবাদ

'কাদিয়ানী ইমাম হত্যায় জামাতকে জড়িত করা ষড়যন্ত্রেরই নামান্তর' শীর্ষক গতকাল সোমবার ৩রা নভেম্বর, ২০০৩ইং তারিখের দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত ঘৃণ্য মিথ্যা ও উদ্দেশ্যমূলক সংবাদটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, রঘুনাথপুরবাগ (থানা-ঝিকরগাছা, জিলা-যশোর) এর প্রেসিডেন্ট মৌলবী মোহাম্মদ শাহ্ আলম-এর উপর অতর্কিত হামলার নেতৃত্বদানকারী সেখানকার সাধারণ শান্তিপ্রিয় পাড়া-পরশী প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য মোতাবেক স্থানীয় জামাতে ইসলামীর জনৈক নেতা মৌলানা আমিনুর রহমান। এ কথা জেনে আমরা গত ২রা নভেম্বর, ২০০৩ তারিখে সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্যটি পরিবেশন করেছি। এ ব্যাপারে শহীদ মৌলবী মোহাম্মদ শাহ্ আলমের স্ত্রী নাজমা খাতুন ও স্থানীয় থানায় মোকদ্দমা দায়ের করেছেন।

দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকায় লিখা হয়েছে, "প্রকৃত বিষয় হলো কাদিয়ানী ইমাম দীর্ঘদিন যাবত শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে কটূক্তি করে আসছিল যা ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ সহ্য করতে পারে নি।"

এ বাক্যটি একটি জঘন্য মিথ্যা কথা। আমরা বলি-'লানাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন' (মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত বর্ষিত হোক)। আমরা আহমদীয়া সম্প্রদায়ের সদস্যগণ খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এর নাম যেভাবে তা'যীমের সাথে নিয়ে থাকি, তা হয়তো বহু মুসলমানই করেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 'মুহাম্মদ' নামটি হযরত রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াস্‌সালাম-এর হওয়াতে আমাদের কোন সদস্যের নামের পূর্বে এ শব্দটি আমরা কখনও সংক্ষেপে লিখি না।

হযরত খাতামান্নাবীঈন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াস্‌সালাম সম্পর্কে কোন আহমদী কখনও কটূক্তি করতে পারে না। এটি আমাদের আদর্শগত বিশ্বাস।

আমরা আশা করি, এরূপ জঘন্য মিথ্যা প্রচারনার প্রতিবাদ খোদার ভয়ে হলেও বাংলাদেশের সাধারণ মানুষদেরকে দৈনিক সংগ্রামের কর্তৃপক্ষ জানাবেন।

- সেক্রেটারী

মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের সদর ও নায়েব সদর সফে দওম-এর অনুমোদন

হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) জনাব আহমদ তবশীর চৌধুরীকে মজলিসে আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের সদর হিসাবে আগামী ২০০৪ ও ২০০৫ সনের জন্যে মনোনয়ন প্রদান করেছেন আর জনাব মোহাম্মদ মাহবুব আযম রেজাকে নায়েব সদর সফে দওম হিসাবে মনোনয়ন দিয়েছেন। আল্লাহ্‌তাআলা হুযূর (আইঃ)-এর এ মনোনয়ন সার্বিকভাবে কল্যাণমন্ডিত করুন। আপনাদেরকে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আর সকলকে তাঁদের কর্মে সফলতার জন্যে দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আমি আপনাদের জন্য দোয়া করছি। আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে তাঁর প্রিয় জামাতের খেদমত করার তৌফীক দান করেন। মজলিসের সকলকে আমার মহব্বত ভরা সালাম বলবেন।

মোবাশ্‌শের উর রহমান
ন্যাশনাল আমীর

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের যুগ-খলীফার সম্মানিত প্রতিনিধি জনাব মোবাশ্‌শের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ গত ২১শে অক্টোবর ২০০৩, মঙ্গলবার পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে তিন দিনব্যাপী মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের ৩২তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমার শুভ উদ্বোধন করেন।

ইজতেমায় আগত সকলকে স্বাগত জানান জনাব মাহবুবুর রহমান, সদর মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ। এ বারের ইজতেমায় অন্যতম আকর্ষণ ছিল তরবিয়তী বক্তৃতার আয়োজন। উদ্বোধনী অধিবেশনে 'বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের একমাত্র অভাব খিলাফত' শীর্ষক বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। এছাড়াও সান্ধ্যকালীন অধিবেশনে 'জীবনে বড় হতে হলে' ও 'স্বাবলম্বী হতে চাইলে' শীর্ষক বিষয়ে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে জনাব মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্ ও জনাব বশির উদ্দিন আফজাল আহমদ খান চৌধুরী।

ইজতেমায় খোদ্দাম, ছোট ও বড় আতফাল এর তিনটি গ্রুপে ৯টি তালীমি প্রতিযোগিতায় মোট ২৯টি এবং বিভিন্ন খেলাধূলা প্রতিযোগিতায় একক ও দলীয়ভাবে বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

ইজতেমায় আগত সারা দেশের সকল স্থানীয়, জেলা ও রিজিওনাল মজলিস ও কেন্দ্রীয় আমেলার সমন্বয়ে 'কেন্দ্রীয় কায়েদ সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। এতে চলতি বছরের কার্যক্রম ও আগামী বছরের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও স্থানীয় কায়েদদের সাথে মত বিনিময় অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও সকল তিফলের সমন্বয়ে আতফাল সম্মেলন ও মুক্তোঝরা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ইজতেমায় ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের সার্বিক কার্যক্রমের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ স্থানীয় মজলিস হিসাবে সুন্দরবন মজলিস, শ্রেষ্ঠ জেলা মজলিস হিসাবে কুষ্টিয়া জেলা মজলিস এবং শ্রেষ্ঠ রিজিওনাল মজলিস হিসাবে চট্টগ্রাম রিজিওনাল মজলিস এর ঘোষণা করা হয়।

এবার রেকর্ড সংখ্যক ৭৪টি স্থানীয় মজলিস থেকে প্রায় ৬০০ এরও অধিক খাদেম ও তিফল এতে অংশগ্রহণ করেন।

- **আবু জাকির আহমদ**, সেক্রেটারী ৩২তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা

চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র ৩১তম বার্ষিক ইজতেমা সুসম্পন্ন

অক্টোবর ২০০৩ইং রবিবার চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র ৩১তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা ও দীনী মা'লুমাত (লিখিত পরীক্ষা) সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। লাজনা ও নাসেরাতের সকল সদস্যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। আল্লাহ্‌তাআলার রহমতে এ ইজতেমা সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হয় (আল্ হামদুলিল্লাহ।

- **মুখতার বানু**, প্রেসিডেন্ট চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহ্

ওয়াকারে আমল

আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি আজ ৩০/১০/০৩ইং রোজ বৃহস্পতিবার ফজর নামাযের পর ভাতগাঁও মসজিদ কমপ্লেক্সে চট পরিষ্কার, মাঠ পরিষ্কার করা হয়। উক্ত ওয়াকারে আমলে অংশগ্রহণ করেন আনসার ২জন, খোদ্দাম ৬জন, আতফাল ৭জন, নাসেরাত ৯জন মোট ২৪জন।

- **মোঃ মনতাজ আলী**
ওয়াকারে আলম বিভাগ

সন্তান লাভ

অতি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি, মহান আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে ৩১/১০/২০০৩ইং তারিখ শুক্রবার রাত ৮ (আট) ঘটিকার সময় আমি এক কন্যা সন্তান লাভ করেছি। কন্যার দাদা বশির আহমদ ও নানা রজব আলী। জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট কন্যার সুস্বাস্থ্য, তাকওয়া ও ধর্মপরায়ণপূর্ণ দীর্ঘ জীবন লাভের দোয়ার আবেদন রাখছি।

- **মুহাম্মদ জাকির হোসেন (হেলাল)**, মহাখালী

❑ মহান আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবানীতে গত ১৮.১০.০৩ইং রোজ শনিবার ৩রা কার্তিক রাত ৯টায় আমাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইদ্রিস আহমদ মোয়াল্লেম ও পুত্রবধু নাহিদ ফেরদৌস ঝুমুরকে আল্লাহ্‌তাআলা এক পুত্র সন্তান দান করেছেন, আল্‌হামদুলিল্লাহ্। নবজাতক এবং তার মাতা সুস্থ আছে। নবজাতক যেন বড় হয়ে জামাতের একনিষ্ঠ সেবক হতে পারে সেজন্য জামাতের সকল ভাই-বোনের নিকট বিনীত দোয়ার আবেদন করছি।

- **সেতারা বেগম ও মমতাজ বেগম**
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, পটুয়াখালী

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তেবাড়ীয়ার প্রবীণ আহমদী মোহাম্মদ গরীব উল্লাহ্ সাহেব গত ১৬/১০/০৩ইং রোজ বৃস্পতিবার সকাল ৬.৫০ মিঃ নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিলাহে ...রাজেউন)। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে খুব সহজ-সরল ও নিরীহ আহমদী ছিলেন। মরহুমের বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তেবাড়ীয়ার প্রথম সারির আহমদীর মধ্যে তিনি একজন। মৃত্যুকালে তিনি ৫ ছেলে, ৩ মেয়ে ও ২১ জন নাতী-নাতনী রেখে যান। আমরা মরহুমের মাগফেরাত ও তাঁর পরিবারের সাব্‌রে জামীলের জন্য খাস দোয়ার আবেদন করছি।

- **মোহাম্মদ আমীর হোসেন**
মোয়াল্লেম ও ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট, তেবাড়ীয়া

❑ গত ২৯/১০/০৩ইং তারিখ রোজ বুধবার বেলা ১.৩০ মিঃ এর সময় হোসনাবাদ জামাতের প্রবীণ আহমদী জনাব আদব আলী ভুঁইয়া (নায়েব আলীর পিতা) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন (ইন্না লিল্লাহে ... রাজেউন)। মরহুম মৃত্যুর পূর্বে পাঁচ ছেলে এবং দুই মেয়ে এবং অনেক নাতী-নাতনী রেখে যান।

আল্লাহ্‌তাআলা মরহুমকে জান্নাতুল ফেরদৌসে দাখিল করুন। তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করে জামাতী সকল ভাই-বোনের নিকট দোয়ার অনুরোধ করছি।

- **আব্দুর রহীম ভুইয়া**
প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, হোসনাবাদ

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

Kh. Imteeaz Uddin Nayeem ITP
Tax Consultant

Golden View Consultancy Services

(A house of Consultants on Accounts, Income Tax, VAT & Company Affairs)

Business Solution :

- Accounting Work
- Taxation
- Company Affairs
- VAT & Custom Duty
- Work Permit.

Address :

Khan Mansion (9th Floor)
107, Motijheel C/A, Dhaka
Phone : 8128812
Mobile : 019344688

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর
খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি খাবার

ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা (রূপা প্লাজার পার্শ্বে)
ফোন : ৯১৩৬৭২২

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুন :

সালমান

৬৭৬/৩২ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা
ফোন : ৯১১৮৭৪৯

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.
120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

New Vo. No. 66 ◆9th Issue November 15, 2003 ◆Tk. 10.00

Fortnightly **The AHMADI** রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

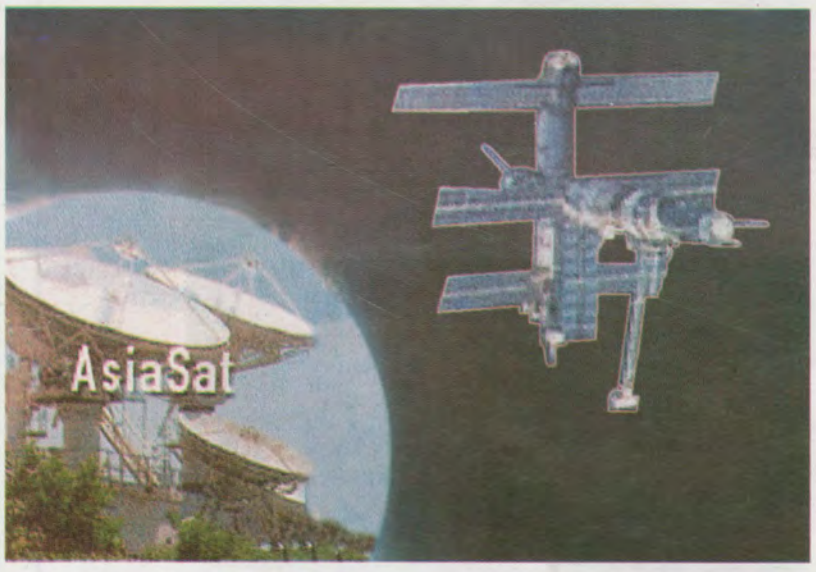

لا إله إلا الله محمد رسول الله

Muslim TV AHMADIYYA International

এমটিএ একটি ঐশী নিয়ামত। আপনার বাড়ীতে এমটিএ-র সংযোগ নিন, নিজের পরিবারকে অবক্ষয় মুক্ত রাখুন।

প্রত্যেক স্থানীয় জামাতের আমীর কিংবা প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব খিলাফতের সাথে নিজের সম্পর্ক আরো মজবুত করার লক্ষ্যে নিজ নিজ জামাতে বেশি বেশি **MTA**-র সংযোগ নিন।

- প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় হুযূর (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা সরাসরি সম্প্রচার
- প্রতিদিন রাত ৮টায় বাংলা সম্প্রচার

ASIASAT 2

এশিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় স্যাটেলাইটে **এমটিএ** দেখার সুযোগ গ্রহণ করুন।

DISH POSITION 100.5° EAST
FREQ. - 3660
S.R - 27500
POL - VERTICAL

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Editor in Charge : Maulana Ahmad Sadeque Mahmood, Executive Editor : Mohammad Mutiur Rahman
Phone : 7300808, 7300849 Fax : 880-2-7300925 E-mail : amgb@bol-online.com